বিবাহবার্ষিকীর ছবি দিয়ে তোপের মুখে রামাস্বামী

পৃষ্ঠা ২৪

# প্রথম আলো

Prothom Alo North America

Thursday, 29 May 2025, 9th Year, Issue 428, 40 Pages

ট্রাম্প প্রশাসন ছাড়লেন মাস্ক

পৃষ্ঠা ২২

বৃহস্পতিবার, ২৯ মে ২০২৫, ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ২ জিলহজ ১৪৪৬, ৯ম বর্ষ, সংখ্যা ৪২৮, পৃষ্ঠা ৪০

## এশিয়ার নিয়তি পুনর্লিখনে একসঙ্গে কাজ করতে পারে বাংলাদেশ

### জাপানে ড. ইউনূস

**ঢাকা ডেস্ক**

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, এশিয়ার নিয়তি পুনর্লিখনে একসঙ্গে কাজ করতে পারে বাংলাদেশ ও জাপান। বৃহস্পতিবার জাপানে 'নিক্কেই ফোরাম: ৩০তম ফিউচার অব এশিয়া'—শীর্ষক ফোরামে দেওয়া ভাষণে তিনি এ কথা বলেন। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইংয়ের পাঠানো বিবৃতি থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

ড. ইউনূস তাঁর ভাষণে বলেন, 'আজ এখানে দাঁড়িয়ে আমার কিছু বিশেষ স্মৃতি মনে পড়ছে। ২০ বছর আগে, ২০০৪ সালে, নিক্কেই আমাকে এশিয়া পুরস্কারে ভূষিত করেছিল। সেটি ছিল আমার জীবনে অত্যন্ত অর্থবহ একটি মুহূর্ত। তখন থেকেই জাপানের সঙ্গে আমার একটি ব্যক্তিগত যোগসূত্র তৈরি হয়েছে। গত কয়েক বছরে আমি বহুবার জাপানে এসেছি। জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কাজ করেছি,

**এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১**

# যুক্তরাষ্ট্রে স্টুডেন্ট ভিসার জন্য সাক্ষাৎকার বন্ধ

**বিদেশী শিক্ষার্থী**

যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নে আগ্রহী সব বিদেশি শিক্ষার্থীর ওপর বাধ্যতামূলক সোশ্যাল মিডিয়া যাচাই প্রয়োগের পরিকল্পনা প্রশাসনের।

- এই পদক্ষেপে শিক্ষার্থী ভিসা প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে বিলম্বিত হতে পারে।
- সবচেয়ে বড় ক্ষতির মুখে পড়বে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো

**বিশেষ প্রতিনিধি**

এবারে ট্রাম্প প্রশাসনের কড়া নজর পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে আসা বিদেশি শিক্ষার্থীদের ওপর। যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নের জন্য আবেদনকারী সকল বিদেশি শিক্ষার্থীর ওপর বাধ্যতামূলকভাবে সোশ্যাল মিডিয়া যাচাই প্রয়োগের পরিকল্পনা করছে প্রশাসন। সংবাদমাধ্যম পলিটিকো ২৭ মে মঙ্গলবার এ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই পরিকল্পনার প্রস্তুতি হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস এবং কনস্যুলার অফিসগুলোকে শিক্ষার্থী ভিসা আবেদনকারীদের নতুন সাক্ষাৎকার নির্ধারণ আপাতত বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে।

নির্দেশনাটি মঙ্গলবার পাঠানো একটি কূটনৈতিক তারবার্তায় (ক্যাবল) উল্লেখ করা হয়েছে, যা স্বাক্ষর করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। নির্দেশনায় বলা হয়েছে, "সোশ্যাল মিডিয়া যাচাই এবং স্ক্রিনিংয়ের পরিধি সম্প্রসারণের প্রস্তুতি হিসেবে, পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত দূতাবাসগুলোর (F, M এবং J ক্যাটাগরির) শিক্ষার্থী এবং এক্সচেঞ্জ ভিসার জন্য অতিরিক্ত সাক্ষাৎকার নির্ধারণ বন্ধ রাখা উচিত।"

এই পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হলে শিক্ষার্থী ভিসা প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে বিলম্বিত হতে পারে। এতে সবচেয়ে বড় ক্ষতির মুখে পড়বে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, যারা আন্তর্জাতিক

**এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪**

যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের আয়োজনে তারুণ্যের সমাবেশে যোগ দেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। বুধবার রাজধানীর নয়াপল্টনে।

# ডিসেম্বরেই নির্বাচন হতে হবে

**সমাবেশে তারেক রহমান**

**ঢাকা ডেস্ক**

নির্বাচনের জন্য সবাইকে প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত তারুণ্যের সমাবেশে গতকাল লন্ডন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এ আহ্বান জানান।

নির্বাচন নিয়ে টালবাহানা শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ করে তারেক রহমান বলেন, জনগণের রায়কে বাস্তবায়ন করতে হলে নির্বাচিত সরকার দরকার। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে আহ্বান রেখে তিনি বলেন, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে। আমরা আবারও বলতে চাই, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

তারেক রহমান বলেন, যে কোনো দলের তাদের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হলে দরকার একটি জবাবদিহিমূলক সরকার, দরকার একটি নির্বাচিত সরকার। তবে নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে মনে হয় এরই মধ্যে টালবাহানা শুরু হয়েছে বা চলছে। কথিত অল্প সংস্কার আর বেশি সংস্কারের অভিনব আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে জাতীয় নির্বাচনের ভবিষ্যৎ। 'জনগণ বিশ্বাস করতে শুরু করেছে সংস্কার নিয়ে সময় ক্ষেপণের আড়ালে অন্তর্বর্তী সরকারের ভেতরে ও বাইরে কারও কোনো ভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে,' যোগ করেন তিনি।

'তরুণ প্রজন্মের ভাইয়েরা ও দেশবাসী, আগামী জাতীয় নির্বাচনের জন্য আপনারা প্রস্তুতি শুরু করুন। কারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে কারা প্রতিনিধি হবে, সেটা জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিয়ে আপনারা নির্বাচিত করুন।'

বিএনপির নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আপনারা জনগণের কাছে যান। তাদের প্রত্যাশা জানার চেষ্টা করুন। তাদের প্রত্যাশা বোঝার চেষ্টা করুন। জনগণের মন জয় করুন। কারণ জনগণই বিএনপির সব রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস।

বিএনপির তিন অঙ্গ-সহযোগী সংগঠন জাতীয়তাবাদী যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদল যৌথভাবে এ সমাবেশের আয়োজন করে। যুবদল সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্নার সভাপতিত্বে সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য

**এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১**

# ধনীদের বিদেশে নাগরিকত্ব ও সম্পদ সরানোর হিড়িক

**আমেরিকা**

**ইব্রাহীম চৌধুরী**

সুখের আশায় মানুষ যখন আমেরিকার দিকে ছুটছে, তখন সে দেশ থেকেই যেন সুখ আর সম্পদের নিরাপত্তার খোঁজে বেরিয়ে পড়ছেন অনেকে। যুক্তরাষ্ট্রের ধনীদের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এক নতুন প্রবণতা। তারা শুধু সম্পদ গড়ে তুলছেন না, সেই সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেও বেছে নিচ্ছেন ভিন্ন দেশের নাগরিকত্ব।

২০২৫ সালের শুরুতেই এ চিত্র উঠে এসেছে হেনলি অ্যান্ড পার্টনারস প্রকাশিত ইউএসএ ওয়েলথ রিপোর্ট–এ। সেখানে দেখা গেছে, ২০২৪ সালের তুলনায় ২০২৫ সালের প্রথম প্রান্তিকে যুক্তরাষ্ট্রের ধনীদের বিদেশে নাগরিকত্ব ও আবাসনের আগ্রহ বেড়েছে ১৮৩ শতাংশ।

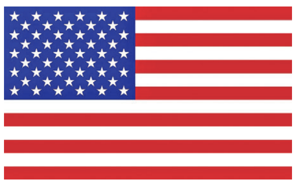

ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনী সম্ভাবনা, ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা, দেশের অভ্যন্তরীণ বিভাজন এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার আশঙ্কায় অনেকেই নিজেদের জন্য খুঁজে নিচ্ছেন এক বিকল্প ঠিকানা। টেম্পল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক পিটার জে. স্পাইরো একে বলছেন 'নতুন আমেরিকান ড্রিম'। তাঁর মতে, একাধিক পাসপোর্ট এখন আর শুধু ভ্রমণের স্বাধীনতা নয়, বরং ভবিষ্যতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উপায়।

**এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪**

# গতি ফিরছে না অর্থনীতিতে, চ্যালেঞ্জে নতুন বাজেটও

**ঢাকা ডেস্ক**

গত বছরের জুলাইয়ে গণঅভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার প্রায় এক বছর পূর্ণ হতে চললেও অর্থনীতির গতি ফেরেনি। মূল্যস্ফীতি, বিনিয়োগ স্থবিরতা, কর্মসংস্থান সংকট, রফতানি হ্রাস এবং রাজস্ব ঘাটতিতে অর্থনীতি এখনও নানা অনিশ্চয়তায় ঘেরা। এমন এক প্রেক্ষাপটে সামনে এসেছে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট— যার আকার নির্ধারণ করা হয়েছে ৭ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা।

অর্থ মন্ত্রণালয় বাজেট প্রস্তুতির আগে চিহ্নিত করেছে আটটি বড় চ্যালেঞ্জ— মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য ও জ্বালানি

**এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১**

# দুদকের মামলায় তারেক রহমান ও জুবাইদা রহমান খালাস

**হাইকোর্টের রায়**

**ঢাকা ডেস্ক**

জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলায় খালাস পেয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তাঁর স্ত্রী জুবাইদা রহমান। দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে জুবাইদা রহমানের আপিল মঞ্জুর করে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট। বিচারপতি মো. খসরুজ্জামানের একক হাইকোর্ট বেঞ্চ বুধবার এ রায় দেন।

এর আগে জুবাইদা রহমানের করা আপিলের ওপর শুনানি শেষ হয় ২৬ মে। সেদিন আদালত রায়ের জন্য আজকের দিন নির্ধারণ করেন।

আদালতে আপিলের পক্ষে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এস এম শাহজাহান, আইনজীবী কায়সার কামাল ও জাকির হোসেন ভূঁইয়া শুনানি করেন। দুদকের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী আসিফ হাসান।

তারেক রহমান

জুবাইদা রহমান

রায়ের পর দুদকের আইনজীবী আসিফ হাসান প্রথম আলোকে বলেন, জুবাইদা রহমানের আপিল মঞ্জুর করে বিচারিক আদালতের রায় বাতিল করে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট। অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তারেক রহমানের ক্ষেত্রেও এই রায় প্রযোজ্য হবে, তিনি এই রায়ের সুবিধা পাবেন। অর্থাৎ এ মামলায় তারেক রহমান ও জুবাইদা

**এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪**


CDPAP Transition
Community Outreach Partner
• Bangla • Hindi • Urdu • Spanish
+1 347 571 1804

CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US
ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ
• ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
• কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
• স্মল বিসনেস ট্যাক্স রিটার্ন
• সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
• একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন
Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com
T:917-832-7785 C: 347-515-3858 E: chishti@chishtiaccounting.com
73-19 Broadway, Jackson Heights NY11372

চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Trusted Accounting and Tax Services
Over 13 Years of Accounting and Taxation Experience
ইনকাম ট্যাক্স
• INDIVIDUAL TAX RETURN
• CORPORATE TAX RETURN
• SMALL BUSINESSES TAX RETURN
• SELF-EMPLOYED (UBER/LYFT/CAD DRIVER)
একাউন্টিং ও বুককিপিং
• PAYROLL
• W2S, 1099S
• FINANCIAL STATEMENT
• SALES TAX QUARTERLY AND YEAR END FILINGS

LIBERTY TRAVELS & TECH
AIR TICKET, WORLDWIDE MONEY TRANSFER

Our Other Services:
• PHOTOCOPY • FLYER
• E-MAIL PRINT • A-SIGN
• BANNER • CARGO
• MONEY TRANSFER • FEDEX/UPS
• BUSINESS CARDS • CELL PHONE
• CUSTOM T-SHIRT • MUG PRINTING

Mohammad K. Chishti, CPA
72-30 Roosevelt Ave, Jackson Hts, NY 11372. Cell: 347-448-6092, 518-699-2499

Queens Social Adult Day Care Center Inc

# কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

## ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

### শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

### শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

### মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

### বিনোদনমুলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

### আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

### অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি
পিকআপ এবং ড্রপস করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

*For details information please contact*

**ENGINEER MAHFUZUL HAQUE**

*MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain*

**148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435**

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

# এমটিএ নিউইয়র্ক সিটি ট্রানজিট কর্মীদের ফ্যামিলি নাইট

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো বাংলাদশী আমেরিকান এমটিএ নিউইয়র্ক সিটি ট্রানজিট কর্মীদের ফ্যামিলি নাইট ২০২৫। শুক্রবার (১৬ মে) কুইন্সের রিগো পার্কের জয়া হলে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠান দুইটা পর্বে সাজানো ছিল। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত বাজিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। তারপর সূচনা বক্তব্য দেন অনুষ্ঠানের অন্যতম সংগঠক স্টেশন এজেন্ট রোকশানা বেগম।

প্রথম পর্বটি সাজানো ছিলো সংগঠক ও অতিথিদের বক্তৃতা দিয়ে। এ পর্বে সঞ্চালক ছিলেন স্টেশন এজেন্ট সাইফুর রহমান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন সামাদ মিয়া জাকারিয়া, আজাদ তালুকদার, তাহমিদুল হক, সফওয়ান চৌধুরী, জুবায়ের আহমেদ, এনামুল হক জনি, খোকন পাল। এছাড়া বক্তব্য রাখেন সুপারভাইজার সায়েম মোস্তাকিম, জেনারেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট এখলাসুর রহমান, তারেক আহমদ ও আহনাফ আলম। অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য দেন টিডব্লিউইউ লোকাল১০০ প্রেসিডেন্ট জন চিয়ারেলো, স্টেশন ডিভিশন ভিপি রবার্ট কেলি, আরটিও ভিপি ট্রামেল থম্পসন।

বিশিষ্টজনদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন আরটিও জেনারেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ফরহাদুল ইসলাম, সুপারিন্টেন্ডেন্ট মাহমুদা ফেরদৌস, অবসরপ্রাপ্ত সুপারিন্টেন্ডেন্ট আলী হায়দার, স্টেশন জিএসএস মোহাম্মদ মনসুর।

অনুষ্ঠান স্পন্সরদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সালেহ আহমেদ (সাল), আফফার বকশ, এটর্নী মইন চৌধুরী ও গ্রী মেকানিকেল কর্ণধার তোফায়েল লিটন চৌধুরী।

স্টেশন এজেন্ট প্রতিমা সুমির উপস্থাপনায় ও গোপাল দাসের পরিচালনায় গান করেন স্বপন অধিকারী, কাঞ্চন দাস, মসিয়ত উল্লাহ, অসীম চন্দ ও গোপাল দাস। স্টেশন এজেন্ট বিধান পালের কন্যা প্রিয়ন্তি পালের একক নৃত্য ছাড়াও শিশু শিল্পীদের নৃত্য পরিবেশনা মুগ্ধতা ছড়ায়।

সাংস্কৃতিক পর্বের শেষটুকু মাতিয়ে রাখেন রাজীব ভট্টাচার্য ও কৃষ্ণা তিথি। বাহারী খাবারের আয়োজন আর জম্পেশ আড্ডার সাথে সুরের মূর্ছনায় গভীর রাত পর্যন্ত সবাই বুঁদ হয়ে থাকেন। উপস্থিত অনেকেই গানের তালে তালে সুর মিলিয়ে নেচে নেচে উপভোগ করেন।

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্টসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
www.surdezperezlaw.com

আমরাই একমাত্র যারা সর্বোচ্চ সুবিধার
নির্ভরযোগ্য নিশ্চয়তা
প্রদান করি
ZAMZAM
TRAVEL US
আমাদের সার্ভিস সমূহ
এয়ার টিকেটিং
হজ্ব প্যাকেজ
সার্ভিস প্রোভাইডার
হোটেল বুকিং
ভিসা প্রোসেসিং
ওমরাহ প্যাকেজ
সার্ভিস প্রোভাইডার
কেন আমাদের সার্ভিস নিবেন ?
বিশেষজ্ঞ দল
যাচাইকৃত ভিসা চেকলিষ্ট
প্রিমিয়াম সহায়তা
নিখুঁত ভিসা আবেদন পরিষেবা
ZAM ZAM TRAVEL US
In a Partnership with
এয়ার লাইন সমূহ
SAUDIA
QATAR
Emirates
TURKISH AIRLINES
ঢাকা অফিস
+88 017 1133 6292
Tropical Mollah Tower
Shop no: 08 (4th Floor), Progoti Sharoni
Middle Badda, Dhaka 1212, Bangladesh
নিউইয়র্ক অফিস
+1 718 395 9697
37-15 73 Street (Suite-207),
Jackson Heights, NY-11372
zamzamtravelus
www.zamzamtravelus.com
zamzamtravelus@gmail.com

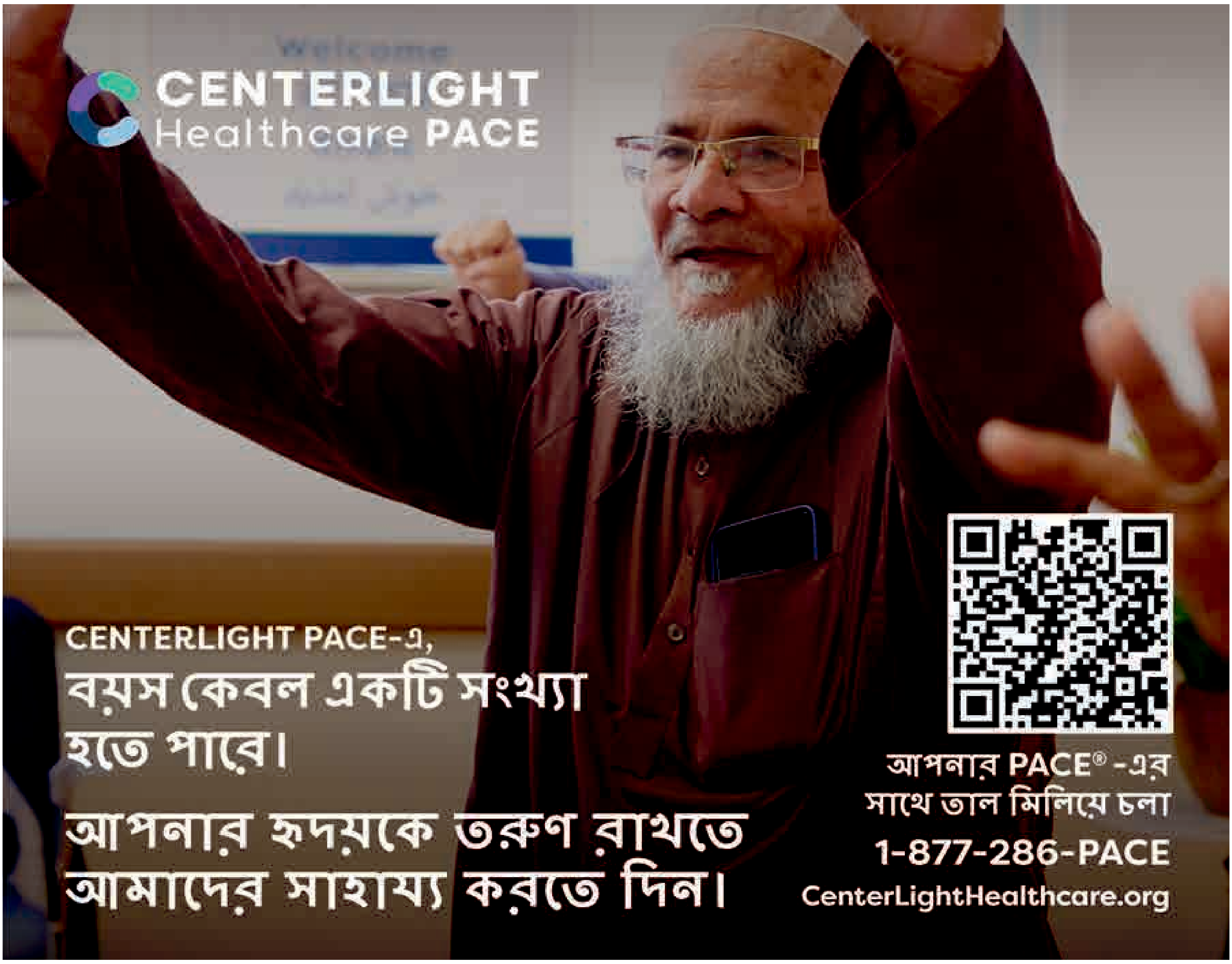
CENTERLIGHT
Healthcare PACE
CENTERLIGHT PACE-এ,
বয়স কেবল একটি সংখ্যা হতে পারে।
আপনার হৃদয়কে তরুণ রাখতে আমাদের সাহায্য করতে দিন।
আপনার PACE® -এর সাথে তাল মিলিয়ে চলা
1-877-286-PACE
CenterLightHealthcare.org

# ট্রাম্পের শুল্ক নীতিকে অবৈধ ঘোষণা করলেন আদালত

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

যুক্তরাষ্ট্রের একটি আদালত গতকাল বুধবার দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের ক্ষমতাকে অবৈধ ঘোষণা করে এক যুগান্তকারী রায় দিয়েছেন। আদালতের রায়ে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট বাণিজ্য অংশীদারদের (বিভিন্ন দেশ) কাছ থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর সর্বাত্মক শুল্ক আরোপ করে তাঁর 'ক্ষমতা অতিক্রম' করেছেন।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আদালত জানিয়েছে, মার্কিন সংবিধান অনুযায়ী অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার 'একচেটিয়া ক্ষমতা' কংগ্রেসের। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি রক্ষায় প্রেসিডেন্টের জরুরি ক্ষমতা এই সংবিধানিক ক্ষমতাকে বাতিল করতে পারে না।

তিন বিচারকের একটি প্যানেল তাঁদের সিদ্ধান্তে বলেছেন, 'প্রেসিডেন্টের শুল্ককে কৌশল হিসেবে ব্যবহারের যৌক্তিকতা বা কার্যকারিতা নিয়ে আদালত কোনো মন্তব্য করছে না।' আদালত ট্রাম্পের জানুয়ারি থেকে জারি করা সব 'একতরফা শুল্ক আদেশের' ওপর স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। প্যানেল আরও জানান, 'এই ব্যবহার অগ্রহণযোগ্য, কারণ এটি অযৌক্তিক বা অকার্যকর বলে নয়, বরং (ফেডারেল আইন) এটি অনুমোদন করে না।'

বিচারকেরা ট্রাম্প প্রশাসনকে ১০ দিনের মধ্যে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রতিফলন ঘটিয়ে নতুন আদেশ জারি করার নির্দেশ দিয়েছেন। ট্রাম্প প্রশাসন এর কিছুক্ষণ পরেই আপিলের নোটিশ দাখিল করে এবং আদালতের ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। আদালত জানুয়ারি থেকে ট্রাম্পের জারি করা সব শুল্ক আদেশ 'অবিলম্বে বাতিল' করে দিয়েছেন। এসব আদেশ 'ইন্টারন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ইকোনমিক পাওয়ারস অ্যাক্টের' আওতায় জারি করা হয়েছিল। এই আইন জাতীয় জরুরি অবস্থার সময় 'অস্বাভাবিক ও অসাধারণ' হুমকি মোকাবিলায় প্রণীত হয়েছিল।

আদালতকে গাড়ি, ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়ামের ওপর ট্রাম্পের জারি করা কিছু শিল্পে নির্দিষ্ট শুল্কের বিষয়ে রায় দিতে বলা হয়নি, কারণ সেগুলো ভিন্ন একটি আইনের অধীনে জারি করা হয়েছিল। ম্যানহাটনভিত্তিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আদালতের সিদ্ধান্তগুলো মার্কিন আপিল আদালতে এবং শেষ পর্যন্ত মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা যেতে পারে।

# প্রবাসে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি

**নিউইয়র্ক বইমেলা ২০২৫**

মুক্তধারার আয়োজনে অনুষ্ঠিত এবারের বইমেলাও প্রবাসী বাঙালিদের প্রাণের উৎসব হিসেবে প্রমাণ করেছে।

**রওশন হক**

নিউইয়র্ক বইমেলা ২০২৫ সদ্য শেষ হলো, কিন্তু এখনো পাঠকদের মন জুড়ে রয়েছে বইয়ের মৃদু সুঘ্রাণ, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুরণন। মুক্তধারার আয়োজনে অনুষ্ঠিত এই বইমেলা এবারও প্রবাসী বাঙালিদের প্রাণের উৎসব হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করেছে। তবে এবারের মেলায় একটি বিশেষ দিক ছিলো উল্লেখযোগ্য - নতুন প্রজন্মের লেখকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও পাঠকদের অভূতপূর্ব সাড়া। নিউইয়র্কে সদ্যসমাপ্ত মুক্তধারার বইমেলা ২০২৫ শুধু বইমেলা নয়, বরং এক বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হয়েছিল। হলরুম থেকে শুরু করে মেলার মাঠ পর্যন্ত বাঙালিয়ানার এক প্রাণময় আবহ ছড়িয়ে পড়ে - যেখানে ছিলো শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন, নৃত্য, গান, কবিতা ও ইতিহাস-স্মৃতিতে ভরপুর নানা উপস্থাপনা।

বিশেষভাবে আলোচিত লেখকদের একজন হলেন সাদাত হোসাইন। বাংলাদেশে ইতোমধ্যেই জনপ্রিয়তা অর্জন করা এই লেখকের বই নিয়ে নিউইয়র্কে ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে। তাঁর লেখা শুধু সাহিত্যপ্রেমীদের হৃদয় ছুঁয়েছে তা নয়, বরং নতুন প্রজন্মের পাঠকদের মধ্যেও বই পড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। এটি নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যতের জন্য আশাব্যঞ্জক।

মেলার একটি উল্লেখযোগ্য অংশজুড়ে ছিলো শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণ। তাদের সৃজনশীলতা, দেশপ্রেম আর সাংস্কৃতিক চেতনার প্রকাশ ছিল চোখে পড়ার মতো। মঞ্চে নাচ ও গান, আবার কখনো চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া শিশুরা প্রমাণ করেছে যে, প্রবাসে থেকেও তারা বাংলার মাটির গন্ধ ভুলে যায়নি। এসব পরিবেশনায় দেশি-বিদেশি দর্শকদের উপস্থিতি ছিলো উৎসাহব্যঞ্জক।

এবারের মেলায় নতুন প্রজন্মের লেখকদের পাশাপাশি পুরাতন ও খ্যাতনামা কবিদের কবিতা পাঠে শ্রোতারা ডুবে গিয়েছিলেন অনাবিল আবেগে। কবিতার প্রতি এই টান প্রমাণ করে, ভাষা আর কাব্য কখনো সময় বা প্রবাসে আটকে থাকে না।

বাংলাদেশকে তুলে ধরতে মেলায় একটি বিশেষ অংশ ছিল 'বঙ্গবন্ধু কর্নার', বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী, সংগ্রাম ও ঐতিহাসিক ভাষণকে কেন্দ্র করে লেখা সব বই দিয়ে সাজানো হয়েছিল। পাশাপাশি, প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ওপর প্রকাশিত বইও মেলায় পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, যা মতপার্থক্যের বাইরে গিয়ে ইতিহাস চর্চার ইতিবাচক দিককে সামনে নিয়ে আসে। ছিলো জাতীয় চার নেতার উপরে রচিত বই। ২০২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থানের উপর লেখা বই ও বিশেষ আকর্ষণ বই আকারে আসছে দেয়াল লিখনের গ্রাফিতির চিত্র।

উল্লেখযোগ্য একটি দিক ছিল মেলার মূল ভবনের বাইরের দেয়ালে বাংলাদেশের জন্ম ইতিহাস সংবলিত প্রামাণ্য তথ্য ও চিত্র সংযুক্ত করা। স্বাধীনতা যুদ্ধের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, সংগ্রাম, আত্মত্যাগ- সবই ছিল সজ্জার অংশ, যা দর্শনার্থীদের আবেগে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এটি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ এবং মেলার শিক্ষামূলক দিককে জোরদার করেছে।

তাছাড়া, মেলায় সব ধর্মের পাঠ্যপুস্তক রাখা ছিলো ধর্মীয় সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শিশু-কিশোরদের মধ্যে সহনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার বীজ বপন করতে এই উদ্যোগ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

এবারের মেলায় পাঠকের উপস্থিতি ছিলো লক্ষণীয়। শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে প্রৌঢ় পাঠক, সবার মাঝেই দেখা গেছে বইয়ের প্রতি টান। লেখকদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময়, স্বাক্ষর নেয়া, বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান ও সাহিত্যমূলক আলোচনা ছিলো এই মেলার প্রাণ। প্রবাসে থেকেও বাংলা বইয়ের এমন প্রাণবন্ত উৎসব প্রমাণ করে, ভাষা ও সাহিত্য কোনো সীমানা মানে না।

মেলা নিয়ে কিছু বিতর্ক ও মতপার্থক্য দেখা গেছে, যা পাঠক লেখকদের মধ্যে বিভাজন তৈরি হলেও প্রবাসী বাংলা সাহিত্যের চর্চায় কোন ছায়া ফেলতে পারবে না। তবে ভবিষ্যতে এ ধরনের সাহিত্য আয়োজন যেন সব ধরনের বিভেদ ও বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠে একটি বিশুদ্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে, সেই প্রত্যাশাই করছেন সচেতন পাঠক ও অংশগ্রহণকারীরা। আমি মেলায় আগত সব প্রকাশকের সাথে কথা বলে জানতে

# গণতন্ত্র আজও পদে পদে বাধাগ্রস্ত: খালেদা জিয়া

**ঢাকা ডেস্ক**

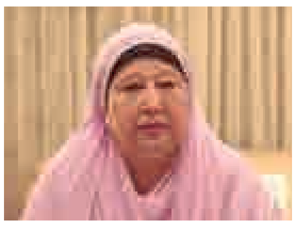

খালেদা জিয়া

দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে যেতে দলের নেতা-কর্মীসহ দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের ৪৪তম মৃত্যুবার্ষিকীর আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এই আহ্বান জানান।

বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে ওই সভায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বক্তব্য দেন বিএনপি চেয়ারপারসন।

গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রত্যাশার কথা জানিয়ে খালেদা জিয়া বলেন, 'যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা আর সার্বভৌমত্ব রক্ষার লড়াইয়ে তিনি (জিয়াউর রহমান) শাহাদাতবরণ করেছেন, সেই গণতন্ত্রের নিরবচ্ছিন্ন যাত্রা আজও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে প্রতি পদে পদে। খুব শিগগির আমরা বাংলাদেশকে গণতন্ত্রে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত দেখতে পাব। এই হোক শহীদ জিয়ার শাহাদাতবার্ষিকীতে আমাদের অঙ্গীকার। এই লক্ষ্যে সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে চলার জন্য আমি বিএনপির সব পর্যায়ের নেতা-কর্মী ও দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।'

বিএনপি চেয়ারপারসন বলেন, 'মনে রাখবেন, সবার জন্য গণতন্ত্র ও উন্নয়নের মাধ্যমে সব সমস্যা সমাধানের যে রাজনীতি শহীদ জিয়া রেখে গেছেন, তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে।'

জিয়াউর রহমানের স্মৃতিচারণ করে খালেদা জিয়া বলেন, 'প্রতিবছর দিনটি (জিয়াউর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী) আমাদের পরিবারে আসে এক বেদনাবিধুর স্মৃতি নিয়ে। এই দিনে শুধু আমাদের পরিবারই নয়, পুরো দেশই বেদনার্ত হয়ে পড়েছিল, হয়েছিল অভিভাবকহীন। আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের জন্মের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এক অবিচ্ছেদ্য নাম শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। যে চট্টগ্রাম থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা করে তিনি এ দেশের সঙ্গে নাম অবিচ্ছেদ্য করেছিলেন, সেই চট্টগ্রামেই একজন সৎ, দেশপ্রেমিক প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। এ দেশে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সংবাদপত্র ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, স্বনির্ভরতা, উন্নয়ন ও নিজস্ব জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির অনন্য রূপকার শহীদ জিয়া।'

আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বক্তব্য দেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সভায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে সভাপতিত্ব করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

# মিশিগানে গুলিতে বাংলাদেশির মৃত্যু

**পার্থ সারথী দেব,**
মিশিগান

**আব্দুল আহাদ**

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানের ডেট্রয়েটে দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষের জেরে গুলিতে বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত ব্যক্তির মৃত্যু ও তিনজন গুরুতর আহত হয়েছে।

ডেট্রয়েট পুলিশ ও স্থানীয় সংবাদপত্র মাধ্যমে জানা গেছে, গত রোববার (২৫ মে) রাত প্রায় সাড়ে দশটার দিকে ডেট্রয়েট শহরের ইষ্ট সাউডের জেইন পার্কের কাছে এ ঘটনা ঘটে।

গুলিতে নিহত ব্যক্তির নাম আব্দুল আহাদ। গুরুতর আহত তিনজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ডেট্রয়েট পুলিশ জানিয়েছে, আহত তিনজনের মধ্যে একজন গুলিবিদ্ধ, একজন ছুরিকাহত ও অন্যজন গাড়ীর ধাক্কায় আহত হয়েছেন।

কি কারণে এ ঘটনা ঘটেছে তা বলতে পারেনি ডেট্রয়েট পুলিশ। তবে ডেট্রয়েট পুলিশ ঘটনার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে এবং দায়ী ব্যক্তিদের কোন খোঁজ পাওয়া গেলে সাথে সাথে পুলিশকে জানানোর অনুরোধ করেছে।

এ ঘটনায় বৃহত্তর ডেট্রয়েটের বাঙালি কমুউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সর্বত্রই এ ঘটনা নিয়ে আলোচনা চলছে। মাসজিদউন নূর মসজিদে সোমবার (২৬ মে) আব্দুল আহাদের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশ নেন। নিহত আব্দুল আহাদের গ্রামের বাড়ী সুনামগঞ্জে। আব্দুল আহাদের দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

# টেস্টি বিটস এরাবিয়ান ফুড এখন চার্চ অ্যাভিনিউতে

**নিউইয়র্ক**

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ব্রুকলিনের প্রবাসী বাংলাদেশি ও আরব-ভাষী কমিউনিটির জন্য নতুন এক রসনাতৃপ্তির ঠিকানা হয়ে উঠতে যাচ্ছে 'টেস্টি বিটস এরাবিয়ান ফুড'। সোমবার (২৬ মে) ব্রুকলিনের ৯৫ চার্চ অ্যাভিনিউতে আনন্দঘন পরিবেশে রেস্টুরেন্টটির উদ্বোধন হয়।

সম্পূর্ণ হালাল খাবারের নিশ্চয়তা দিয়ে যাত্রা শুরু করা এই রেস্টুরেন্টে পাওয়া যাবে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ ও ডিনারসহ নানা ধরনের মুখরোচক আয়োজন।

রেস্টুরেন্টটির উদ্যোক্তা সুরুজ আহম্মেদ জানান, এখানে প্রায় ৬০ ধরনের মেনু রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরণের বিরিয়ানি, কাবাব, শর্মা, মানসাফ, হুমুস ও ফালাফেলসহ আরও অনেক আরবিয়ান স্পেশাল ডিশ। তাছাড়াও রয়েছে বোরহানী, লাচ্ছি ও স্যুপের মত স্বাস্থ্যসম্মত পানীয় ও মুখরোচক আইটেম।

উদ্বোধনী আয়োজনে স্থানীয় কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা ও বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ অংশ নেন। সবাই 'টেস্টি বিটস'-এর স্বাদ নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং রেস্টুরেন্টটির সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা জানান।

কমিউনিটির সবার অংশগ্রহণে নতুন এই রেস্টুরেন্টটি শুধু মাত্র খাবারের গন্তব্যই নয়, বরং সংস্কৃতির সংযোগস্থল হিসেবেও ব্রুকলিনবাসীর হৃদয়ে স্থান করে নেবে - এই আশাই ব্যক্ত করেন উপস্থিত অতিথিরা।

'টেস্টি বিটস'-এর পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানানো হয়েছে - পরিবার ও প্রিয়জনদের নিয়ে আসুন, উপভোগ করুন খাঁটি আরব স্বাদের অভিজ্ঞতা।

# কমিউনিটি মিডিয়ার জাগরণ: পাঁচ বছরে ৭২ মিলিয়ন ডলারের সরকারি বিজ্ঞাপন

**নিউইয়র্ক**

**বিশেষ প্রতিনিধি**

নিউইয়র্ক সিটির কমিউনিটি মিডিয়ার ইতিহাসে ভিন্ন অধ্যায় রচিত হয়েছে গত পাঁচ বছরে। ২০১৯ সালে তৎকালীন মেয়র বিল ডি ব্লাজিও একটি নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে ঘোষণা দেন, শহরের সরকারি বিজ্ঞাপন বাজেটের অন্তত ৫০ শতাংশ সংখ্যালঘু, অভিবাসী ও স্থানীয় কমিউনিটির সংবাদমাধ্যমে বরাদ্দ দিতে হবে। এর মাধ্যমে যে নীতির সূচনা হয়, তা গত পাঁচ বছরে নিউইয়র্কের মিডিয়া ল্যান্ডস্কেপে বড় পরিবর্তন এনেছে। এই সময়ের মধ্যে ২০০টিরও বেশি কমিউনিটি ও এথনিক মিডিয়া আউটলেট প্রায় ৭২ মিলিয়ন ডলারের বিজ্ঞাপন তহবিল পেয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির সময় এসব তহবিল সংকটে পড়া ছোট ছোট মিডিয়াগুলোর জন্য ছিল কার্যত লাইফলাইন।

২০১৯ সালের এক্সিকিউটিভ অর্ডার ৪৭ ও ২০২১ সালের স্থানীয় আইন ৮৩'-এর মাধ্যমে এই নীতির আইনি ভিত্তি প্রতিষ্ঠা পায়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল শহরের বহুভাষিক ও বহুজাতিক বাসিন্দাদের কাছে সরকারি তথ্য পৌঁছে দেওয়া এবং দীর্ঘ দিন অবহেলিত স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলোকে অর্থনৈতিকভাবে সহায়তা করা। একসময় এই বিজ্ঞাপন বাজেট মূলত দুইটি বড় এজেন্সির মাধ্যমে বিতরণ হতো, যারা প্রায় সব সময়ই মূলধারার বড় মিডিয়াগুলোকেই অগ্রাধিকার দিত। কিন্তু নতুন নীতির ফলে

পরিস্থিতি পাল্টাতে থাকে।

২০২০ সালে শহরের বিজ্ঞাপন বাজেটের ৮৪ শতাংশ বরাদ্দ হয় স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে, যার পরিমাণ ছিল প্রায় ১০ মিলিয়ন ডলার। ২০২৩ সাল পর্যন্ত এই বরাদ্দের মোট অঙ্ক দাঁড়ায় ৭২ মিলিয়ন ডলারে। নীতির কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে গঠিত হয় মেয়রস অফিস অব এথনিক অ্যান্ড কমিউনিটি মিডিয়া (এমওইসিএম)। তারা প্রতিযোগিতামূলক বিডিং প্রক্রিয়া চালু করে, বিজ্ঞাপনপ্রাপ্ত মিডিয়াগুলোর তালিকা প্রকাশ করে এবং প্রতিটি আউটলেটকে রেট কার্ড ও শ্রোতা ডেটা জমা দেওয়ার নিয়ম চালু করে, যা এমওইসিএমের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়।

তবে এই ব্যবস্থায় কিছু চ্যালেঞ্জও সামনে আসে। সমালোচকদের মতে, এমওইসিএম মেয়রের অফিসের সরাসরি অধীন থাকায় বিজ্ঞাপন বরাদ্দে রাজনৈতিক প্রভাব পড়ার ঝুঁকি থাকে। বিশেষ করে মেয়র এরিক অ্যাডামস প্রশাসনের সময়ে কিছু মিডিয়া প্রকাশক অভিযোগ করেছেন, বিজ্ঞাপন বরাদ্দে সরকারি এজেন্ডা প্রাধান্য পাচ্ছে। পাশাপাশি কোভিড পরবর্তী শহরের বাজেট সংকোচনের কারণে ২০২২ ও ২০২৩ সালে ৫০ শতাংশ বরাদ্দের লক্ষ্য পূরণ হয়নি।

এছাড়া কমিউনিটি মিডিয়ার জন্য আলাদা ও স্থায়ী বাজেট না থাকায় অর্থপ্রবাহ এখনো অনিশ্চিত। ফলে মিডিয়াগুলোর ভবিষ্যৎ অনেকাংশে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও বার্ষিক বাজেট বরাদ্দের ওপর নির্ভরশীল। এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় সেন্টার ফর কমিউনিটি মিডিয়া (সিসিএম) তাদের পাঁচ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি সুপারিশনামা প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, এমওইসিএম-কে একটি স্বাধীন সংস্থা হিসেবে গড়ে তুলতে নতুন আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। পাশাপাশি বিজ্ঞাপন বরাদ্দের প্রক্রিয়া সবার জন্য উন্মুক্ত করতে হবে, প্রতি বছর বিস্তারিত হিসাবসহ প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে এবং মিডিয়াগুলোকে সরকারি অর্থের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে রাজস্বের বৈচিত্র্য আনার উদ্যোগ নিতে হবে।

এই পুরো উদ্যোগকে আরো গতিশীল করতে ২০২০ সালে চালু হয় অ্যাডভার্টাইজিং বুস্ট ইনিশিয়েটিভ (এবিআই)। এর মূল কাজ হলো সরকারি সংস্থা, বিজ্ঞাপন এজেন্সি ও মিডিয়ার মধ্যে সমন্বয় তৈরি করা এবং আইন ৮৩'-এর বাস্তবায়ন তদারকি করা। এবিআইয়ের তথ্যানুযায়ী, এই নীতির ফলে নিউইয়র্ক শহরের ৯২ শতাংশ হিস্পানিক ও ৮৫ শতাংশ এশিয়ান পরিবার নিজ ভাষায় সরকারি তথ্য পেতে সক্ষম হয়েছে, যা এই নীতির সফলতা প্রমাণ করে।

বর্তমানে নিউইয়র্কের এই মডেলকে শিকাগো, লস অ্যাঞ্জেলেসসহ অন্যান্য বড় শহরের জন্য অনুসরণীয় হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। তবে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের টিকে থাকার জন্য শুধু সরকারি বিজ্ঞাপন যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন স্থানীয় ব্যবসায়ী ও কমিউনিটির পৃষ্ঠপোষকতা, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অভিযোজন এবং নতুন প্রজন্মের সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষমতা গড়ে তোলা।

সেন্টার ফর কমিউনিটি মিডিয়ার ডিন গ্র্যাম সিমস বলেন, 'সাংবাদিকতা মানে শুধু খবর দেওয়া নয়, এটি ক্ষমতার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার হাতিয়ার। আমাদের নীতিও সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে চলেছে।'

নিউইয়র্কের এই নীতির ভবিষ্যৎ অনেকটাই নির্ভর করছে রাজনৈতিক সদিচ্ছা, মিডিয়ার স্বাধীনতা ও আর্থিক স্বচ্ছতা রক্ষার উপর।

## সম্পাদকীয়

# প্রবাসে বিভক্তির বেদনা ও আমাদের দায়

নিউইয়র্কে সম্প্রতি দুটি আলাদা বাংলা বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। টানা তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে যে বইমেলাটি প্রবাসী বাংলাদেশিদের সাহিত্য-সংস্কৃতির একটি কেন্দ্রীয় উৎসবে পরিণত হয়েছিল, সেটি এখন বিভক্তির পথে। একই শহরে, একই ধরনের আয়োজন, একাধিক দিনে আলাদা আলাদা দুটি অনুষ্ঠান—প্রবাসী সমাজে এ যেন এক পরিচিত চিত্র।

আমরা অভিবাসী বাংলাদেশিরা পরিশ্রমী, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং উদ্যোমী এক জনগোষ্ঠী হিসেবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিতি পেয়েছি। কিন্তু একই সঙ্গে আমাদের একটি দুঃখজনক পরিচয় তৈরি হয়েছে—বিভক্তি, দলাদলি এবং পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস। নিউইয়র্কের বইমেলা বিভাজন এই সামাজিক বাস্তবতারই প্রতিচ্ছবি।

এই সমস্যা কোনো একটি উৎসব বা মেলা ঘিরে নয়। প্রবাসে বাংলাদেশের যেকোনো সংগঠন, যেকোনো সামাজিক-সাংস্কৃতিক উদ্যোগ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এমনকি অঞ্চল বা জেলা ভিত্তিক সমিতিও আজ বিভক্তির শিকার। ফোবানার মতো জাতীয় সংগঠনও একাধিক ভাগে বিভক্ত। জেলা সমিতিগুলো একই জেলার নামে তিন চারটি করে সংগঠন নিয়ে চলছে। বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক এলামনাই অ্যাসোসিয়েশন, উপজেলার নামে গড়ে ওঠা সংগঠন, মসজিদ-মন্দির—সবখানেই বিভাজন, বিরোধ, এমনকি আদালতের দ্বারস্থ হওয়া এখন এক চেনা চিত্র।

আমরা যদি এই বিভাজনের পেছনের কারণ বিশ্লেষণ করি, তবে দেখা যায় প্রত্যেকটি পক্ষই নিজেদের অবস্থানকে যৌক্তিক বলে দাবি করে। কেউ বলে "ওরা আমাদের বাদ দিয়ে সব সিদ্ধান্ত নিয়েছে", কেউ বলে "আমাদের কণ্ঠরোধ করা হয়েছে", আবার কেউ বলে "নেতৃত্বে অযোগ্য লোক এসেছে"। অর্থাৎ, প্রত্যেকে নিজের অবস্থানে যুক্তি দাঁড় করাতে সক্ষম। তাতে করে দায় যেমন ছড়িয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি সমাধানের পথও হারিয়ে যায়। প্রশ্ন উঠতে পারে—এই বিভক্তির মূল উৎস কী? এটি কি নিছক ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব? না কি এটি ব্যক্তি স্বার্থের সংঘর্ষ? কেউ কেউ বলবেন, নেতৃত্বের প্রতি লোভ, ক্ষমতার প্রতি আকর্ষণ, কেউ বলবেন, সম্মান ও পরিচিতির লড়াই। কিন্তু যে কারণই থাক না কেন, এর চূড়ান্ত ফলাফল একই—সম্প্রীতির বিপর্যয় এবং সমাজে নেতিবাচক উদাহরণ সৃষ্টি।

এই পরিস্থিতি কেবল আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনকেই ক্ষতিগ্রস্ত করছে না, বরং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনে এক দুর্বল, বিভ্রান্ত এবং হতাশাজনক সমাজব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরছে। প্রবাসে বেড়ে ওঠা শিশু-কিশোরেরা যখন দেখে তাদের বাবা-মা কিংবা আশপাশের বড়দের মধ্যে চিরকালীন বিরোধ, বিদ্বেষ এবং বিভাজন, তখন তাদের কাছে একতা, ঐক্য, সহযোগিতা—এসব শব্দের মানে কী দাঁড়ায়? তারা কী শিখবে আমাদের থেকে? আমরা কি আমাদের এই সামাজিক আচরণ দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মকে এমন একটি বাংলাদেশি পরিচয় দিতে চাই, যেখানে 'দলাদলি' আর 'বিভক্তি'ই স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য? দেশের রাজনীতির মতো এখানেও কি আমরা সবকিছুকে 'আমরা বনাম তারা' – এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ফেলছি? নাকি আমরা এই অসুস্থ ধারা থেকে বেরিয়ে নতুন এক সংহতির সংস্কৃতি তৈরি করতে চাই?

প্রবাসে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের ইতিহাস, শ্রম, আত্মত্যাগ এবং অর্জন গৌরবময়। আমাদের মধ্যে বহুজন আছেন যাঁরা অভাবনীয় সংগ্রামের পর প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন—চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ব্যবসা, শিক্ষা, সাংবাদিকতা, সাহিত্য–যেকোনো ক্ষেত্রেই তাদের অবদান অনস্বীকার্য। এসব মানুষের পরিশ্রম, ধৈর্য, সংগ্রাম প্রমাণ করে—আমরা পারি, যদি আমরা একসঙ্গে কাজ করি। কিন্তু সেই একসঙ্গে কাজ করাটাই যেন দিন দিন দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। যতদিন না আমরা ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে বৃহত্তর সমাজ ও প্রজন্মের কথা ভাবতে শিখব, ততদিন আমাদের উদ্যোগ, আমাদের প্রতিষ্ঠান, আমাদের উৎসব—সবই বিভক্ত হতে থাকবে। আর ততদিন আমাদের এই প্রবাসজীবন থেকে শিক্ষণীয় কিছু অর্জনের সম্ভাবনাও কমে যাবে। এই সংকট থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ—আত্মসমালোচনা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, এবং বৃহত্তর স্বার্থে একে অপরের সঙ্গে কাজ করার মানসিকতা গড়ে তোলা। আমাদের উচিত হবে পুরনো ক্ষতচিহ্ন ভুলে গিয়ে নতুন করে সংলাপ শুরু করা, বিভেদ নয়, সংহতি নিয়ে ভাবা।

বইমেলা, উৎসব, সমিতি কিংবা মসজিদ—এসব কেবল সামাজিক সংগঠন নয়, বরং আমাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং পরিচয়ের বাহক। এগুলোকে আমরা যদি শুধুই নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করি, তবে সেখানেই ভুল। আমরা যদি সত্যিই প্রবাসে একটি গর্বিত, ঐক্যবদ্ধ, সংস্কৃতিমনস্ক বাংলাদেশি সমাজ গড়ে তুলতে চাই, তবে এখনই সময় নিজেদের মধ্যে থাকা বিভেদ ভুলে একসঙ্গে পথচলা শুরু করার।

এই পরিবর্তন সহজ নয়। দীর্ঘদিনের বিভক্তি, রেষারেষি এবং দোষারোপের সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হলে সাহস, সহনশীলতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন। কিন্তু একবার সেই পথ ধরতে পারলে, আমরা শুধু বর্তমান প্রজন্মের জন্য নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও রেখে যেতে পারি এক গর্বের ইতিহাস।

সেই ইতিহাস হবে—প্রবাসে থেকেও ঐক্য গড়ে তোলা যায়, সংস্কৃতিকে সম্মিলিতভাবে রক্ষা করা যায়, এবং বিভক্তি নয়, সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশি জনসমাজকে এগিয়ে নেওয়া যায়।

# রাজনৈতিক দল নাকি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি

ড. ইজাজ আহসান

আচ্ছা, প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি কী? প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি এক ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, যেটা অনেকটা পরিবারকেন্দ্রিক। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এর মূল পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন। আর বাদ-বাকিরা পরিচালক হিসেবে থাকেন। এভাবেই এই কোম্পানি নিবন্ধন পায় বা তালিকাভুক্ত হয়। মোট কথা, এগুলো পরিবারতান্ত্রিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। এতে কারও কোনো অসুবিধা নেই। কারণ এগুলো ব্যক্তিগত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। তাই এরা নিজেদের খেয়ালখুশি মতো ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে। এর ফলে লাভক্ষতির দায়িত্ব এদের নিজেদের।

এই প্রাইভেট কোম্পানির কথা কেন আনলাম? কারণ এর সাথে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর একটা মিল লক্ষ্য করা যায়। বড় দলগুলোর প্রায় সবই পরিবারকেন্দ্রিক। আরেকটা মজার ব্যাপার শুধু বাংলাদেশই না, এই উপমহাদেশের ভারত, পাকিস্তান, নেপাল–এইসব দেশের মধ্যেও পরিবারতন্ত্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন ভারতে নেহেরু পরিবারের, পাকিস্তানে ভুট্টো পরিবার। ভুটানে তো রাজতন্ত্রই চলছে। যদিও তাদের মধ্যে স্বৈরাচারী মনোভাব অনুপস্থিত। তাছাড়া তাদের দেশের জনগণের রাজার প্রতি এক প্রকার আনুগত্য ও শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। সম্ভবত এটা তাদের সততা আর জনগণের প্রতি দায়িত্ববোধের কারণেই হয়েছে।

নেপালেও রাজ পরিবারের শাসন অস্তমিত। রাজাপক্ষের পরিবার শ্রীলঙ্কা শাসন করেন। শাসন বললে ভুল হবে অপশাসন বলতে হবে। এই অপশাসনের কারণেই তাদের পতন হয়। ভারতের পরিবারতন্ত্রের ছায়া থাকলেও তার মধ্যে অন্যান্য দেশগুলোর পরিবারতন্ত্রের চেয়ে কিছুটা ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। এখানে কিছুটা হলেও গণতন্ত্রের চর্চা চলে। তাই আশপাশের দেশগুলোর মতো অতটা বেপরোয়া আর দুর্নীতিবাজ পরিবারতন্ত্র এখানে চলে না। তবে সবচেয়ে ব্যতিক্রম মালদ্বীপ। ছোট্ট এই দ্বীপ রাষ্ট্রে গণতন্ত্র বেশ শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান মইজ্জু সরকারের বিজয় এর একটা উদাহরণ। আগের ভারত-সমর্থিত সরকারকে পরাজিত করে বর্তমান চীনপন্থী সরকারের জয় বলে দেয়–এখানে জনগণের রায়ের আর ইচ্ছার মূল্য আছে। আর এই গণতন্ত্র যে তাদের কতটা শক্তিশালী করেছে, তা বোঝা গিয়েছে, ভারতের মতো দেশকে তার সেনা মালদ্বীপ থেকে সময় বেঁধে দিয়ে সরিয়ে নেওয়ার জন্য বলার মধ্যে দিয়ে।

শক্তিশালী গণতন্ত্রের ভিত্তি আর জনগণের ম্যান্ডেট থাকলেই কেবল এটা সম্ভব। সামরিক শক্তির বিবেচনায় মালদ্বীপ ভারতের এক শ ভাগের পাঁচ ভাগ হবে কিনা আমি জানি না। তবে জনগণ আর গণতন্ত্রের শক্তি যে সামরিক সক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর, তা প্রমাণিত। ফলে, প্রকৃত গণতন্ত্র ছাড়া জনগণের মুক্তি আর দুর্নীতি প্রতিরোধ আর উন্নয়ন–কোনোটাই সম্ভব নয়।

এখন প্রকৃত গণতন্ত্র কী? আর পরিবার বা বংশতন্ত্রের সমস্যা কোন জায়গায়? প্রথমে আসি প্রকৃত গণতন্ত্রের ব্যাপারে। যে দেশগুলোর নাম বললাম, তার সবটাতেই গণতন্ত্র আছে। আমাদের বাংলাদেশেও গত পনেরো বছর গণতন্ত্র ছিল, সংসদ ছিল। কিন্তু সেই গণতন্ত্রের আসল চেহারাটা সবাই জানে, দেখেছে। এমনকি বিদেশিদেরও আপত্তি ছিল না। তারাও ভোটারবিহীন নির্বাচনের সরকারের সাথে কাজ করতে কোনো দ্বিধাবোধ করেনি। আর প্রতিবেশী দেশের কথা বাদই দিলাম। আর করবেই-বা না কেন, তাদের তো লেনদেনের হিসাব ঠিক থাকলেই হলো; সেখানে গণতন্ত্র আছে কি নাই, তা জানার কোনো প্রয়োজন নেই। যাদের

এখন প্রকৃত গণতন্ত্র কী? আর পরিবার বা বংশতন্ত্রের সমস্যা কোন জায়গায়? প্রথমে আসি প্রকৃত গণতন্ত্রের ব্যাপারে। যে দেশগুলোর নাম বললাম, তার সবটাতেই গণতন্ত্র আছে। আমাদের বাংলাদেশেও গত পনেরো বছর গণতন্ত্র ছিল, সংসদ ছিল। কিন্তু সেই গণতন্ত্রের আসল চেহারাটা সবাই জানে, দেখেছে। এমনকি বিদেশিদেরও আপত্তি ছিল না। তারাও ভোটারবিহীন নির্বাচনের সরকারের সাথে কাজ করতে কোনো দ্বিধাবোধ করেনি।

আসে যায়, তারা হলো দেশের আপামর জনগণ। অব দি পিপল, বাই দি পিপল, অ্যান্ড ফর দি পিপল–সেটাই হলো প্রকৃত গণতন্ত্র। তাই বুকের রক্ত দিয়ে সেই গণতন্ত্র চেয়েছে মানুষ। এই উপমহাদেশের বংশতন্ত্রের পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এগুলো প্রাথমিক অবস্থায় গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকলেও ধীরে ধীরে স্বৈরতন্ত্রের দিকে ধাবিত হয়।

সেই দল আর রাজনৈতিক দল থাকে না, হয়ে যায় প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। এর পেছনে ভূ-রাজনৈতিক মতলব থাকে। এই সব জনবিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও তাদের পরিবারের সুরক্ষার নিশ্চয়তা দিয়ে তারা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করে। কোনো রাজনৈতিক নেতার পরবর্তী বংশধর যদি যোগ্য হয়ে থাকে, তবে তা ভিন্ন কথা। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে দেখা যায় অন্য চিত্র। বাংলাদেশে সামরিক শাসক এরশাদ জাতীয় পার্টি নামে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। ধীরে ধীরে এই পার্টি তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। তাঁর অবর্তমানে এর মালিকানা নিয়ে তাঁর স্ত্রী ও ছোট ভাইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। আর বিএনপি ও আওয়ামী লীগের প্রচুর জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও পরিবারের বাইরে দ্বিতীয় আর কেউ নেই, যে দলের হাল ধরতে বা দল পরিচালনা করতে পারে।

এ নিয়ে কথা বললেই বিপদ। সে কারণে এখানে প্রতিভাবান লোকদের জায়গা দখল করে নেয় নির্লজ্জ চাটুকার আর সুবিধাভোগীরা। এই চাটুকারের দল নেতা-নেত্রীদের রাজনৈতিক নেতার আসন থেকে রাজা বা রানীর আসনে বসায়। তাদের কোনো সমালোচনা চলবে না। তাদের বিরুদ্ধে কোনো কিছু বলা চলবে না। আর বললেই তাকে জেল-জুলুম, গুম-খুনের শিকার হতে হবে। ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই-এর সেই দাম্ভিক উক্তি "আই অ্যাম দা স্টেট অ্যান্ড মাই ওয়ার্ডস আর ল"–এখন পর্যন্ত এটাই স্বৈরতন্ত্রের সর্বোচ্চ সীমানির্দেশক হয়ে রয়েছে। দেশের কথা বাদই দিলাম, এই বংশতন্ত্র সেই দলগুলোর জন্যই কাল হয়ে দাঁড়ায়। যখন ওই বংশের পতন হয়, তখন নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ ওই বংশের জন্য অন্য কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারে–এমন কাউকে দাঁড়াতেই দেওয়া হয় না।

আর চাটুকারের তো কোনো যোগ্যতাই থাকে না। তাই ক্ষমতা হারালে সেই দলের অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি পড়ে। নিজের দলের ভিতর যদি গণতন্ত্র না থাকে, তাদের দিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না। বাংলাদেশে একমাত্র দল যার মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা আছে, সেই দলের একাত্তর সালের ভূমিকার জন্য নিবন্ধন বাতিল করে দেওয়া হয়। অন্যদিকে আন্দোলন করে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটার কোনো দরকার ছিল না। কেননা বংশতন্ত্রের ওপর ভিত্তি করে আর গণহত্যাকারীর তকমা মাথায় নিয়ে কোনো দলের পক্ষে আবার ফিরে আসা সম্ভব কিনা, তা রীতিমতো গবেষণার বিষয়। তার ওপর অতি মাত্রায় ভারতপ্রীতি এমন একপর্যায়ে গিয়েছে যে, তারা সাক্ষাৎ ভারতের বিশ্বস্ত এজেন্ট হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। ভারতও এ ব্যাপারে কোনো রাখাঢাক করেনি।

অনেকে বলেন আওয়ামী লীগ লতা নয়, বড় গাছ। ঠিকই বলেন, তবে এটা ছায়া দানকারী না আফ্রিকার মানুষখেকো গাছ, তা জনগণ বিচার করবে। নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখা জনগণের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কারা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি আর কারা গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হবে, সে সিদ্ধান্ত তাদের নিতে হবে। আর জনগণও ভোটের মাধ্যমে তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবে। জনগণ ভুল করবে না।

লেখক: বিভাগীয় প্রধান (ব্যবসায় শিক্ষা), বাংলাদেশ স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মাস্কাট, ওমান

# ভাঙছে একান্নবর্তী পরিবার

আল মামুন

একদিন যে পরিবার ছিল ভালোবাসার ঘন বুনটে গাঁথা, সেই পরিবার আজ যেন ভাঙনের প্রতীকে রূপ নিচ্ছে। বাঙালি সমাজে একান্নবর্তী পরিবারের যে সোনালি ঐতিহ্য এক সময় ছিল সমাজের মূল ভিত্তি-তা আজ ক্রমে বিলীন। আধুনিকতা, নগরায়ণ, অর্থনৈতিক ব্যস্ততা আর ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনধারায় ভেঙে পড়েছে পারিবারিক বন্ধনের ছায়াঘেরা ছাদ। পরিণামে গড়ে উঠেছে একক পরিবার-ছোট, সীমিত, কিন্তু ভীষণ নিঃসঙ্গ।

এক সময় গ্রামের প্রতিটি বাড়িতেই দেখা যেত একান্নবর্তী পরিবারের চিত্র। দাদা-দাদির গল্প, চাচা-ফুপুদের হাসি-ঠাট্টা, ভাবি-ননদের রান্নাঘর কেন্দ্রিক ব্যস্ততা- সব মিলিয়ে ছিল একটি জীবন্ত সমাজ। কিন্তু আজ তা শুধু স্মৃতি। পরিসংখ্যান বলছে, গ্রামাঞ্চলেও যৌথ পরিবারের হার ১০ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। শহরে তো এই ব্যবস্থার অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ এবং বিবিএসের সাম্প্রতিক তথ্য বলছে, বর্তমানে পরিবারের সদস্য সংখ্যা গড় হিসেবে ৩ দশমিক ৯৮ জন, যা এক দশক আগেও ছিল ৪ দশমিক ৫-এর ওপরে। একই সঙ্গে তালাকের হার বেড়েছে। পরকীয়া, পারস্পরিক দায়িত্বে অনীহা, ব্যয় বহনে অক্ষমতাÑ এসব কারণে পরিবার ভাঙছে। সবচেয়ে উদ্বেগজনক তথ্য হলো, নারীদের তালাক চাওয়ার হার পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি। শুধুমাত্র ঢাকা শহরেই গত পাঁচ বছরে নারীদের তালাক আবেদন প্রায় দ্বিগুণ পুরুষের তুলনায়।

একক পরিবারের বাড়বাড়ন্ত শুধু সম্পর্কের সংকোচন নয়, এর ফলাফল দেখা যাচ্ছে সমাজের মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক ভারসাম্যে। সন্তানরা দাদা-দাদি, চাচা-ফুপুদের সঙ্গে বড় না হওয়ায় তাদের মধ্যে আন্তরিকতা, শ্রদ্ধাবোধ, সহনশীলতা গড়ে উঠছে না। তারা শেখার বদলে বড় হচ্ছে ডিজিটাল পর্দায় আটকে থেকে। পারিবারিক বন্ধনের শিক্ষা না পেয়ে তারা হয়ে উঠছে আত্মকেন্দ্রিক, দায়িত্ববিমুখ। যার ফলাফল- অস্থিরতা, মানসিক অবসাদ, এমনকি আত্মহত্যার প্রবণতাও।

মনোবিশেষজ্ঞরা বলছেন, যৌথ পরিবারে মানুষ একাকীত্বে ভোগে না। সেখানে সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করার অনেক মানুষ থাকে। বিপদের সময়ে মানসিক ও অর্থনৈতিক সমর্থন মিলত সহজে। একক পরিবারে এসব অনুপস্থিত। তাই প্রতিটি চাপে ব্যক্তিকে একাই লড়তে হয়।

আরও একটি ভয়াবহ দিক হলো-প্রবীণদের প্রতি অবহেলা। সন্তানেরা নিজেদের সুখের খোঁজে আলাদা সংসার গড়ে তুলছে, ফলে মা-বাবা ঠাঁই নিচ্ছেন বৃদ্ধাশ্রমে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বেশির ভাগ বৃদ্ধাশ্রমে বসবাসকারীরা উচ্চশিক্ষিত এবং সমাজের উচ্চস্তর থেকে আসা। কিন্তু সন্তানেরা হয় বিদেশে, নয়তো স্রেফ উদাসীন। এমনও ঘটনা ঘটছে যে মৃত্যুর পর লাশ গ্রহণ করতেও সন্তানরা আগ্রহী নয়।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো- আমরা কী হারাচ্ছি? আমরা হারাচ্ছি আমাদের শিকড়, পারিবারিক ঐক্য এবং সেই মানসিক প্রশান্তি, যা একসময় একান্নবর্তী পরিবারে লুকিয়ে ছিল। কবি পূর্ণেন্দু পত্রীর কথায়Ñ 'একান্নবর্তীর দীর্ঘ দালান-বারান্দা ছেঁড়া কাগজের কুচি হয়ে গেল'।

বাঙালি সংস্কৃতির ভেতরে যে হৃদ্যতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের চর্চা ছিল, তা যদি না ফিরিয়ে আনা যায়—তবে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম এক নিঃসঙ্গ, আত্মকেন্দ্রিক সমাজে বেড়ে উঠবে। যেখানে থাকবে না সম্পর্কের উষ্ণতা, দায়িত্বের বোধ, কিংবা পারিবারিক মমতা।

অনেকে বলবেন, সময় বদলেছে। সত্যি, সমাজ বদলেছে। কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে আমরা এখন করপোরেট ও নগরভিত্তিক সমাজে প্রবেশ করেছি। ব্যস্ততা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, আয়-ব্যয়ের হিসাব- সবই একান্নবর্তী পরিবারকে 'অপ্রয়োজনীয়' মনে করিয়েছে। কিন্তু এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক সংস্কৃতি হারিয়ে যাওয়ার মূল কারণÑ এটি মোকাবিলার জন্য আমরা কোনো প্রস্তুতি নিইনি।

প্রযুক্তির বিকাশ আমাদের জীবনকে যেমন সহজ করেছে, তেমনি সামাজিক বন্ধনকে করেছে দুর্বল। এখন ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে থেকেও একে অপরের সঙ্গে সংলাপ কমছে। শিশুরা ইউটিউব আর ওটিটির দুনিয়ায় বেড়ে উঠছে, অথচ পাশের ঘরের দাদির সঙ্গে তাদের একটা গল্প ভাগাভাগির সুযোগও নেই। এই বিচ্ছিন্নতা শুধু পারিবারিক নয়- এটি এক দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক সংকটের জš§ দিচ্ছে, যার প্রভাব পড়ছে শিশুদের আচরণ, ভাষা এবং মূল্যবোধে।

একান্নবর্তী পরিবারের আরেকটি বড় সুবিধা ছিল 'জীবন শেখার পাঠশালা'। সেখানে সহনশীলতা, কর্তব্যবোধ, ত্যাগের মহত্ত্ব প্রজš§ থেকে প্রজš§ে সঞ্চারিত হতো। বউ-শাশুড়ি বা ভাবি-ননদের দ্বন্দ্ব থাকলেও, পারিবারিক কাঠামো সেসব নিরসনে ভূমিকা রাখত। আজকের একক পরিবারে সমস্যা দেখা দিলে সমাধান খোঁজার মতো পরিণত কেউ থাকে না। ফলে সামান্য বিষয়েই দাম্পত্য বিচ্ছেদ বা মানসিক বিপর্যয় দেখা দেয়। পরিবার এখন আর পরামর্শের জায়গা নয়, বরং প্রতিযোগিতার মাঠ হয়ে গেছে।

রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারকদের দায়িত্ব এখানেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সমাজের মূল ভিত্তি পরিবারÑ এই সত্যটি মাথায় রেখে রাষ্ট্র যদি যৌথ পরিবার গঠনে নীতিগত সহায়তা দেয়, তবে পরিবর্তনের সূচনা সম্ভব। হাউজিং প্রকল্পে বড় পরিবার উপযোগী ফ্ল্যাটের সংস্থান, সামাজিক সচেতনতামূলক প্রচার এবং স্কুল পর্যায় থেকে পারিবারিক মূল্যবোধের পাঠ অন্তর্ভুক্ত করে ভবিষ্যৎ প্রজš§কে প্রস্তুত করা জরুরি। আমরা হয়তো পুরোনো কাঠামো ফিরিয়ে আনতে পারব না, কিন্তু নতুন কাঠামোয় পুরোনো প্রাণ ফেরানো সম্ভব।

এই সংকট শুধু পারিবারিক নয়, এটি এক বৈষয়িক সমাজের প্রতিফলন। যেখানে 'স্বাধীনতা' নামের মোড়কে আমরা 'একাকিত্ব'কে অলঙ্কার হিসেবে বরণ করছি। 'নিজের মতো থাকা', 'প্রাইভেসি' রক্ষা- এই ধারণাগুলো যতটা না আত্মমর্যাদার প্রকাশ, তার চেয়ে অনেক বেশি বিচ্ছিন্নতার সংস্কৃতি। পরিবার এক সময় ছিল ব্যক্তি-মানুষের মানসিক নিরাপত্তার দুর্গ, এখন সেটি হয়ে উঠেছে একটি চুক্তিভিত্তিক সম্পর্কের কাঠামো। ফলে ক্ষণিকের ভুল বোঝাবুঝিতেই মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, কারণ সে জানে না সহনশীলতা কাকে বলে, জানে না মাফ করে দেওয়ার আনন্দ।

একান্নবর্তী পরিবারের বিলুপ্তি আমাদের শুধু আত্মিক ক্ষয়েই ঠেলে দেয়নি, বরং অর্থনৈতিকভাবেও সমাজকে করেছে দুর্বল। যৌথ পরিবারে আয় ও ব্যয়ের ভারসাম্য, সম্পদের সম্মিলিত ব্যবহার এবং পারস্পরিক সহায়তা একটি সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের মতো কাজ করত। এখন একক পরিবারে প্রতিটি সদস্যকে আলাদা করে খরচ, সঞ্চয় এবং প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা করতে হয়, যা মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্য একটি বিরাট চাপ। অতএব যৌথ পরিবারের প্রয়োজনীয়তা কেবল আবেগ নয়- এটি একটি টেকসই জীবনব্যবস্থারও অংশ।

আন্তর্জাতিক দৃষ্টান্ত বলছে, উন্নত বিশ্বেও যেখানে নগরায়ণের হার অনেক বেশি, সেখানেও যৌথ পরিবার টিকিয়ে রাখার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। জাপানের উদাহরণ উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রীয়ভাবে যৌথ পরিবারকে উৎসাহিত করা হচ্ছে এবং ফলও মিলছে। আমরা কেন পারব না? বাঙালি সংস্কৃতির ভেতরে যে হৃদ্যতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের চর্চা ছিল, তা যদি না ফিরিয়ে আনা যায়—তবে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম এক নিঃসঙ্গ, আত্মকেন্দ্রিক সমাজে বেড়ে উঠবে। যেখানে থাকবে না সম্পর্কের উষ্ণতা, দায়িত্বের বোধ, কিংবা পারিবারিক মমতা।

আমরা যদি সত্যিই চাই, তবে একক পরিবারের এই কঠিন নিঃসঙ্গতা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে নিতে পারি। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন শুধু মোবাইলের স্ক্রিনে নয়, বরং বাস্তব জীবনে সম্পর্ক গড়ে তোলা শেখে- এই কামনাই থাকুক।

সাংবাদিক

# দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না

মো. হাবিবুর রহমান

রাজনীতি কখনোই কেবল নীতি আর আদর্শের খেলা ছিল না, বিশেষত যখন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় এবং স্বার্থ পরিপূর্ণ করাই মুখ্য হয়ে ওঠে। এমন সময় প্রবাদ-প্রবচন বাস্তবের আয়না হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, 'দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না'—এই বাক্যটি যেন সমসাময়িক রাজনীতির প্রতিটি স্তরে অনুরণিত হয়।

এই দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ছলনার রূপ বহুমাত্রিক। একদিকে জনগণের ভোটাধিকার নিয়ে নাটক, অন্যদিকে বিরোধী কণ্ঠরোধের অভিনব কৌশল। যেমনটি বলা যায়—'চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনি'—যেখানে যিনি সত্য উচ্চারণ করেন, তাঁকেই যেন দোষারোপ করা হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর আচরণ দেখে অনেক সময় বোঝা যায় না কারা আসলে জনগণের পক্ষে, আর কারা নিজের কৌশলের পক্ষে।

আজকের বাংলাদেশে নির্বাচন নিয়ে জনমনে ভয়, সংশয় আর অবিশ্বাস গভীর হয়েছে। প্রচারমাধ্যমে একরকম বাস্তবতা, মাঠে-ময়দানে আরেক রকম—যেন 'নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা' গোছের এক ছলচাতুরীর খেল। সরকার বলে তারা গণতান্ত্রিক, কিন্তু বিরোধীদের কণ্ঠরোধে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে। বিরোধীরা বলে তারা নিপীড়িত, কিন্তু নিজেরাও ক্ষমতায় গেলে ঠিক একই পথ অনুসরণ করে। ফলে সাধারণ জনগণের প্রশ্ন: তাহলে পার্থক্য কোথায়?

এই রাজনীতিতে কৌশল যেমন মুখ্য, তেমনি ছলনারও অভাব নেই। সামাজিক মাধ্যমে গুজব, তথ্য বিকৃতি এবং সাজানো 'জনমত' তৈরি এখন রীতিমতো শিল্প। যেন 'দুধ-কলায় কালনাগিনী'—যেখানে শান্তির প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিষ ছড়ানো হয়। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের নামে যারা শাসন করে, তাদের নীতিহীন ক্ষমতালিপ্সা বোঝা যায় যখন মানুষের মৌলিক অধিকারই খর্ব হতে থাকে।

এ দেশের রাজনীতিতে প্রবচনের সত্যতা আরও বোঝা যায় যখন দেখা যায়—'আপন গুণে ধ্বংস'। অতীতের বহু শক্তিশালী শাসক বা দল নিজেদের ছলনায় নিজেই পতিত হয়েছে। দুর্নীতির অজুহাতে ক্ষমতায় আসা দলই পরিণামে দুর্নীতির মহাবিস্তার ঘটায়। জনগণ ধোঁকা খায়, আবারও আশায় বুক বাঁধে, আবারও ছলনার শিকার হয়।

তবু প্রশ্ন থাকে—এই ছলনার রাজনীতি কি অনন্তকাল চলবে? নাকি কোনো দিন জনগণ সত্যিকারের জবাবদিহির দাবি জানাবে এবং সব মুখোশ খুলে যাবে?

দুই. এই উপমহাদেশের রাজনীতিতে ছলনার ইতিহাস পুরোনো। ব্রিটিশ শাসনের সময়েও যাঁরা জনগণের বন্ধু সেজেছিল, অনেক সময় তাঁরাই ছিল ইংরেজদের চুপিচুপি সহযোগী। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়েও কিছু মানুষ মুক্তির গান গেয়ে পর্দার আড়ালে পাকিস্তানি সেনার চর ছিল। আজ স্বাধীনতার ৫৪ বছর পর, সেই ছলনার ধারা যেন আরও পাকা, আরও প্রযুক্তিসম্পন্ন হয়েছে।

বর্তমান রাজনীতিতে ক্ষমতার ভাষা হলো 'উন্নয়ন', আর প্রতিপক্ষকে দমন করার নাম 'আইনের প্রয়োগ'। ভোট না হলে বলা হয়, মানুষ উন্নয়ন চায়; বিরোধী দল দমন করলে বলা হয়, তারা বিশৃঙ্খলা চাইছে। বাস্তবে দেখা যায়, 'অন্ধের হাতি দেখার মতো'—প্রতিটি পক্ষ কেবল নিজের সুবিধার দৃষ্টিকোণ থেকে দেশ ও জনগণকে ব্যাখ্যা করে।

এই ছলনায় আমরা দেখেছি কীভাবে গণতন্ত্রের নামে ভীতিপ্রদর্শন চলে, আর সংবিধান রক্ষার নামে সংবিধানই পদদলিত হয়। যখন কেউ প্রশ্ন তোলে, তখন তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহী বানানো হয়। আবার গণতন্ত্র রক্ষার নামে যে পক্ষ বিক্ষোভে নামে, তার অভ্যন্তরেও গণতন্ত্রের ছিটেফোঁটা থাকে না। 'কাঁঠালের আমসত্ত্ব' যেমন দূর থেকে লোভনীয় কিন্তু বাস্তবে অপাপবিদ্ধ—আমাদের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিগুলো তেমনই।

একসময় যাঁরা স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন, আজ তাঁদের অনেকেই গদি আঁকড়ে ধরে বসে আছেন—স্বাধীনতা মানে যেন শুধুই ক্ষমতায় টিকে থাকা। আর যাঁরা অতীতে জনগণের পক্ষে কথা বলেছেন, তাঁরাও ক্ষমতার সুযোগ পেয়ে জনগণের কথা ভুলে গেছেন। 'আপন গুণে ধ্বংস'—এই প্রবচনের নির্মম সত্যতা আমরা একের পর এক রাজনৈতিক পতনের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছি।

তবু একটা প্রশ্ন থেকে যায়—এই জাতি কি শুধু ছলনায় বাঁচবে? প্রতিবার নতুন মুখোশ, নতুন আশ্বাসে বিভ্রান্ত হবে? নাকি কোনো দিন সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াবে? ইতিহাস বলে, দীর্ঘ সময় ছলনার রাজনীতি টেকে না। জনগণ সব সময় চুপ করে থাকে না। যখন তারা জেগে ওঠে, তখন সবচেয়ে সুপরিকল্পিত মুখোশও খুলে পড়ে।

এখনো সময় আছে। যাঁরা সত্যিকার অর্থে জনতার রাজনীতি করতে চান, তাঁদের দরকার নৈতিক সাহস। দরকার মুখোশ খুলে জনগণের সামনে দাঁড়ানোর শক্তি। নইলে এই দেশের প্রবাদগুলো শুধু ভাষার অলংকার হয়ে থাকবে না—তা হয়ে উঠবে ভবিষ্যতের ভবিষ্যদ্বাণী।

তিন. এই সময়ের রাজনীতি আর কেবল বক্তৃতা ও সভা-সমাবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; এখন রাজনীতি চলে ডিজিটাল পর্দার পেছনে—ডেটা ম্যানিপুলেশন, ভুয়া ট্রেন্ড, আর সাজানো জনমত তৈরির কারখানায়। 'ছলনা' শব্দটির আজ নতুন চেহারা। এমন এক চেহারা, যেখানে চোখে দেখা যায় না, কিন্তু প্রভাব পড়ে মন ও বোধে।

নতুন প্রজন্মের মগজে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে একরকম প্রস্তুত করা সংস্করণ—কারা দেশদ্রোহী, কারা রাষ্ট্রদ্রোহী, কারা উন্নয়নের শত্রু। অনেকেই বুঝে ওঠার আগেই একটা রাজনৈতিক ব্যাখ্যার গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়ে। যেন 'সাপের মুখে ব্যাঙ ধরিয়ে দিয়ে বলা হয়, কেঁচো খাচ্ছে'—বাস্তবতা এত বিকৃত করে দেখানো হয় যে সত্য-মিথ্যার ফারাক করা কঠিন হয়ে পড়ে।

এর পেছনে রয়েছে রাষ্ট্রযন্ত্রের পক্ষপাতিত্ব। প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, এমনকি বিচারব্যবস্থার একাংশ—সবই যেন নিরপেক্ষতার মুখোশ পরে পক্ষপাতিত্বের নাচ করে। 'ঢাকের কাঠি যার হাতে, বাজে তারই তাল'—এমন প্রবচনের যথার্থ রূপ আমরা দেখতে পাই যখন এক পক্ষ অপর পক্ষকে রাজনীতি থেকে নিষ্ক্রিয় করতে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে।

এই রাজনৈতিক থিয়েটারে সাধারণ মানুষ শুধুই দর্শক নয়, অনেক সময় তারা হয় বলি। 'গরিবের ঘোড়া রোগ'—আশা, প্রতিশ্রুতি, স্বপ্ন, উন্নয়নের বুলি—সবই তাদের জন্য, কিন্তু ফল ভোগ করে কেবল ওপরের একটি অংশ। বরং কষ্ট বাড়ে, চাপ বাড়ে, বাক্‌স্বাধীনতা কমে, জীবনের দুর্ভোগ দীর্ঘস্থায়ী হয়।

এই প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক নৈতিকতার প্রশ্ন আজ অতীত মনে হয়। আদর্শের কথা বললেই তাঁকে বলা হয় অবাস্তববাদী। যিনি আপসহীন, তাঁকে বলা হয় পাগল বা ষড়যন্ত্রী। ফলে রাজনীতিতে যাঁরা বেঁচে থাকতে চান, তাঁদের প্রয়োজন হয় ছলনা শিখে নেওয়ার। এক ছলনার চক্র, যেখানে কেউই সম্পূর্ণ নির্দোষ নয়। যেন 'জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ'—জনগণ পালানোর জায়গা খুঁজে পায় না।

কিন্তু ছলনা চিরকাল টেকে না। যে সমাজ চুপচাপ সহ্য করে, তার মধ্যে ক্রমেই জমে ওঠে বিক্ষোভ, ধৈর্যের ভেতরে জন্ম নেয় জেদ। ইতিহাস সাক্ষী যে 'সময় থাকতে সতর্ক না হলে, কাল সময়ই শাস্তি দেয়।' এই দেশের রাজনীতি যদি সত্যিকারের জবাবদিহি ও নৈতিকতায় না ফেরে, তবে একসময় মুখোশ ছিঁড়ে মুখ বেরিয়েই পড়বে। তখন ক্ষমতা, প্রচার, কিংবা বাহিনীর সহায়তা কোনো কাজে আসবে না।

চার. প্রতিটি যুগের নিজস্ব ছলনা থাকে। কিন্তু কিছু সময় আসে, যখন সেই ছলনা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, যখন মুখোশ আর টেকে না, তখন সত্য সামনে এসে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের রাজনীতিও এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে—যেখানে দীর্ঘদিনের মুখোশধারী শাসনের ক্লান্তি, প্রবচনের মতো সত্যিকারের হুঁশিয়ারি হয়ে উঠেছে।

আমরা দেখেছি, কীভাবে 'দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না'—এই প্রবাদ শুধুই কথার অলংকার নয়, বাস্তব রাজনৈতিক কৌশল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, কীভাবে 'ঢাকের কাঠি যার হাতে, বাজে তারই তাল'—রাষ্ট্রযন্ত্রের ব্যবহার দিয়ে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নির্মূল করা হয়েছে। এবং আমরা অনুভব করেছি, 'গরিবের ঘোড়া রোগ'-এর মতো একটি জাতির নাগরিকদের কেবল আশ্বাস দিয়ে রাখা হয়েছে, বাস্তব উন্নয়নের ভাগ না দিয়ে।

এই উপসংহার কেবল একটি পর্যবেক্ষণ নয়, এটি একটি অনুসন্ধান—আমরা কি চিরকাল এই ছলনা মেনে নেব? নাকি একদিন আমরা 'সত্যের মুখোশ নয়, মুখ' চেয়ে উঠব?

আমরা বুঝে গেছি, ন্যায়ের পক্ষে থাকার জন্য কেবল সাহস নয়, প্রয়োজন রাজনৈতিক নৈতিকতা, নেতৃত্বে স্বচ্ছতা এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। ভবিষ্যতের রাজনীতি যদি সত্যিকারের মুক্তি ও উন্নয়ন দিতে চায়, তবে তার প্রথম কাজ হবে এই ছলনার যুগের অবসান ঘটানো।

সত্য প্রতিষ্ঠার শক্তি অনেক সময় ধীরে আসে, কিন্তু যখন আসে, তখন তা ইতিহাস বদলে দেয়। আমাদের সামনে এখন সে সময় উপস্থিত—চিরস্থায়ী ছলনার রাজনীতি ভেঙে ফেলার সময়। মুখোশ খুলে ফেলার সময়।

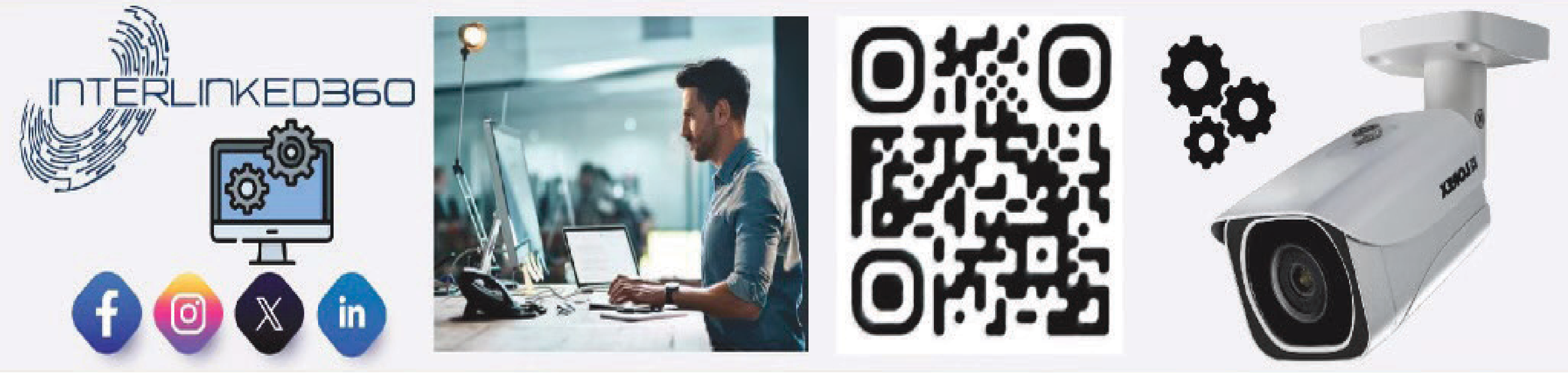

জটিল আইটি সমস্যার সমাধান আমাদের কাছেই
আমাদের সেবা সমূহ
- বিজনেস ইমেইল এবং ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট
- আপনার তথ্য হ্যাকার এর কাছ থেকে সুরক্ষিত রাখা
- ক্লাউডের মাধ্যমে আপনার ফাইল ব্যাকআপ রাখা
- ওয়্যারলেস/নেটওয়ার্ক এবং সার্ভার সেটআপ
- আপনার টেক কনসালটেন্ট
- সিকিউরিটি ক্যামেরা সেটআপ
- ক্যাবলিং এবং ওয়্যারিং (লো ভোল্টেজ)
- বিজনেস ফোন সেটআপ
- অডিও/ভিডিও সরঞ্জাম সেটআপ
- লাইভ স্ট্রিমিং সেটআপ

আমরা আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি সেজন্য আজ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!
যোগাযোগ মাধ্যমঃ
516-853-0476 hello@interlinked360.com www.interlinked360.com

KARNAFULLY HOME CARE

# KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

## WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

## Our Services in New York Counties

**We Provide The Following Home Care Services**

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

**Service Areas (Boroughs & Counties)**

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

**Main Office**
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

**Jamaica Office**
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

NYS Department of Health LHCSAs

**Mohammed Hasem, EA, MBA**
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799
347-621-6640

# Law Offices

# এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

## 917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন
- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION
- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

## Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076
**Immigration Petitions & Adjustment of Status.**

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

# আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

| | |
|---|---|
| H1B | L1A VISA |
| EB5 | E2 VISA |
| POLITICAL ASYLUM | |

## Captor USA, Inc.

**Franchise & Business Consulting Firm**
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

# ডিসেম্বরেই নির্বাচন হতে হবে

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মির্জা আব্বাস, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, আব্দুল মঈন খান, সালাহউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

এর আগে তারুণ্যের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় ঢাকা, ফরিদপুর, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগ জাতীয়তাবাদী যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের সমন্বয়ে 'তারুণ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠার সমাবেশ'-এ যোগ দিতে সমাবেশস্থলে যোগ দেন হাজার হাজার নেতাকর্মী।

রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে গতকাল আয়োজিত সমাবেশে যোগ দিতে বিএনপিসহ এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা হাজির হন। তারা খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে সমাবেশস্থলসহ আশেপাশের এলাকায় অবস্থান নেন। সমাবেশস্থলে নেতাকর্মীদের ঢল নামে। রীতিমতো জনসমুদ্রে পরিণত হয় নয়াপল্টন ও আশপাশের রাস্তা। সমাবেশস্থলসহ এর আশপাশ এলাকায় দেখা যায়, পল্টন মোড় থেকে কাকরাইল, শান্তিনগর থেকে কাকরাইল, মালিবাগ মোড় ও রমনা থেকে কাকরাইল মোড় পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে হাজার হাজার নেতাকর্মী জড়ো হন। সমাবেশস্থল ছাপিয়ে আশেপাশের পাইওনিয়ার রোড, কালভার্ট রোড, ফকিরাপুল রোড, পুলিশ হাসপাতালের সামনের সড়ক, পুরানা পল্টন ও বিজয়নগরের অলিগলি ও রাস্তায়ও নেতাকর্মীদের উপস্থিতিও দেখা যায়।

# ধনীদের বিদেশে নাগরিকত্ব

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

এক সময় দ্বিতীয় নাগরিকত্ব ছিল ধনীদের বিলাসিতা—'উইকএন্ড হোম' কিংবা কর-পরিকল্পনার অংশ। এখন তা পরিণত হয়েছে পূর্ণাঙ্গ 'প্ল্যান বি'তে। হেনলি অ্যান্ড পার্টনারস-এর ব্যবস্থাপনা অংশীদার বাসিল মোহর-এলজেকি বলেন, 'আমাদের অনেক ক্লায়েন্ট এখন শুধু সম্পদ জমাচ্ছেন না, বরং সেটি বহুমাত্রিক নিরাপত্তার মধ্যে রাখতে চাইছেন। বিকল্প নাগরিকত্ব এখন তাঁদের পরিবারের জন্য এক ধরনের ইনস্যুরেন্স পলিসি।'

এই প্রবণতার অন্যতম দিক হলো 'বিনিয়োগ অভিবাসন'। এতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করলেই সেই দেশের নাগরিকত্ব বা স্থায়ী আবাসন মিলছে। ইউরোপের অনেক দেশ—যেমন গ্রিস, ইতালি, সুইজারল্যান্ড ও পর্তুগাল—এ সুবিধা দিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের অনেক ধনীর কাছে এসব দেশ এখন 'নতুন ঠিকানা'। শুধু ইউরোপ নয়, ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ কিংবা প্রশান্ত মহাসাগরের ক্ষুদ্র দ্বীপ নাউরুও রয়েছে তাঁদের নজরে।

> তবে ধনীদের সাম্প্রতিক আচরণ বলছে—শুধু ধনী হলেই চলবে না, নিরাপদ থাকাটাই এখন মুখ্য। আর সে নিরাপত্তা কেবল ব্যাংকের ভল্টে নয়, বরং বৈশ্বিক পাসপোর্টের ঝুলিতে।

মাত্র ১২ হাজার মানুষের দেশ নাউরু আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে করমুক্ত ব্যবস্থা, বিনিয়োগবান্ধব নীতি ও ৮৯টি দেশে ভিসামুক্ত ভ্রমণের সুবিধার কারণে। হঠাৎ করেই এটি হয়ে উঠেছে এক 'অদ্ভুত ইনস্যুরেন্স অপশন'।

তবে প্রশ্ন থেকে যায়—এই পাসপোর্ট-বৈচিত্র্যের হিড়িকে যুক্তরাষ্ট্র কি পিছিয়ে পড়ছে? হেনলি অ্যান্ড পার্টনারসের উত্তর—একদমই নয়। যুক্তরাষ্ট্র এখনও বিশ্বের ধনীদের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় গন্তব্য। এখানে ১০ লাখ ডলারের বেশি বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ থাকা মানুষের সংখ্যা ছয় মিলিয়নের বেশি। অর্থাৎ, বিশ্বের মোট মিলিয়নিয়ারের প্রায় ৩৭ শতাংশই যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেন। পাশাপাশি, বৈশ্বিক ব্যক্তিগত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশই এখনো যুক্তরাষ্ট্রে সংরক্ষিত।

তবে ধনীদের সাম্প্রতিক আচরণ বলছে—শুধু ধনী হলেই চলবে না, নিরাপদ থাকাটাই এখন মুখ্য। আর সে নিরাপত্তা কেবল ব্যাংকের ভল্টে নয়, বরং বৈশ্বিক পাসপোর্টের ঝুলিতে। অর্থ, সম্পদ, পরিচয় ও ভবিষ্যতের মধ্যে এক অদৃশ্য সেতু গড়ে তুলছে এই নতুন নাগরিকত্ব কৌশল। এর মধ্য দিয়ে গড়ে উঠছে এক নতুন অভিজাত শ্রেণি—যারা শুধু মার্কিন নাগরিক নন, বরং বিশ্বের বহু ঠিকানার অধিকারী, বহু দরজার চাবির মালিক।

# গতি ফিরছে না অর্থনীতিতে

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা, সামাজিক সুরক্ষা জোরদার, রাজস্ব আয় বাড়ানো, বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন এবং এলডিসি উত্তরণে প্রস্তুতি।

অর্থ বিভাগ জানিয়েছে, নতুন বাজেটে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে ভাতা ও উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনাও রয়েছে।

**মূল্যস্ফীতি ও জীবনযাত্রার ব্যয়**

দীর্ঘদিন ধরে উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। খাদ্য ও জ্বালানি খাতে অস্বাভাবিক দাম বাড়ায় জীবিকা নির্বাহ করা কঠিন হয়ে উঠেছে। আসন্ন বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর পরিকল্পনা থাকলেও তা সামগ্রিক চাপ থেকে মানুষকে মুক্তি দেবে না—এমনটাই আশঙ্কা অর্থনীতিবিদদের।

**বিনিয়োগ স্থবির, বাড়ছে বেকারত্ব**

নতুন বিনিয়োগ বন্ধ, পুরনো বিনিয়োগে স্থবিরতা এবং শিল্প উৎপাদনে স্থবিরতা দেশের অর্থনৈতিক গতি রুদ্ধ করছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, মূলধনি যন্ত্রপাতির আমদানিতে এলসি খোলা ৩০ শতাংশ কমেছে। অর্থাৎ উদ্যোক্তারা নতুন প্রকল্পে আগ্রহ হারাচ্ছেন। অপরদিকে, গত এক বছরে বেকার বেড়েছে সোয়া ৩ লাখ, যার একটি বড় অংশ শিল্প খাতনির্ভর শ্রমিক।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ তথ্যে দেখা যায়, দেশে বর্তমানে বেকার সংখ্যা ২৭ লাখ ৩০ হাজার—যা এক বছরে বেড়েছে সোয়া তিন লাখ। শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ কমে দাঁড়িয়েছে ৪৮.৪১ শতাংশে। অন্যদিকে, চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে মূলধনি যন্ত্রপাতির আমদানি এলসি ৩০ শতাংশ এবং নিষ্পত্তি ২৫ শতাংশ কমেছে, যা বিনিয়োগ স্থবিরতার ইঙ্গিত দেয়।

বিদেশে শ্রমিক পাঠানোও হ্রাস পেয়েছে ২২ শতাংশ। ২০২৩ সালে যেখানে ১৩ লাখ কর্মী বিদেশে গিয়েছিল, ২০২৪ সালে তা নেমে এসেছে ১০ লাখ ১১ হাজারে। মালয়েশিয়া, কুয়েত, ইতালির মতো বাজার আংশিকভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়াই এই পতনের বড় কারণ। অবশ্য বিদেশে শ্রমিক পাঠানো কমলেও রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ছে। গত মার্চে রেমিট্যান্স বেড়ে ৩২৯ কোটি ডলারে পৌঁছেছে, যা মাসিক ভিত্তিতে রেকর্ড। পরের মাস এপ্রিলে দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩৫ শতাংশ বেড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, এ বছরের এপ্রিলে প্রবাসীরা দেশে পাঠিয়েছেন ২ দশমিক ৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। গত বছরের এপ্রিলে দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল ২ দশমিক ০৪ বিলিয়ন ডলার।

বাজেটে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৫ লাখ ৫৬ হাজার কোটি টাকা, যার মধ্যে এনবিআরের লক্ষ্যমাত্রা ৪ লাখ ৯৯ হাজার কোটি টাকা। অথচ চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে এনবিআর আদায় করেছে মাত্র ২ লাখ ৫৬ হাজার কোটি টাকা। ঘাটতি প্রায় ৬৫ হাজার কোটি টাকা। রাজস্ব বাড়াতে শুল্কছাড় ও কর অব্যাহতি হ্রাস, নতুন খাতে কর আরোপ এবং অটোমেশনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

সরকারের ঋণের পরিমাণ বর্তমানে ১৮ লাখ ৫০ হাজার কোটি টাকা। বাজেট বাস্তবায়নে আরও ২ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। শুধু সুদ পরিশোধেই ব্যয় ধরা হয়েছে ১ লাখ ৩৩ হাজার কোটি টাকা, যা আগের বছরের তুলনায় ২০ হাজার কোটি টাকা বেশি। তবে ব্যাংক ঋণের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে ১ লাখ ৪ হাজার কোটি টাকায় নামানোর পরিকল্পনা রয়েছে, ফলে বাজেট ঘাটতি নেমে আসবে ২ লাখ ২৬ হাজার কোটিতে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, বাজেটের আকার উচ্চাভিলাষী হলেও বাস্তবায়নে প্রয়োজন বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা। বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, "বর্তমান বাস্তবতায় বাজেট আরও ছোট হলে তা বাস্তবায়নযোগ্য হতো।"

সিপিডির সম্মানীয় ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, "ভিত্তি সম্প্রসারণ করে প্রত্যক্ষ কর আদায় বাড়ানো, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার এবং বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়ানোর লক্ষ্যে বাজেট প্রণয়ন করতে হবে।"

**বৈদেশিক বাণিজ্যে নতুন ঝুঁকি**

যুক্তরাষ্ট্রে পাল্টা শুল্ক, ভারতের পণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা এবং বৈশ্বিক বাজারের অনিশ্চয়তা রফতানির ওপর চাপ তৈরি করেছে। আখাউড়া স্থলবন্দরের মতো কিছু সীমান্ত বাণিজ্য পথ কার্যত অচল হয়ে পড়েছে, যেখানে রফতানি ৪০ শতাংশ কমে গেছে।

গত পাঁচ দিনে লোকসান হয়েছে প্রায় ২ কোটি টাকা। আর যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্কের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ প্রায় ১০০টি পণ্যে আমদানি শুল্ক প্রত্যাহারের চিন্তা করছে।

আইনশৃঙ্খলা ও অনিরাপদ বিনিয়োগ পরিবেশ ব্যবসায়ীরা বলছেন, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, চাঁদাবাজি, প্রতারণা ও সাইবার হুমকি তাদের বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করছে। ঢাকা চেম্বারের ভাষ্য হচ্ছে—বিনিয়োগের আগে নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে না পারলে অর্থনীতি চিরতরে নিম্নমুখী হয়ে যেতে পারে।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, বিনিয়োগে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি। চাঁদাবাজি, প্রতারণা ও সাইবার হুমকিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ব্যবসায়ী নেতারা। জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) 'জিরো টলারেন্স' নীতি ঘোষণা করেছে।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি তাসকীন আহমেদ বলেন, 'চাঁদাবাজি, প্রতারণা ও সাইবার হুমকির কারণে বিনিয়োগকারীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। ব্যবসার সুরক্ষায় ফাস্ট-ট্র্যাক অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং ই-কমার্স নিরাপত্তা ইউনিট গঠন জরুরি।'

এমন বাস্তবতায় সরকারের লক্ষ্য সংকট নিরসনের বাস্তবভিত্তিক রোডম্যাপ, যার মাধ্যমে বাণিজ্য সম্প্রসারণ, বিনিয়োগ সুরক্ষা, শ্রমবাজার পুনরুদ্ধার ও রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার সম্ভব হবে কিনা, তা নির্ভর করবে কার্যকর বাস্তবায়নের ওপর।

সূত্র : বাংলা ট্রিবিউন।

# দুদকের মামলায় তারেক রহমান

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

রহমান খালাস পেলেন।

সম্পদের তথ্য গোপন ও জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে ২০০৭ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তারেক রহমান, জুবাইদা রহমানসহ তিনজনের বিরুদ্ধে রাজধানীর কাফরুল থানায় মামলাটি করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। পরের বছর তাঁদের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়। এই মামলায় ২০২৩ সালের ২ আগস্ট রায় দেন ঢাকা মহানগরের জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ। রায়ে দুটি ধারায় তারেক রহমানকে ৯ বছরের কারাদণ্ড (৬ ও ৩ বছর, একসঙ্গে চলবে) এবং জুবাইদা রহমানকে ৩ বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

এই মামলায় জুবাইদা রহমানের সাজা স্থগিত করে গত বছরের ৪ নভেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ প্রজ্ঞাপন জারি করে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সাজা স্থগিত চেয়ে জুবাইদা রহমানের করা আবেদন এবং আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামতের আলোকে তাঁর বিরুদ্ধে করা মামলায় তাঁকে দেওয়া দণ্ডাদেশ এক বছরের জন্য স্থগিত করা হলো।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সঙ্গে ৬ মে যুক্তরাজ্য থেকে দেশে ফেরেন জুবাইদা রহমান। তিনি তারেক রহমানের সঙ্গে ২০০৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর লন্ডনের উদ্দেশে বাংলাদেশ ছেড়েছিলেন।

দেশে ফিরে আপিল করার জন্য ৫৮৭ দিন বিলম্ব মার্জনা চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন করেন জুবাইদা রহমান, যা ১৩ মে মঞ্জুর করেন আদালত। বিলম্ব মার্জনার আবেদন মঞ্জুরের পর তিনি আপিল করেন এবং জামিন চেয়ে আবেদন করেন। শুনানি নিয়ে ১৪ মে হাইকোর্ট আপিল শুনানির জন্য গ্রহণ করেন এবং জামিন মঞ্জুর করেন। এই আপিলের ওপর শুনানি শেষে আজ রায় দিলেন হাইকোর্ট।

# যুক্তরাষ্ট্রে স্টুডেন্ট ভিসার জন্য

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য আয় করে থাকে এবং শিক্ষাব্যবস্থার বৈচিত্র্য ও গুণগত মান বজায় রাখে।

এর আগেও কিছু সোশ্যাল মিডিয়া যাচাইয়ের ব্যবস্থা ছিল, তবে তা মূলত এমন শিক্ষার্থীদের জন্য, যারা পূর্বে ভিসা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিল এবং পরবর্তীতে গাজায় ইসরায়েলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেছিল বলে সন্দেহ করা হয়েছিল। তবে এবার এই যাচাইয়ের মাত্রা ও প্রক্রিয়া অনেক বিস্তৃত এবং জটিল হতে পারে।

কূটনৈতিক ক্যাবলটিতে ভবিষ্যতের সোশ্যাল মিডিয়া যাচাইয়ের নির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলেও সেখানে এমন কিছু নির্বাহী আদেশের কথা বলা হয়েছে, যা সন্ত্রাস প্রতিরোধ এবং ইহুদিবিদ্বেষ রুখতে নেওয়া হয়েছে। এই ধরনের প্রসঙ্গ থেকে অনুমান করা যাচ্ছে যে যাচাইয়ের লক্ষ্য হতে পারে ছাত্রদের রাজনৈতিক মতামত, ধর্মীয় বিশ্বাস বা আন্তর্জাতিক ইস্যুতে অবস্থান।

সরকারি অনেক কর্মকর্তা অনেকদিন ধরেই অভিযোগ করে আসছিলেন যে, পূর্ববর্তী নির্দেশনাগুলো—বিশেষ করে যারা গাজা নিয়ে ক্যাম্পাসে প্রতিবাদে অংশ নিয়েছে—তাদের যাচাইয়ের ক্ষেত্রটি যথেষ্ট অস্পষ্ট ছিল। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি সোশ্যাল মিডিয়াতে ফিলিস্তিনের পতাকার ছবি পোস্ট করে, সেটি কি তাকে বাড়তি নজরদারির আওতায় আনবে?—এমন প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর নেই।

এদিকে এই নতুন পদক্ষেপের নেপথ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও রয়েছে বলে মনে করছেন সমালোচকেরা। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ট্রাম্প প্রশাসন বিভিন্ন নিয়মের মাধ্যমে বিশেষ করে হার্ভার্ডসহ প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়কে তারা অতিমাত্রায় উদারপন্থী হিসেবে বিবেচনা করছে এবং অভিযোগ করছে, এসব ক্যাম্পাসে ইহুদিবিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ছে।

এই নীতিমালার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এটি ট্রাম্প প্রশাসনের সামগ্রিক ইমিগ্রেশন দমন অভিযানের অংশ। সম্প্রতি ছাত্রদেরকেও এই কঠোর দমননীতির শিকার হতে দেখা যাচ্ছে।

প্রশাসনের কোন মুখপাত্র এখনো এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করেননি। তবে উচ্চশিক্ষা মহলে এই খবর ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।

বিদেশি শিক্ষার্থীদের পক্ষে কাজ করা বৃহত্তম সংগঠন NAFSA: Association of International Educators এই সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। সংগঠনের প্রধান নির্বাহী ফান্তা আউ বলেন, "এই ধারণা যে দূতাবাসগুলোর হাতে এত সময় আছে, তাদের সক্ষমতা আছে এবং এর পেছনে করদাতাদের অর্থ ব্যয় হচ্ছে—তা অত্যন্ত দুঃখজনক। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা এই দেশের জন্য হুমকি নয়। বরং, তারা এই দেশের জন্য এক অসাধারণ সম্পদ।"

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে লক্ষ লক্ষ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। এদের মধ্যে অনেকে গবেষণায়, উদ্ভাবনে এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ সামাজিক পরিমণ্ডল তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ট্রাম্প প্রশাসনের এই উদ্যোগ তাদের যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনার স্বপ্নকে বিপন্ন করে তুলতে পারে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই পদক্ষেপ একদিকে যেমন শিক্ষার্থী ভিসা পাওয়ার প্রক্রিয়া ধীর করবে, অন্যদিকে তা যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চশিক্ষা খাতকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এমন একটি সময়ে, যখন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার মুখোমুখি, তখন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের প্রতি এমন কঠোর মনোভাব নেয়া একটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হতে পারে।

প্রশ্ন উঠেছে—এই ধরনের যাচাই কতটা কার্যকর হবে এবং তা শিক্ষার্থীদের গোপনীয়তা বা মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে কতটা লঙ্ঘন করবে? প্রশাসনের লক্ষ্য যদি সত্যিই নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়, তাহলে তার সুষম ও ন্যায়সঙ্গত প্রয়োগই হবে মূল চ্যালেঞ্জ। নতুবা এই উদ্যোগ বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভয়ভীতির মধ্যে ফেলবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের একসময়ের "ওপেন একাডেমিক কালচার"-এর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে।

# এশিয়ার নিয়তি পুনর্লিখনে

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

তরুণদের সঙ্গে দেখা করেছি এবং ধারণা বিনিময় করেছি। জাপানের মানুষ আমার সামাজিক ব্যবসা ও ক্ষুদ্রঋণের ধারণাকে যেভাবে উষ্ণভাবে গ্রহণ করেছে, তাতে আমি গভীরভাবে মুগ্ধ।'

তিনি বলেন, 'আজ আমরা যখন "অশান্ত বিশ্বে এশিয়ার চ্যালেঞ্জ" প্রতিপাদ্য নিয়ে আলোচনা করতে সমবেত হয়েছি, তখন আমাকে বলতেই হচ্ছে যে, বিশ্ব ক্রমবর্ধমান হারে অশান্ত হয়ে উঠছে। আমরা এক দারুণ অনিশ্চয়তার সময় পার করছি। আমরা এমন একটি বিশ্বের সাক্ষী, যেখানে শান্তি ভঙ্গুর, উত্তেজনা বাড়ছে এবং সহযোগিতা সব সময় নিশ্চিত নয়। এশিয়া ও এর বাইরে বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘাত ছড়িয়ে পড়ছে, শান্তি অধরা হয়ে উঠছে।'

তিনি বলেন, 'ইউক্রেন, গাজা এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে যুদ্ধ ও মানবসৃষ্ট সংঘাত হাজার হাজার মানুষের জীবন ও জীবিকা ধ্বংস করছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারে গৃহযুদ্ধ ভয়াবহ রূপ নিয়েছে এবং সাম্প্রতিক ভূমিকম্প একটি গভীর মানবিক সংকটকে আরও অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। খুব সম্প্রতি, আমাদের দুই প্রতিবেশী একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু ব্যয়বহুল যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। দুঃখজনকভাবে, আমরা যুদ্ধ করার পেছনে বিলিয়ন বিলিয়ন অর্থ ব্যয় করছি, যা আমাদের লাখ লাখ মানুষকে অনাহারি বা মৌলিক প্রয়োজনে সংগ্রাম করতে বাধ্য করছে। যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হওয়ায় আমি উভয় দেশের নেতাদের ধন্যবাদ জানাই এবং দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি, স্থিতিশীলতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ধারাবাহিকতা কামনা করি।'

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'এ ছাড়া, বিশ্বজুড়ে লাখ লাখ মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাস্তুচ্যুত হচ্ছে। প্রযুক্তিগত অগ্রগতি অনেক কিছুর প্রতিশ্রুতি দিলেও নতুন নৈতিক সংকট তৈরি করছে। বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার বৃদ্ধি মুক্ত বাণিজ্যব্যবস্থার মূল ভিত্তিকেই চ্যালেঞ্জ করে চলেছে। অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়ছে, প্রায়শই সমাজের অভ্যন্তরে এবং দেশগুলোর মধ্যেও। বৈশ্বিক আস্থা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। জাতিগুলোর মধ্যে, সমাজের অভ্যন্তরে, এমনকি নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেও আস্থা কমছে। সম্প্রতি, আমরা বাংলাদেশে, দক্ষিণ কোরিয়ায় এমন বিভেদ, অসন্তোষ ও অস্থিতিশীলতা দেখেছি, যা শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনে পথ খুলে দিয়েছে।'

ভাষণে তিনি বাংলাদেশের জুলাই অভ্যুত্থানের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'বাংলাদেশে গত বছর একটি ছাত্র নেতৃত্বাধীন গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আমরা একটি রূপান্তরমূলক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছি এবং ফলস্বরূপ আমার সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। আমরা আমাদের জনগণের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা পূরণে, ন্যায়বিচার, সমতা, স্বাধীনতা ও মানুষের মর্যাদা নিশ্চিত করতে এবং গণতন্ত্রে মসৃণ উত্তরণের লক্ষ্যে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য সাধারণ নির্বাচনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করছি। আমরা বিশ্বাস করি, এটি ভুল সংশোধনের, নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ার এবং একটি fairer সমাজের স্বপ্ন বাস্তবায়নের একটি সুযোগ। একাধিক অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও বাংলাদেশ জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা ও শান্তিবর্ধন মিশনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বৈশ্বিক শান্তি ও নিরাপত্তায় অবদান রাখছে এবং মিয়ানমারে নিজ ভূখণ্ডে নিপীড়ন থেকে পালিয়ে আসা ১০ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গাকে সম্পূর্ণ মানবিক কারণে আশ্রয় দিয়েছে।' এ সময় তিনি এশিয়াকে বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি মানুষের আবাস্থল হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, বিশ্বজুড়ে যে অনিশ্চয়তা, তার 'কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এশিয়া। একই সময়ে এটি সম্ভাবনার কেন্দ্রেও রয়েছে।'

# “তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি মহান”

## শহীদ রাষ্ট্রপতি

# জিয়াউর রহমান

## বীর উত্তম এর

## ৪৪তম শাহাদাৎ বার্ষিকীতে

# দোয়া মাহফিল ও খাবার বিতরণ

| ৩০ মে ২০২৫ | শুক্রবার বাদ আসর | নবান্ন রেষ্টুরেন্ট এর সামনে |
|---|---|---|
| 30th May 2025 | Friday at 6:00pm | In Front of Nabanno Restaurant |

## উত্তর আমেরিকার দল নিরপেক্ষ সার্বজনীন এই বৃহৎ আয়োজনে সবাই আমন্ত্রিত

| আমন্ত্রণে |

আহ্বায়ক
**দেওয়ান মনির**
যুগ্ম আহ্বায়ক
শামস্ জনি, কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন, সেলিম আহমেদ
মানিক বাবু, শেখ নোমান পলাশ, ইক্তারুজ্জামান রতন

প্রধান সমন্বয়কারী
**সারওয়ার খান বাবু**
সমন্বয়কারী
মিয়া মোঃ দুলাল, ফারুক হোসেন মজুমদার, শফিউদ্দিন মিয়া, রফিকুল ইসলাম ডালিম, মিজানুর রহমান মিজান, প্রফেসর মনিরুল ইসলাম খান, এস এম মাঈনুল করিম টিপু , জীবন শফিক

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
**আবুল কাশেম**
মোঃ গিয়াস উদ্দিন, মোশারফ হোসেন সবুজ এ. জেড. এম. জাহাঙ্গীর হাসাইন, শাহিন এইচ চৌধুরী, সাইফুল ইসলাম, সুলতান নাসির উদ্দিন রতন, নীরব হক, জিয়াউর রহমান টিটু

সদস্য সচিব
**আমানত হোসেন আমান**
যুগ্ম সদস্য সচিব
আফতাব জনি, এ সিদ্দিক পাটওয়ারী, মনিরুল ইসলাম মনির, জাহাঙ্গীর আলম জয়, মোহাম্মদ রইচ উদ্দিন, ওয়াহিদুজ্জামান নিলু, নূর হোসেন

পৃষ্ঠপোষক ঃ

গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ার (শাহ নেওয়াজ), কেয়ারিং ফেয়ার ডাইরেক্ট হোম কেয়ার (জাকির এচ চৌধুরী), বারী হোম কেয়ার (আসেফ বারী টুটুল), ফাউমা ইনোভেটিভ (ফাহাদ সোলায়মান), নুরুল আজিম (এমপেয়ার কেয়ার এজেন্সী), ফার্স্ট এইড হোম কেয়ার (ডা. শাহজাদী পারভীন), ডেরা রেস্টুরেন্ট, এর্টনী মঈন চৌধুরী, দুলাল বেহেদু, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক, শাহ জে চৌধুরী (শাহ গ্রুপ), আশরাফ চৌধুরী খোকন, এজাজুল ইসলাম নাইম, হারুন ভূঁইয়া, আব্দুর রহমান বিশ্বাস, তারেক আহমেদ চঞ্চল, বেলাল আহমেদ চৌধুরী (রিয়েলটর), টপ টি (সরদার হক রনি), লিটু চৌধুরী, ইশতিয়াক রুমি, সিগাল কর্পোরেশন (মোহাম্মদ আর হক), তারেক হাসান খান, রাইজিং রিয়েলটি (মনিরুল ইসলাম), মাকসুদ এইচ চৌধুরী, কামরুজ্জামান কামরুল, মোহাম্মদ হোসেন বেলাল (বাংলা ট্রাভেলস্), জামিল (বেঙ্গল হোম কেয়ার), ডা. ওলিউর রহমান খান, ডাঃ তৌহিদ শিবলী, মোঃ আলামীন, ডাঃ জাকারিয়া লিংকন, মির্জা এম জামান, মাসুদ রানা তপন, মোঃ নুরুল আমিন ভূঁইয়া।

কৃতজ্ঞতায় ঃ

জিল্লুর রহমান জিল্লু, জসিম উদ্দিন ভূইয়া, মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, ডাঃ আবদুস সবুর, মার্শাল মুরাদ, প্রফেসর দেলওয়ার হোসেন, আবদুস সবুর, জামাল আহমেদ জনি, আনোয়ার হোসেন, কাজী আজম, আনোয়ারুল ইসলাম, আবু সাইদ আহমেদ, মাকসুদ চৌধুরী, ইলিয়াস খান, সাইফুর খান হারুন, এম এ বাতিন, মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ্ আতিকুর রহমান, আহবাব হোসেন খোকন, ইঞ্জিঃ আবু সায়েম, সাইদুর রহমান সাইদ, ফয়েজ আহমেদ চৌধুরী, বদিউল আলম, জাহাঙ্গীর সরোয়ার্দী, ভিপি জসীমউদ্দিন, সোহরাব হোসেন, রেজাউল আজাদ ভূঁইয়া, এবাদ চৌধুরী, রাফেল তালুকদার, শহীদুল ইসলাম, আবদুস সামাদ টিটু, জাবেদ উদ্দিন, রিপন মিয়া, মোঃ মফিজুর রহমান, শাহাদাত হোসেন রাজু, মঞ্জুর মুর্শেদ, ইঞ্জি. তুহিন, কাজী সাব্বির, মোঃ সামসুদ্দিন, কামাল উদ্দিন দিপু, রিয়াজ মাহমুদ, সুলতান মাহমুদ খান (এন ওয়াই বাংলা)।

সহযোগিতায় ঃ

মীর নিজামুল হক, খাইরুল ইসলাম খোকন, এম ডি আব্দুর রঊফ দিপিল, ইফতিয়ার উদ্দিন মাহমুদ, এমডি মতিন, ফারুক, মাহমুদ, ফরহাদ রেজা, এম রহমান, আসাদুল ইসলাম আসাদ, ওয়াসীম খন্দকার, ইফতি খান টিপু, নেহার সিদ্দিকী, আশরাফ উদ্দিন ঠাকুর, মোঃ শামীম চৌধুরী, প্রফেসর রফিকুল ইসলাম, রুহুল আমিন সরকার, বক্সার সেলিম, জে মোল্লা সানি, সৈয়দ এম এ রেজা, গোলাম ফারুক শাহীন, রাফেল তালুকদার, সেলিম রেজা, মাজহার রবিন, নাসিম আহমেদ, মোবারক হোসেন সজল, নূর ইসলাম বর্ষন, সৈয়দ এনায়েত আলী, নাজমুল আলম, সৈয়দ এনাম আহমেদ, জাহিদ আহমেদ খান, মাজহারুল ইসলাম জনি, মাহবুবুর রহমান মুকুল, সাইদুর খান ডিউক, কাজী বাবুল, বাবুল জামান, সৈয়দ মাহমুদ বাদশা, আরিফ মল্লিক, রফিকুল ইসলাম, রবিন এইচ চৌধুরী, মোঃ কামাল উদ্দিন, জামান তুহিন, মাজহার রবিন, মাসুদ করিম মিলন, খুলকু রহমান, রাউফুল ইসলাম লিটন, আমজাদ হোসেন, আবুল কালাম, সাইফুল ইসলাম লিটন, ফরিদ খন্দকার, শাহবাজ আহমেদ, মোঃ হুমায়ুন কবির, লাল মিয়া (মহসিন), মশিউর রহমান (বীর মুক্তিযোদ্ধা), হুমায়ুন কবির, হাবিবুর রহমান, মাসুদ রানা, আনোয়ার পলাশ, মোঃ আলী মিলন, হামিদুর রহমান রকি, আল মামুন সবুজ, বাদল মির্জা, মোঃ মোস্তফা, ইঞ্জি. মাঈন উদ্দিন, রাহুল রব, রনি হোসেন, সৈয়দ এ রহমান ফারুক, তোফায়েল আহমেদ, সোহেল আহমেদ।

সভাপতি ঃ শাকিল মিয়া ◀ধন্যবাদান্তে▶ সাধারণ সম্পাদক ঃ মোঃ আলম নমী

JACKSON HEIGHTS ELAKABASHI JHE SINCE: 2003

## আয়োজনে: জ্যাকসন হাইটস্ এলাকাবাসী, নিউইয়র্ক

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

■ ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea NYSSEA

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে
ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং
মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

■ প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
■ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
■ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

## বিশ্ব সিলেট সম্মেলন উপলক্ষে মতবিনিময় সভা

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

বিশ্ব সিলেট সম্মেলন- ২০২৫ উপলক্ষে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (২৫ মে) বিকালে বিশ্ব সিলেট সম্মেলন-২০২৫ কমিটির পক্ষ থেকে কনভেনর সাহাব আহমেদ সুমিনের ইরা সিটি টাউনশীপের মেরিন সিটি হাইওয়ের ফার্মহাউসে সম্মেলন এ সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় সম্মেলন সংশ্লিষ্টরা ও তাদের বন্ধু-বান্ধব আর প্রিয়জনদের সঙ্গে একটি আনন্দঘন বিকেলে জঙ্গল সাফারী উপভোগ করা হয়। সম্মেলনের মেম্বার সেক্রেটারি মুসা আহমেদ চৌধুরী সায়েমের পরিচালনায় সভায় বিশ্ব সিলেট সম্মেলনের সাহাব আহমেদ সুমিন স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

প্রস্তুতিমূলক আলোচনায় অংশ নেন গীতিকার কবি ইশতিয়াক রুপু, নাঈম চৌধুরী, মঈন চৌধুরী শাম্মু, তারেক জামান, সৈয়দ মঈন দীপু, হারান কান্তি সেন, কামাল পাশা, সঞ্জয় দেব, মুন্নী রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে গান করেন শর্মীলা দেব ও মাহমুদুল হক লিটু। উল্লেখ্য, দুই দিনব্যাপী বিশ্ব সিলেট সম্মেলন আগামী ১৬ ও ১৭ আগস্ট পলিশ আমেরিকান কালচারাল সেন্টার মিশিগানে অনুষ্ঠিত হবে।

# নিউইয়র্কে বাড়িভাড়া বৃদ্ধির হার কমলো, স্বস্তি ভাড়াটিয়াদের

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

নিউইয়র্ক সিটির রেন্ট গাইডলাইনস বোর্ড এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে দুই বছরের মেয়াদি ভাড়াবাড়ির চুক্তিতে ভাড়া বৃদ্ধির হার কমিয়ে এনেছে। মঙ্গলবার (২৭ মে) সকালে অনুষ্ঠিত পুনঃভোটে বোর্ড ৩ দশমিক ৭৫ শতাংশ থেকে ৭ দশমিক ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদন করে। এর আগে প্রস্তাবিত সীমা ছিল ৪ দশমিক ৭৫ শতাংশ থেকে ৭ দশমিক ৭৫ শতাংশ। এক বছরের চুক্তির ক্ষেত্রে আগের মতোই ১ দশমিক ৭৫ শতাংশ থেকে ৪ দশমিক ৭৫ শতাংশ ভাড়া বৃদ্ধির সীমা বহাল রাখা হয়েছে।

এই সিদ্ধান্ত এসেছে শহরজুড়ে ভাড়াটিয়াদের তীব্র প্রতিবাদ এবং মেয়র এরিক অ্যাডামসের সমালোচনার পর। মেয়র বলেন, ৭ দশমিক ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব ছিল অত্যধিক এবং ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান খুঁজে বের করাটা জরুরি। যাতে ছোট বাড়িওয়ালারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং ভাড়াটিয়ারাও আর্থিক চাপে না পড়েন।

ভাড়াটিয়া সংগঠনগুলো বলছে, বর্তমান আর্থিক বাস্তবতায় ভাড়া বৃদ্ধির কোনো যৌক্তিকতা নেই। হাউজিং কনজারভেশন কো-অর্ডিনেটরস-এর পরিচালক চার্লি ডুলিক জানান, বাড়িওয়ালাদের লাভ বেড়েছে ১২ শতাংশ। কিন্তু ভাড়াটিয়ারা স্থবির আয়ে জীবন চালাচ্ছেন।

অন্যদিকে ছোট বাড়িওয়ালারা বলছেন, তারা বড় ডেভেলপার নন, বরং কর, ইউটিলিটি বিল ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচে হিমশিম খাচ্ছেন। ম্যানহাটনের এক বাড়িওয়ালা জানান, প্রতিবছরই লোকসান দিতে হচ্ছে শুধু খরচ সামলাতেই।

ভাড়াটিয়া অধিকারকর্মী অ্যান পেরিম্যান বলেন, এই ধরনের বড় অঙ্কের ভাড়া বৃদ্ধির ফলে স্থায়ীভাবে বসবাস করাও কঠিন হয়ে পড়ছে। তিনি জানান, দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে একই অ্যাপার্টমেন্টে বসবাস করলেও জীবনযাত্রার ব্যয় মেটাতে এখন তাকে বাড়ির একটি কক্ষ ভাড়া দিতে হচ্ছে।

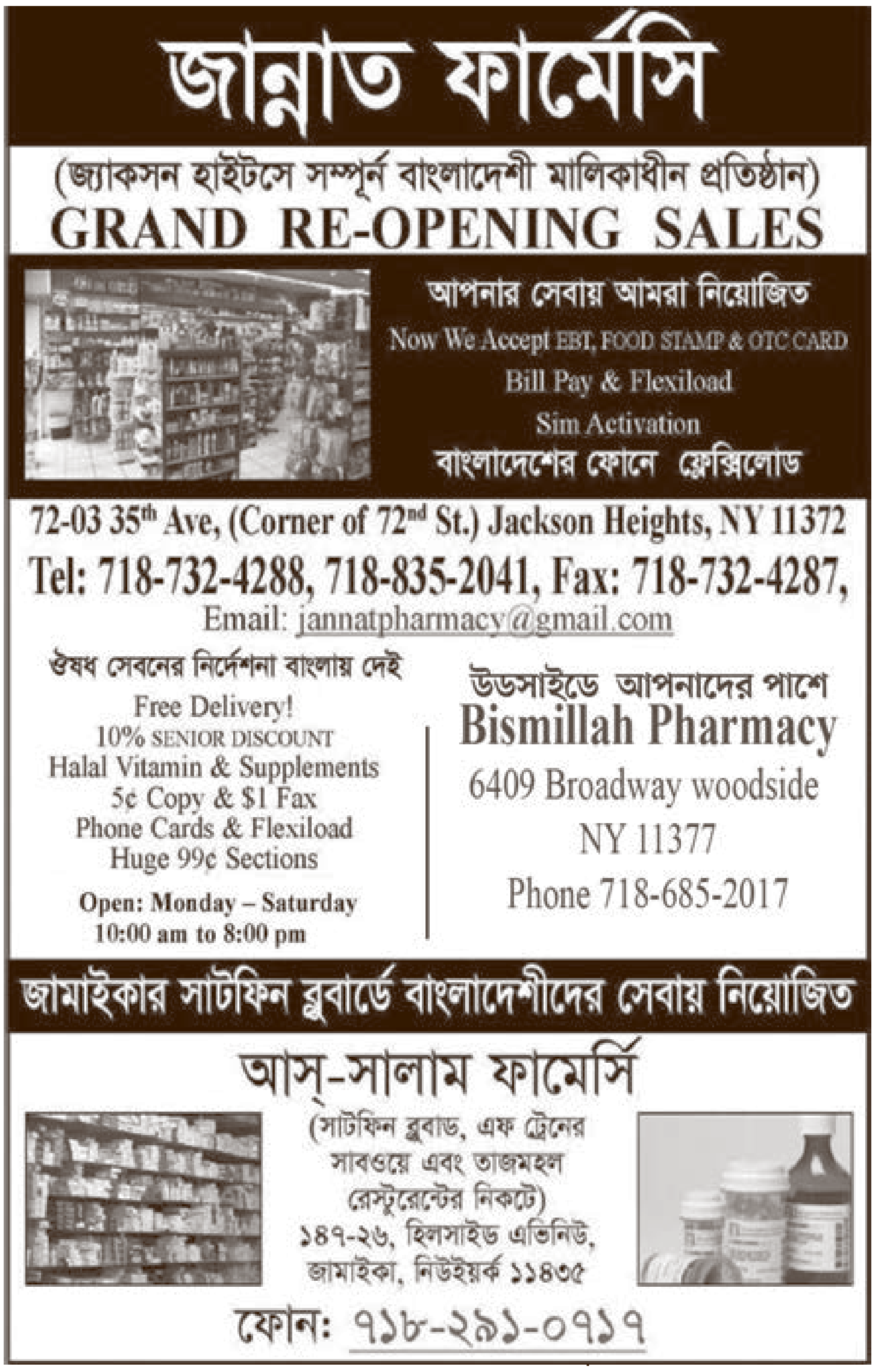

# জামালপুরবাসীর স্বার্থ রক্ষায় কাজ করার অঙ্গীকার শামসুন নাহার নিম্মির

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

নিউইয়র্কের ইমিগ্র্যান্ট এল্ডার হোম কেয়ারের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং গুড লাক হোম কেয়ারের চেয়ারম্যান শামসুন নাহার নিম্মি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী জামালপুরবাসীর স্বার্থ রক্ষা এবং নিউইয়র্কে জামালপুরবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন 'জামালপুর ভবন' নির্মাণে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে অগ্রণী ভূমিকা রাখবো।

গত সোমবার (২৬ মে) নিউইয়র্কের উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে জামালপুর জেলা সমিতি ইউএসএ ইনকের নব নির্বাচিত কমিটিতে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে অভিষিক্ত হওয়ার পর দেয়া বক্তব্যে নিম্মি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, আমার জন্ম ঢাকায় হলেও আমার দাদা বাড়ি জামালপুরে, নানা বাড়ি দেওয়ানগঞ্জে। জামালপুরের সঙ্গে রয়েছে আমার নাড়ির টান। আমি দশ বছর ধরে আমেরিকায় আছি এবং প্রবাসীদের ভালোবাসা পেয়েছি। নতুন কমিটি বিশেষ করে নতুন সভাপতি বিশিষ্ট সংগঠক আবু বকর সিদ্দিকসহ যারা আমার উপর আস্থা রেখে আমাকে সহ সভাপতি নির্বাচিত করেছেন আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমি প্রবাসে জামালপুরবাসীর কল্যাণে আন্তরিক এবং অগ্রবর্তী অংশে থেকে কাজ করে যাবো।

এ সময় তিনি জামালপুর ভবন নির্মাণে দুই হাজার ডলার অনুদান প্রদানের ঘোষণা দেন। এ ঘোষণার পর সবাই নিম্মিকে করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ গ্রুপের কর্ণধার শাহ নেওয়াজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কের বিদায়ী কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা, বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, আহসান হাবিব, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফকরুল আলম, রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর নুরুল আজিম, ব্যবসায়ী বেলায়েত হোসেন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নব নির্বাচিত সভাপতি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও আজকালের মার্কেটিং হেড আবু বকর সিদ্দিক। নতুন কমিটির নেতৃবৃন্দকে শপথ পাঠ করান সংঠনের সাবেক সভাপতি বিশিষ্ট রিয়েলেটর ফরিদ আলম। বক্তব্য রাখেন নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মূদ মসিউর রহমানসহ নেতৃবৃন্দ। সংগীত পরিবেশন করেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী রানো নেওয়াজ, অনিক রাজসহ অনেকে। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন শারমিনা সিরাজ সোনিয়া।

# দেশ মহা দুর্যোগ পার করছে: জি এম কাদের

**ঢাকা ডেস্ক**

জি এম কাদের

দেশ মহা দুর্যোগকাল পার করছে বলে মনে করছেন জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান জি এম কাদের। তিনি বলেছেন, 'সামনের দিকে মহা বিপদের আশঙ্কা। দেশ ভালো চলছে না। সবকিছু অচল হয়ে পড়ছে, ভেঙে পড়ছে।' বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকা থেকে চার দিনের সফরে রংপুরের সেনপাড়ার নিজ বাড়িতে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে জাপা চেয়ারম্যান এ কথা বলেন।

জি এম কাদের বলেন, 'আমরা যেটা লক্ষ করছি, প্রধান উপদেষ্টা ও ওনার সঙ্গে যাঁরা তরুণ, তাঁদের উনি ওনার নিয়োগকর্তা হিসেবে পরিচয় করিয়েছিলেন। তাঁরা মিলে দেশকে সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত করেছেন। এই বিভক্তি দিনকে দিন শক্তিশালী হচ্ছে এবং একজনের ওপর আরেকজনের সংঘাতপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। সামনের দিকে বড় ধরনের একটি সংঘাত পরিস্থিতির দিকে যেতে পারে বলে আমি আশঙ্কা করছি।'

দেশের বর্তমান পরিস্থিতিকে তিনি সাউথ আফ্রিকার সাদা ও কালোর বর্ণবাদী আচরণের সঙ্গে তুলনা করেন। তিনি বলেন, 'আমাদের দেশে মনে হচ্ছে, ওরা (সরকার) দেশকে দুভাগ করেছেন। ওনাদের মাপকাঠিতে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বলে তাঁরা কিছু লোককে চিহ্নিত করেছেন। আর বাকিগুলো ফ্যাসিবাদ বা ফ্যাসিবাদের দোসর এভাবে বলে তাঁরা সারা দেশের অধিকাংশ মানুষকে লেবেল করেছেন। সাউথ আফ্রিকার ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের মতো আইনের প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে।'

দেশের বৃহৎ অংশকে রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে অভিযোগ করে জি এম কাদের বলেন, 'রাজনৈতিক অধিকারকে বঞ্চিত করতে গিয়ে তারা বিভিন্ন ধরনের কালাকানুন প্রবর্তন করছে। বিভিন্নভাবে মানুষ অত্যাচারিত হচ্ছে তাদের দ্বারা।

# আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজের উদ্যোগে 'ঈদ বাজার'

**সুব্রত চৌধুরী,** নিউ জার্সি

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে 'ঈদ বাজার' অনুষ্ঠিত হয়েছে। আটলান্টিক সিটির ফেয়ারমাউন্ট অ্যাভিনিউর বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে বুধবার (২১ মে) এই 'ঈদ বাজার' অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সি (বিএএসজে) 'ঈদ বাজার'-এর আয়োজন করে।

ঈদুল আজহার আগে অনুষ্ঠিত এ ঈদ বাজারে প্রবাসী বাংলাদেশি, ভারতীয় ও পাকিস্তানি ব্যবসায়ীরা তাঁদের বাহারি পণ্যের পসরা সাজিয়ে বসেছিল। তাঁদের স্টলগুলোতে শাড়ি, সালোয়ার-কামিজসহ নারী-পুরুষ ও শিশুদের হাল ফ্যাশনের পোশাকপরিচ্ছদ, অলংকার, খেলনা ইত্যাদি বিক্রি হয়েছে ।

ঈদ বাজারে বিভিন্ন শহর থেকে আসা প্রবাসীরা জানান, এই ঈদ বাজারে হাতের কাছে বিভিন্ন দেশের হাল ফ্যাশনের পোশাক, অলংকারসহ নানা ধরনের পণ্য পেয়ে তাঁরা আনন্দিত ।

তাঁরা ঈদ বাজারের মত এমন একটি আয়োজনের জন্য উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানান।

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল বলেন, 'প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিদেশের মাটিতে দেশের ঈদের আমেজের ছোঁয়া দিতেই এ প্রয়াস।'

অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকা জানান, প্রবাসীদের কাছ থেকে তাঁরা এ ঈদ বাজারে যে সাড়া পেয়েছেন, তা ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে ঈদ বাজার আয়োজনের অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে।'

অ্যাসোসিয়েশনের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান আবদুর রফিক ঈদ বাজার সফল করায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

ঈদ বাজার আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক রফিকুল ইসলাম, সদস্য সচিব জাকির হোসেন, প্রধান সমন্বয়ক মাহমুদ শাহ ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক রফিক উদ্দিন রুমেলের প্রচেষ্টায় ঈদ বাজার সম্পন্ন হয়।

# নিউইয়র্কে বাংলাদেশিদের জন্য সরকারি চাকরি ও সুযোগ-সুবিধা বিষয়ক সেমিনার

নিউইয়র্কে বসবাসরত বাংলাদেশি অভিবাসীদের জন্য সরকারি চাকরি এবং বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধা নিয়ে একটি তথ্যভিত্তিক সেমিনারের আয়োজন করেছে নিউইয়র্ক সিটি বাংলাদেশি সিভিল সার্ভিস সোসাইটি (এনবিসিএসএস)।

আগামী ৩১ মে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত জামাইকার ৮৯-১১ মেরিক বুলেভার্ডের কুইন্স লাইব্রেরি মিলনায়তনে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। এতে যে কোনো আগ্রহী বাংলাদেশি অংশ নিতে পারবেন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে।

আয়োজকরা জানান, যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি চাকরির বিপুল সুযোগ থাকলেও প্রক্রিয়া ও তথ্যের অভাবে অনেকেই তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বিশেষ করে উচ্চশিক্ষিত বাংলাদেশিরা এই শহরে নানা ধরনের অস্থায়ী ও খণ্ডকালীন পেশায় যুক্ত থাকলেও তারা সরকারি চাকরির সুযোগ পাচ্ছেন না। এনবিসিএসএস দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে সচেতনতা তৈরি এবং চাকরির প্রস্তুতিতে সহায়তা দিয়ে আসছে।

জব জব জব
আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।
সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্নক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।
তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।
আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com
এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.
আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন
RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416
JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law
MITU DISABILITY CENTER
• স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
• ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
• এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
• ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।
পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ
N-648 WAIVER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হার্টের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)
MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।
3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

GLOBAL
Tours & Travel
BOOK YOUR FLIGHT
WITH OUR OTA
www.globaltravelbd.com
"We provide 24/7 customer support"
FLIGHT
VISA
HOTEL
$300
OFF
CALL NOW
718-406-9745
718-200-2655
* Minimum $10000 cash
purchase required
Md Shamsuddin
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel

LEGAL NETWORK
INTERNATIONAL, LLC
প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির
সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার:
গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব
অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং
CPA দের সমন্বয়ে গড়া
ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL
COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.
৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

# বিশ্বজুড়ে প্রভাব হারাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, উত্থানের পথে নতুন বিশ্বব্যবস্থা

**ইফতেখার ইসলাম**

বৈশ্বিক রাজনীতির মঞ্চে যুক্তরাষ্ট্র একসময় ছিল নিঃসন্দেহে শীর্ষ শক্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থায় তার আধিপত্য ছিল প্রশ্নাতীত। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর 'একমেরুকেন্দ্রিক' বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্র কেবল সামরিক বা অর্থনৈতিক দিক থেকেই নয়, নীতিগত ও সাংস্কৃতিকভাবে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে এক নাটকীয় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে বৈশ্বিক পরিস্থিতি। যুক্তরাষ্ট্র ধীরে ধীরে তার ঐতিহাসিক প্রভাব ও কর্তৃত্ব হারাতে বসেছে। আর এই পরিবর্তনের পেছনে সবচেয়ে বড় অনুঘটক হয়ে দাঁড়িয়েছে দেশটির নিজস্ব নীতিগত সিদ্ধান্ত, বিশেষ করে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের সময়কালের পদক্ষেপগুলো।

'আমেরিকা ফার্স্ট' শ্লোগানের আড়ালে যুক্তরাষ্ট্র তার বহু দশকের গৃহীত আন্তর্জাতিক দায়িত্ব থেকে একরকম সরে এসেছে। বহুপাক্ষিক সহযোগিতা, মানবিক উদ্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতো প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ। এসব ক্ষেত্রেই দেশটি পিছিয়ে পড়েছে। এর ফলে বিশ্বব্যবস্থায় একটি শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের জায়গা নিতে আগ্রহ দেখাচ্ছে অন্যান্য শক্তিধর রাষ্ট্র ও জোট।

বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক অংশীদারিত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের স্থান ক্রমেই ছোট হচ্ছে। যেখানে চীন বর্তমানে প্রায় ১২০টি দেশের শীর্ষ বাণিজ্যিক অংশীদার, সেখানে যুক্তরাষ্ট্র মাত্র ২০টির ক্ষেত্রে তা হতে পেরেছে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর আস্থা হারাচ্ছে তার পুরোনো মিত্ররাও। ট্রাম্প প্রশাসনের সময় বাণিজ্যে উচ্চ শুল্ক আরোপ এবং কূটনৈতিক অনীহার ফলে এই আস্থার ফাটল আরও গভীর হয়েছে। বাণিজ্য ও কূটনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের আচরণ এখন আগের মতো পূর্বাভাসযোগ্য নয়, যা বিশ্ব রাজনীতিতে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করছে।

চীনের ক্রমবর্ধমান উত্থান এই শূন্যতাকে আরও দৃশ্যমান করে তুলেছে।

একদিকে জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে চীন তার ভূমিকা জোরালো করছে, অন্যদিকে আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ায় বিনিয়োগ ও সহযোগিতার মাধ্যমে সে তার কৌশলগত প্রভাব বাড়াচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নও আমেরিকান নেতৃত্বের শূন্যতা পূরণে উদ্যোগ নিচ্ছে, বিশেষত বাণিজ্য ও পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনায়।

তবে এ পরিবর্তনের ধারা কেবল কৌশলগত নয়, এটি মনোভাবগতও। যুক্তরাষ্ট্র যখন তার গ্লোবাল লিডারশিপ থেকে একপাশে সরে দাঁড়ায়, তখন বাকি বিশ্ব বাধ্য হয় নতুন নকশা খুঁজে নিতে। ট্রাম্পের প্রশাসন বিশ্ববাসীকে এক ধরনের 'নতুন বাস্তবতা'র মুখোমুখি করেছে। যেখানে যুক্তরাষ্ট্র আর সেই আগের মতো নির্ভরযোগ্য নয়।

এই প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে চীন ও ইউরোপের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তাদের ভবিষ্যৎ ভূমিকানির্ধারণ। রাশিয়ার সঙ্গে চীনের ঘনিষ্ঠতা, মধ্যপ্রাচ্যে ট্রাম্পের নিছক অস্ত্রবাণিজ্য-কেন্দ্রিক কৌশল, কিংবা ন্যাটোর ভবিষ্যৎ। সবকিছু মিলেই গঠন করতে যাচ্ছে এক নতুন বৈশ্বিক সমীকরণ। আর যুক্তরাষ্ট্র নিজেই যখন স্বেচ্ছায় একটি 'গোল্ডেন ডোম' গড়তে চায়, তখন বোঝা যায়, নতুন শতকের ভূরাজনীতিতে তার অবস্থান আর আগের মতো কেন্দ্রীভূত থাকবে না।

বিশ্ব এখন এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, যেখানে একটি শূন্যতা এবং বহু আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে নতুন একটি ভারসাম্য তৈরি হচ্ছে। সেই ভারসাম্যে কে নেতৃত্ব দেবে—চীন, ইউরোপ না অন্য কোনো জোট। তা এখনো পরিষ্কার নয়। তবে এতটুকু স্পষ্ট, যুক্তরাষ্ট্রের একক আধিপত্যের যুগ শেষের পথে।

# উবারের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে অর্থ ঢালার অভিযোগ

**বিশেষ প্রতিনিধি**

নিউইয়র্কে স্থানীয় অধিকারকর্মী ও বেশ কিছু সংগঠন উবারের অনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বুধবার (২৮ মে) সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির কেনসিংটন এলাকায় আয়োজিত এক জরুরি প্রেস কনফারেন্সে উবারের বিরুদ্ধে এ প্রতিবাদ জানানো হয়। বহুজাতিক রাইডশেয়ারিং কোম্পানি উবার সিটি কাউন্সিল সদস্য শাহানা হানিফকে নির্বাচনে পরাজিত করতে তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পেছনে ১ লাখ ২৪ হাজার ডলার ব্যয় করছে এমন অভিযোগ প্রতিবাদকারীদের।

প্রেস কনফারেন্সে বক্তারা বলেন, শাহানা হানিফ শুধু একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নন, তিনি অভিবাসী, শ্রমজীবী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শক্তিশালী কণ্ঠস্বর। তার কার্যকালে তিনি নিউইয়র্ক সিটিতে অভিবাসী অধিকার, ভাড়াটিয়ার সুরক্ষা এবং শ্রমিকদের ন্যায্যতার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিল পাসে নেতৃত্ব দিয়েছেন। উপস্থিতদের বক্তব্যে উঠে আসে, এই নির্বাচনে শুধুই একজন প্রার্থীর বিজয়-পরাজয় নির্ধারিত হচ্ছে না—বরং এটি হচ্ছে কর্পোরেট অর্থশক্তির আধিপত্যের বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধের লড়াই।

# কনজেশন প্রাইসিং নিয়ে আইনি লড়াইয়ে নিউইয়র্কের বড় জয়

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

নিউইয়র্ক শহরের যানজট নিরসনমূলক টোল (কনজেশন প্রাইসিং) কার্যক্রম চালু রাখার পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের একটি ফেডারেল আদালতে বড় ধরনের আইনি জয় অর্জন করেছে মহানগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ (এমটিএ)। মঙ্গলবার (২৭ মে) ফেডারেল বিচারক লুইস লিমান এক আদেশে যুক্তরাষ্ট্রের পরিবহন বিভাগকে নিউইয়র্ক রাজ্যের জন্য বরাদ্দ করা ফেডারেল তহবিল আটকে দেওয়ার যেকোনো ধরনের পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।

এই আদেশ অনুযায়ী আগামী ৯ জুন পর্যন্ত একটি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে। যা এমটিএ এবং নিউইয়র্ক রাজ্যকে টোল কার্যক্রম চালু রাখতে সহায়তা করবে।

এমটিএ'র চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী জান্নো লাইবার বলেন, এই আদেশ নিউইয়র্কবাসীর জন্য বড় সুখবর। যানজট নিরসনমূলক টোল চালু থাকায় আমরা গণপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে এগিয়ে যেতে পারছি। বিচারক স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, ফেডারেল সরকার কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারবে না যাতে রাজ্যকে বাধ্য করা হয় এই কর্মসূচি বন্ধ করতে।

এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের পরিবহন সচিব শন ডাফি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, ২১ মে'র মধ্যে টোল কার্যক্রম বন্ধ না করলে নিউইয়র্কের জন্য বরাদ্দকৃত পরিবহন খাতের তহবিল আটকে দেওয়া হতে পারে।

নিউইয়র্ক রাজ্যের গভর্নর ক্যাথি হোচুল এই রায়কে 'একটি বিশাল বিজয়' হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, নিউইয়র্ক তার নিজস্ব সড়ক ব্যবস্থাপনা ও যান চলাচলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ অধিকার রাখে। এই কর্মসূচি রাস্তায় যানজট হ্রাস, পরিষ্কার বাতাস নিশ্চিত করা এবং গণপরিবহন খাতে বিনিয়োগ করার জন্য সঠিক পথ।

তিনি আরও বলেন, টোল ক্যামেরাগুলো চালু রয়েছে এবং যানজট নিরসনমূলক টোল ব্যবস্থা চালু থাকবে। আদালতের আদেশ আমাদের অবস্থানকে আরও জোরালো করেছে।

উল্লেখ্য, গত ৫ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হওয়া এই ব্যবস্থার আওতায়, ম্যানহাটনের ৬১তম সড়কের দক্ষিণে প্রবেশকারী যানবাহনের জন্য ন্যূনতম ৯ ডলার হারে টোল ধার্য করা হয়েছে।

# ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্তে উদ্বেগ

## হার্ভার্ডে ভর্তি নিষেধাজ্ঞা

**বিশেষ প্রতিনিধি**

বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি নিয়ে সম্প্রতি ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্ত উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। বিশ্ববিখ্যাত এ প্রতিষ্ঠানটির আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ভর্তির অধিকার স্থগিত করা হয়েছে। পদক্ষেপটি হার্ভার্ডের বৈশ্বিক মর্যাদা, রাজস্ব এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করার ক্ষমতাকে হুমকির মুখে ফেলেছে।

গত ২২ মে ২০২৫ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ হার্ভার্ডের স্টুডেন্ট অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ভিজিটর প্রোগ্রাম (SEVP) সার্টিফিকেশন বাতিল করেছে। এ সার্টিফিকেশনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ভর্তি করার অনুমতি দেয়া হয়। প্রশাসনের দাবি ছিল, হার্ভার্ড ক্যাম্পাসে "অসামরিক ও প্রো-হামাস" কার্যক্রমের উপস্থিতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিদেশি শিক্ষার্থীদের তথ্য সরবরাহে অস্বীকৃতি প্রশাসনের সিদ্ধান্তের পেছনে কাজ করেছে।

হার্ভার্ড এই সিদ্ধান্তকে "সংবিধান ও আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন" বলে অভিহিত করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে একটি মামলা দায়ের করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মতে, এই পদক্ষেপটি তাদের একাডেমিক স্বাধীনতার উপর আঘাত এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের অবদানকে অস্বীকার করে।

২৩ মে তারিখে, ম্যাসাচুসেটসের ফেডারেল বিচারক অ্যালিসন বারোজ প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একটি অস্থায়ী স্থগিতাদেশ জারি করেন, যা হার্ভার্ডের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ভর্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে সহায়তা করবে। বিচারক বারোজ বলেন, "এই সিদ্ধান্ত হার্ভার্ড এবং এর ৭,০০০ এরও বেশি ভিসাধারী শিক্ষার্থীদের জন্য তাৎক্ষণিক ও অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হতে পারে।"

প্রিশাসনের সিদ্ধান্তের ফলে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা, যারা হার্ভার্ডে ভর্তি হওয়ার জন্য দীর্ঘদিন প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন। চীনের শিক্ষার্থী ফাং বলেন, "আমার সবচেয়ে বড় ভয় হলো, স্নাতক হওয়ার পর আমাকে তৎক্ষণাৎ দেশত্যাগ করতে হতে পারে।" এদিকে, হংকংয়ের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হার্ভার্ডের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত ভর্তি প্রক্রিয়া চালু করেছে, যাতে তারা তাদের শিক্ষা অব্যাহত রাখতে পারেন।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই পদক্ষেপের পক্ষে অবস্থান নিয়ে বলেন, "হার্ভার্ডের ৩১ শতাংশ শিক্ষার্থী বিদেশি, এবং তারা আমাদের জানায় না তারা কারা।" তিনি আরও বলেন, "আমরা সমস্যা সৃষ্টিকারীদের এখানে চাই না।"

অংশীদার/অর্থায়নকারী আবশ্যক

একটি দৃষ্টিনন্দন এস্টেটে মালিকানার সুযোগ

নিউইয়র্ক থেকে মাত্র ২ ঘন্টার দূরত্বে,
নিউজার্সিতে ৭০ একর জমির উপর গড়ে উঠেছে এ স্বপ্নের এস্টেট

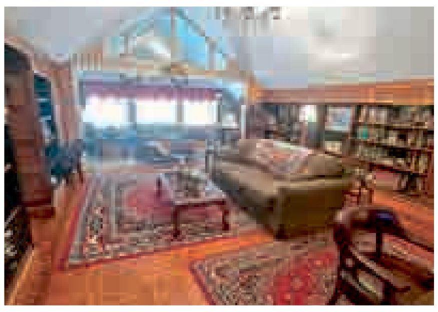

Facilities

Five room vila
Two unit apartment
Two separate house
including a big hanger

More Facilities

Gated swimming pool
Deer hunting & duck hunting
30 Bigha farmland
Water taxi to Atlantic
Tennis & badminton court

Please Contact: (917) 443-9658

# নিউইয়র্কে জোহরান মামদানির সমর্থনে সভা

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

নিউইয়র্ক শহরের মেয়র পদপ্রার্থী জোহরান মামদানির সমর্থনে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (২৭ মে) সন্ধ্যায় জামাইকা সেন্ট্রালের ডিএইচ কেয়ারে স্থানীয় সংগঠন এমএউএসভোটের আয়োজনে এই সভায় প্রবাসী বাংলাদেশি, দক্ষিণ এশীয় ও অন্যান্য অভিবাসী সম্প্রদায়ের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

সভায় জোহরান মামদানি বলেন, নিউইয়র্কে জীবনযাত্রার ব্যয় দিন দিন বাড়ছে। আমি এমন একটি শহর গড়তে চাই, যেখানে শ্রমজীবী ও অভিবাসী জনগণ তাদের ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা এবং সম্মান নিয়ে বসবাস করতে পারবে।

তিনি আরও বলেন, আমি শুধু একটি রাজনৈতিক পদ চাই না, আমি চাই মানুষের পক্ষ থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ। আমার অভিজ্ঞতা, পারিবারিক পটভূমি এবং সামাজিক বাস্তবতা আমাকে এই দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত করেছে।

আলোচনায় অংশ নেওয়া কমিউনিটির সদস্যরা শহরের আবাসন সংকট, স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান ও অভিবাসন সংক্রান্ত সমস্যাগুলো তুলে ধরেন। জোহরান মামদানি প্রতিটি প্রশ্ন মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং ক্ষমতায় আসলে কমিউনিটির সঙ্গে নিয়মিত সংলাপ চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

সভায় অংশগ্রহণকারীরা বলেন, জোহরান শুধু একজন প্রার্থী নন, তিনি আমাদের মতো মানুষের কণ্ঠস্বর। তার কথায় বাস্তবতা এবং আন্তরিকতা আছে।

সভা শেষে উপস্থিত সবাইকে আগামী ২৪ জুন অনুষ্ঠিতব্য ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে অংশ নিয়ে জোহরান মামদানিকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

উল্লেখ্য, জোহরান কোয়ামে মামদানি নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলির সদস্য ও ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট। উগান্ডায় জন্মগ্রহণকারী এবং নিউইয়র্কে বেড়ে ওঠা মামদানি দীর্ঘদিন ধরে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে কাজ করে আসছেন।

তার কর্মজীবনে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো—ট্যাক্সি ড্রাইভারদের সঙ্গে অনশনে অংশ নিয়ে পরিবর্তনশীল ঋণের বিরুদ্ধে লড়াই করে ৪৫০ মিলিয়ন ডলারের বেশি ঋণমুক্তির তহবিল সংগ্রহ করা এবং নিউইয়র্ক রাজ্য বাজেটে অতিরিক্ত সাবওয়ে পরিষেবা ও ভাড়ামুক্ত বাস পরীক্ষামূলক প্রকল্পে ১০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি বরাদ্দ নিশ্চিত করা।

একই সঙ্গে তিনি একটি প্রস্তাবিত দূষণকারী বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রতিরোধে রাজ্যজুড়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও সংগঠনের মাধ্যমে সফল প্রতিবাদ গড়ে তোলেন।

# চীনা শিক্ষার্থীদের ভিসা আগ্রাসীভাবে বাতিল করা হবে

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নরত চীনা শিক্ষার্থীদের ভিসা 'আগ্রাসীভাবে' বাতিল করা হবে বলে জানিয়েছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। বৃহস্পতিবার (২৯ মে) বিবিসির অনলাইন প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এক বিবৃতিতে বলেছেন, বিশেষত, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যাদের সম্পৃক্ততা আছে বা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা আমাদের নজরে রয়েছেন।

এ ছাড়া চীন এবং হংকং থেকে ভবিষ্যতের ভিসা আবেদনকারীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বৃদ্ধির জন্য মানদণ্ডও সংশোধন করা হবে বলে জানিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর চীনের সঙ্গে বাণিজ্যযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে চীন ও যুক্তরাষ্ট্র।

বৃহস্পতিবার (Thursday), ২৯ মে ২০২৫

প্রথম আলো
Prothom Alo North America


# PPL-এর আমরা অথরাইজড এজেন্ট

## CDPAP নিয়ে কোন চিন্তা করবেন না।

## COMMITTED HOME CARE

## সকল সুযোগ সুবিধা পূর্বের মতোই থাকবে।

**PPL & NYS DEPARTMENT OF HEALTH এর অনুমোদিত FACILATOR হিসেবে CDPAP সার্ভিস TRANSFER এ সহযোগিতা করে থাকি।**

**আজই যোগাযোগ করুন - (718) 457-0813**

কোন প্রকার নার্স সার্টিফিকেট ছাড়া, বর্তমান ইন্স্যুরেন্স পরিবর্তন না করে আগের মতোই আপনার প্রিয়জনের সেবা দিতে পারবেন। এর জন্য আপনাকে CDPAP থেকে অন্য কোনো প্রোগ্রামে যেতে হবে না। আমরা খুব সহজে ট্রান্সফার করে দিতে পারি। আপনার প্রিয়জনের সেবার মান যেন অক্ষুন্ন থাকে, সে বিষয়ে আমরা সর্বদা যত্নবান।

আপনি ইচ্ছে করলে ডিরেক্ট 833-247-5346 নাম্বারে কল দিয়ে ট্রান্সফার করতে পারেন। তবে অবশ্যই আপনার হোমকেয়ার সার্ভিসের জন্য COMMITTED HOME CARE নাম উল্লেখ্য করতে হবে।

Giash Ahmed
Vice President
Committed Home Care
Phone : 718-457-0813, Fax : 718-457-0814
Cell : 917-744-7308
giashahmed123@gmail.com

**CORPORATE OFFICE:**
37-05 74 St, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
Tel : 718-457-0813
Fax: 718-457-0814

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

# YOUR DREAM HOME CARE

*Get paid to take care of your loved ones*

## আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

**718-874-0047**

Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ-এর (CDPAP) প্রোগ্রামের অধীনে কোনো HHA সার্টিফিকেশন ছাড়াই হোম কেয়ারের মাধ্যমে ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও প্রিয়জনদের সেবা দিয়ে আপনি প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন এবং সেবা প্রদানকারীকে নির্বাচন করতে পারেন।

**M AZIZ**
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

**Head Office**
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
•
আমরা কোনো ফি নেই না।
•
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
•
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

**Jamaica Office:**
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

**Sutphin Branch**
**Mohammad Khair**(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

**Ozone Park Office**
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

**Ozone Park Office**
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

**Fulton Office:**
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

**Bronx Office**
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

**Buffalo Office:**
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

**Albany Office**
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে

**সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়**

## KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA,LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
**(718) 775-8509 - (212) 464-8620**

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
**Jackson Heights,** NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
**Washington,** D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR
LAW OFFICES

Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

## রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

**Eastern Investment**
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

THE ONLY BANGLADESHI OWNED
HOMECARE PPL FACILITATOR

DHCARE
HOMECARE
LICENSED HOME HEALTH CARE AGENCY

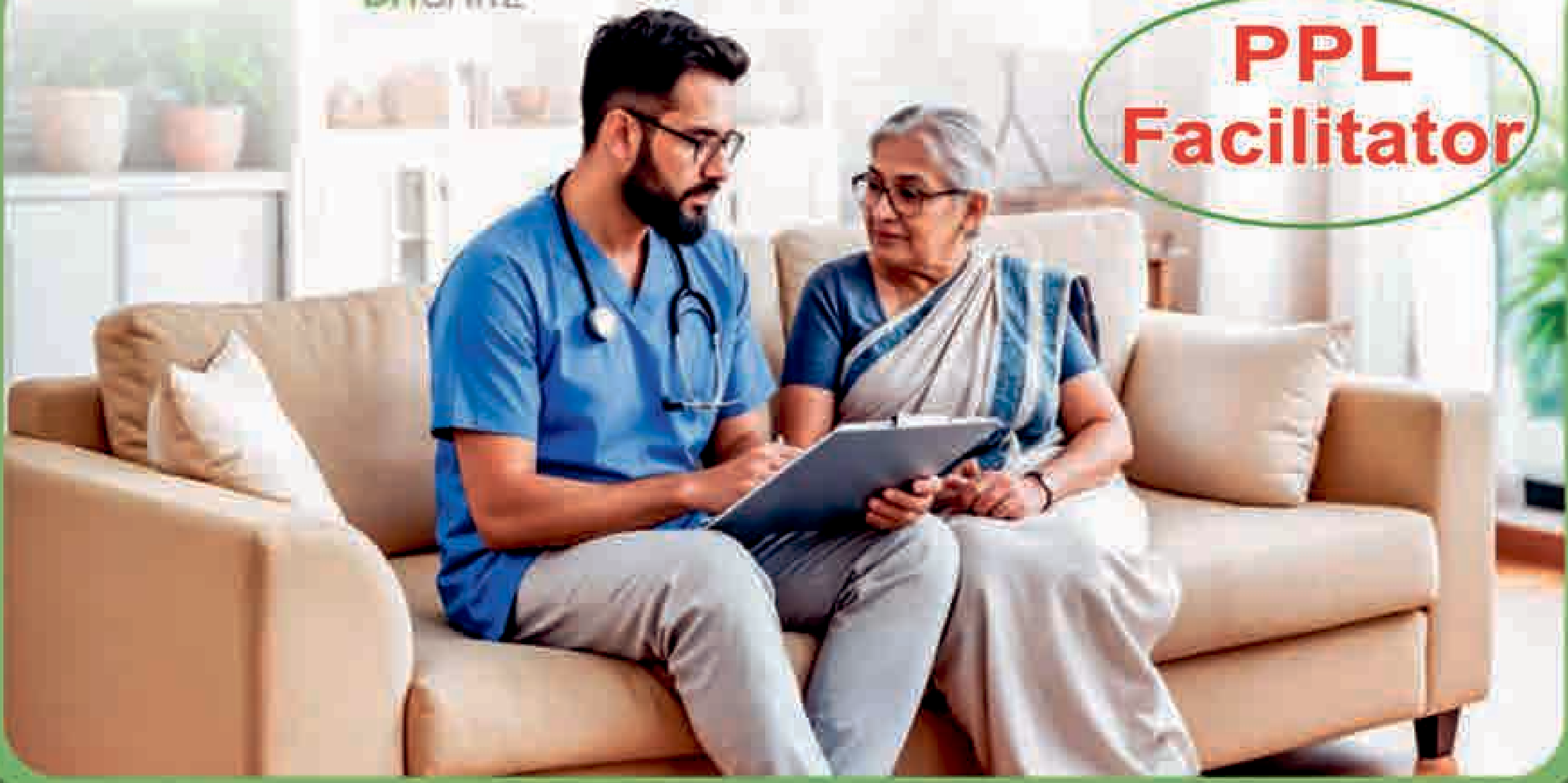


বাংলাদেশী মালিকানাধীন
লাইসেন্সড হোম কেয়ার এজেন্সি
আপনজনদেরকে সেবার মাধ্যমে ঘরে বসেই আয় করুন

ADDRESSES

- 172-15 Hillside Avenue Queens, NY 11432
- 2162 Westchester Ave, Bronx, NY 10462
- 3329 Bailey Ave, Buffalo, NY 14215
- 21 101 Ave, Brooklyn, NY 11208
- 136-20 38th Ave, Ste 3A2, Flushing, NY 11354
- 332 Broadway, Staten Island, NY 10310

লক্ষণীয়

- আমরা বাংলায় কথা বলি
- আমরা সর্বোচ্চ রেটে পেমেন্ট করে থাকি

CONTACT
DHCARE NY LLC
(718) 459-0180
FAX: 718-561-2834,
E-MAIL: SUPPORT@DHCARENY.COM
WEB: WWW.DHCARENY.COM

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

# বারী হোম কেয়ার

- Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
- Diana's Angels Home Care Inc.

# PCA/HHA HOME CARE

## Service Provider

- **Home care PCA/PA** দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
- **Home care** সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
- আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
- **We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate**
- **We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish**

আমরা HHA/PCA
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

## PCA সেবা নিতে চান?
## আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

**NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care – we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.**
**Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.**

# THE BARI GROUP

BARI TOWER | BARI HOME CARE | BARI SUPERMARKET | BARI RESTAURANT | BARI PARTY HALL | BARI MEDIA | BARI CHARITY FOUNDATION | BARI & BARI | BARI ESTATE | BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

**Head Office:**
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

**Jamaica Office:**
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

**Bronx Office:**
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

**Woodside Office:**
49-22 30th Ave
Woodside,
NY 11377
Tel: 347-242-2175

**Brooklyn Office:**
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

**Long Island Office:**
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

**Ozone Park Office:**
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

**Buffalo Office:**
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

**Buffalo Office:**
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

**Bari Tower**
74-09 37th Ave,
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

**CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901**
**Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com**

# নিউইয়র্কে সংবর্ধিত হলেন লায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর আসেফ বারী টুটুল

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনালের ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর২-এর ২০২৫-২০২৬ সালের জন্য ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর (ইলেক্ট) পদে নির্বাচিত হয়েছেন নিউইয়র্ক প্রবাসী বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব, ব্যবসায়ী এবং নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের সাবেক প্রেসিডেন্ট আসেফ বারী টুটুল।

সম্প্রতি বাফেলোতে অনুষ্ঠিত লায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর২-এর বার্ষিক কনভেনশনে আয়োজিত নির্বাচনে তিনি এই সম্মানজনক পদে নির্বাচিত হন। এর আগে ২০২৪-২০২৫ মেয়াদে তিনি ১ম ভাইস ডিস্ট্রিক্ট গভর্নরের দায়িত্ব পালন করছেন।

এই অর্জনকে ঘিরে ২২ মে বৃহস্পতিবার জ্যাকসন হাইটসের 'বারী টাওয়ার'-এ বারী গ্রুপের আয়োজনে এক জাঁকজমকপূর্ণ 'ভিক্টরি পার্টি'র আয়োজন করা হয়। অতিথিদের স্বাগত জানান বারী গ্রুপের চেয়ারম্যান লায়ন মুনমুন হাসিনা বারী এবং তাঁদের তিন সন্তান মাহি বারী, আদি বারী ও সাবা বারী। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের সাবেক প্রেসিডেন্ট আহসান হাবিব।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাবেক ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর মাদাদি সাই, আমাদো সাই, লায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর২-এর নির্বাচিত ১ম ভাইস ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর নিনা স্মিথ, নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান, সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ সাঈদ, বাংলাদেশ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট লায়ন আতাউর রহমান সেলিমসহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও লায়নস সদস্যরা। এসময় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ও কমিউনিটি সদস্যরা আসেফ বারী টুটুলকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

# ট্রাম্প প্রশাসন ছাড়লেন মাস্ক

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

ইলন মাস্ক

বিশ্বের শীর্ষ ধনকুবের ইলন মাস্ক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছে। স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার মাস্ক নিজেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেন। পরে হোয়াইট হাউস থেকেও বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইলন মাস্ক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি ট্রাম্প প্রশাসনে তাঁর পদ ছেড়ে দিচ্ছেন। পরে বুধবার সন্ধ্যায় হোয়াইট হাউসও বিষয়টি নিশ্চিত করে। ইলন মাস্ক ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশে গঠিত সরকারি কর্মদক্ষতা বিভাগের (ডিওজিই) প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। এই বিভাগটি মার্কিন সরকারের ব্যয় হ্রাস ও সরকারের বিভিন্ন অঙ্গের দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করছিল।

মাস্ক তাঁর নিজ মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, 'একজন বিশেষ সরকারি কর্মচারী হিসেবে আমার নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ায় আমি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অপচয়মূলক ব্যয় কমানোর সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই।' তিনি আরও লিখেছেন, 'ডিওজিই মিশন সময়ের সঙ্গে আরও শক্তিশালী হবে কারণ এটি সরকারের জীবনযাত্রায় পরিণত হবে।'

হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা রয়টার্সকে জানিয়েছেন, ইলন মাস্ক প্রশাসন ছেড়ে চলে যাচ্ছেন এবং তাঁর 'দায়িত্ব হস্তান্তরের প্রক্রিয়া আজ (বুধবার) রাতে শুরু হবে' এই তথ্যটি সঠিক।

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি মাস্ক অনির্বাচিত কর্মকর্তা হিসেবে ট্রাম্প প্রশাসনে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁকে ট্রাম্প মার্কিন সরকারের কিছু অংশ ভেঙে দেওয়ার জন্য নজিরবিহীন ক্ষমতা দিয়েছিলেন। ট্রাম্প প্রশাসনে বিশেষ সরকারি কর্মচারী হিসেবে তাঁর ১৩০ দিনের ম্যান্ডেট আগামী ৩০ মে নাগাদ শেষ হওয়ার কথা ছিল।

# নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি রাসেল, সম্পাদক মাশিউর

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের ২০২৫-২০২৬ সালের কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি হিসেবে জেএফএম রাসেল এবং সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন মো. মাশিউর রহমান। গত ২৭ মে ক্লাবের সকল সদস্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু ভোটের মাধ্যমে নতুন নেতৃত্ব নির্বাচিত করেন।

নবনির্বাচিত সভাপতি লায়ন জেএফএম রাসেল তার বিজয় বার্তায় বলেন, এই নির্বাচন ছিল আমাদের একতা, বন্ধুত্ব এবং কমিউনিটির প্রতি নিবেদিত সেবার প্রতীক। আমি সকল ভোটার, সদস্য এবং শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যারা এই প্রক্রিয়ায় আমার পাশে ছিলেন। আমাদের ক্লাব একটি পরিবার, এবং আমরা সবাই মিলে সেবা কার্যক্রম আরও শক্তিশালী ও ফলপ্রসূ করতে কাজ করব।

সাধারণ সম্পাদক লায়ন মো. মাশিউর রহমান মজুমদার বলেন, নির্বাচন ছিল শুধু একটি পদ লাভের প্রতিযোগিতা নয়, এটি আমাদের কমিউনিটির মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতার পরিচায়ক। আমি ভবিষ্যতে ক্লাবের সকল সদস্যের সাথে একত্রে কাজ করে কার্যক্রমকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

নির্বাচন পরিচালনায় বর্তমান সভাপতি লায়ন রকি আলিয়ান, কোষাধ্যক্ষ লায়ন মাসুদ রানা তপন, জেলা গভর্নর লায়ন আসিফ বারী, পিএমজেএফ এবং ২য় সহকারী জেলা গভর্নর লায়ন শাহ নওয়াজ, পিএমজেএফ সহ নির্বাচনী কমিশন সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। নবনির্বাচিত নেতৃত্ব তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

প্রসঙ্গত, নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের দ্বারা পরিচালিত একটি সেবামূলক সংগঠন। যা মানবিক ও সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। ক্লাবের মাধ্যমে নানা সমাজসেবা, দাতা কার্যক্রম, শিক্ষাসহ স্বাস্থ্যসেবা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের আয়োজন হয়ে থাকে।

# অল্প গাঁজার শাস্তি কমানোর পক্ষে লন্ডনের মেয়র সাদিক খান

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

লন্ডনের মেয়র সাদিক খান বলেছেন, স্বল্প পরিমাণ প্রাকৃতিক গাঁজা রাখার অপরাধে শাস্তি লাঘবের বিষয়টি সরকারকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত। আজ মঙ্গলবার প্রকাশিত একটি স্বাধীন প্রতিবেদনকে ভিত্তি করে তিনি এমন মত দেন। তাঁর মতে, প্রতিবেদনটি একটি 'প্রমাণভিত্তিক, গ্রহণযোগ্য যুক্তি' তুলে ধরেছে।

স্কাই নিউজ জানিয়েছে, বর্তমানে যুক্তরাজ্যের আইন অনুযায়ী, গাঁজা একটি 'বি' শ্রেণির মাদক হিসেবে বিবেচিত। এর ফলে কেউ গাঁজাসহ ধরা পড়লে তাঁকে জরিমানা কিংবা কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। তবে ২০২২ সালে মেয়র সাদিক খানের উদ্যোগে গঠিত 'লন্ডন ড্রাগস কমিশন' (এলডিসি) এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে—বর্তমান আইন গাঁজার প্রকৃত ক্ষতির তুলনায় অতিরিক্ত কঠোর। এলডিসি-এর প্রতিবেদনে উঠে এসেছে—বিশ্বজুড়ে গাঁজা নিয়ন্ত্রণে যেভাবে আইন প্রয়োগ করা হয়, তা পর্যালোচনার পর দেখা গেছে, গাঁজা নিয়ে পুলিশের নজরদারি অনেকাংশেই নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর ওপর কেন্দ্রীভূত।

# সাবেক সচিব আব্দুর রউফকে সংবর্ধনা জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের

ক্যালিফোর্নিয়া

**বিশেষ সংবাদদাতা**

সিলেটের কৃতি সন্তান, সাবেক কুটনীতিক ও অতিরিক্ত সচিব মো. আব্দুর রউফের লস এঞ্জেলেসে আগমন উপলক্ষে তাকে সংবর্ধনা দিয়েছে জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব ক্যালিফোর্নিয়া।

শুক্রবার (২৩ মে) সন্ধ্যায় লস এঞ্জেলেস শহরের অদূরে টারজানায় আগ্রা তান্দুরী রেস্টুরেন্টে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সস্ত্রীক রউফকে অভ্যর্থনা দেওয়া হয়।

এসোসিয়েশনের সভাপতি আবুল মুনিমের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক লায়েক আহমেদের সঞ্চালনায় অতিথিকে ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানান এসোসিয়েশনের সাংস্কৃতিক সম্পাদক সুমেন আহমেদ ও ফাতেমা উদ্দিন খুকী।

অনুষ্ঠানে মো. আব্দুর রউফ বলেন, 'আমারা দেশকে রিপ্রেজেন্ট করি নির্দিষ্ট কিছু কর্মসূচির মাধ্যমে, আর আপনারা হচ্ছেন বিদেশের মাটিতে দেশের প্রকৃত প্রতিনিধি, আপনারাই হচ্ছেন জ্ঞানীগুনী, আলোকিত মানুষ। আপনাদের ডেডিকেশন দিয়ে আপনারা স্ব স্ব যায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। হাজার মাইল দূরের পথ থেকে এসে আপনাদের মাঝে কিছু সময় কাটাতে পেরে খুব আনন্দিত।'

তিনি আরো বলেন, 'আমরা যারা আমেরিকায় বসবাস করি, আমরা যেন আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে দেশীয় সংস্কৃতি, ধর্মীয় অনুভূতি, আতিথেয়তা ইত্যাদির সংস্পর্শে রেখে তাদেরকে গড়ে তুলি।'

আব্দুর রউফ জালালাবাদ এসোসিয়েশনের বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন বার্ষিক গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট এওয়ার্ড সিরিমনি, চ্যারিটি ফান্ডের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলায় অবদান রাখা কিংবা অসহায়দের সহায়তা করা, সিনিয়র ডে পালন করা, কমিউনিটির জন্য একটা কবরস্থানের জমি কেনার মহাপরিকল্পনার বিস্তারিত শুনে সাধুবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল হান্নান, বীর মুক্তিযোদ্ধা খায়রুল ইসলাম চৌধুরী লুকু, গোলাম কিবরিয়া, লুৎফর কবির চৌধুরী রুমি, আব্দুল বাছিত, সিনিয়র সহসভাপতি নাসির সৈয়দ জেবুল, সাবেক সভাপতি ও চ্যারিটি কমিটির সদস্য আনোয়ার হোসেন রানা।

আব্দুর রউফ মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলাধীন কারমাকান্দি গ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। রউফ কুলাউড়া নবীন চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক ও মুরারী চাঁদ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ সিলেট থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করে। এরপর বিসিএস পরীক্ষায় অভূতপূর্ব ফলাফল অর্জন করে টিএনও হিসেবে প্রথম সরকারি চাকরিতে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে তিনি কূটনৈতিক হিসেবে ইউরোপের ছয়টি দেশে কর্মরত ছিলেন।

# বিবাহবার্ষিকীর ছবি দিয়ে তোপের মুখে রামাস্বামী

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

এইচ-১বি ভিসা বিতর্কের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূত রাজনীতিক বিবেক রামাস্বামী তাঁর স্ত্রী অপূর্বাকে নিয়ে দশম বিবাহবার্ষিকীতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে একটি আবেগঘন পোস্ট দেন। সেখানে তিনি তাঁদের প্রথম ডেট, একটি তুষারঝড় এবং পরবর্তীতে ফ্ল্যাটটপ মাউন্টেনে ফিরে গিয়ে সেই মুহূর্ত উদযাপনের কথা জানান।

তবে পোস্টটিতে বর্ণবিদ্বেষী ও অভিবাসনবিরোধী মন্তব্য করেছেন নেটিজেনরা। অনেকেই লেখেন—‘ভারতে ফিরে যাও’, ‘তোমাদের দেশে কি পাহাড় নেই?’ এমনকি তাদের গায়ের রঙ নিয়েও কটাক্ষ করা হয়।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়, রামাস্বামী এইচ-১বি ভিসার সমালোচক হলেও, অনেকে অভিযোগ করছেন তিনি নিজেই সেই ব্যবস্থার সুবিধাভোগী। ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে এইচ-১বি বিতর্ক আরও তীব্র হয়েছে, যেখানে একপক্ষ অভিবাসীদের দোষারোপ করছে, আর অন্যপক্ষ বলছে—প্রযুক্তি ও গবেষণায় অগ্রগতির জন্য এই প্রতিভাবানদের প্রয়োজন।

# নেতানিয়াহুকে সতর্ক করলেন ট্রাম্প

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে ইরানে হামলা চালানো থেকে বিরত থাকতে বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কারণ পরমাণু ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে আলোচনা চলমান রয়েছে। এরই মধ্যে ওমান এবং ইতালিতে বেশ কয়েক দফায় দেশ দুটির মধ্যে আলোচনা হয়েছে। সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা ও বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা যায়।

স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের ট্রাম্প জানান, ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে ইরানের ওপর সামরিক হামলা না চালানোর জন্য বলেছেন। তিনি বলেন, ‘আমি নেতানিয়াহুকে বলেছি, এখনই হামলা করা ঠিক হবে না, কারণ আমরা সমাধানের খুব কাছাকাছি চলে এসেছি।’

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
CenterLight
Health System
Anthem
Hamaspik
MANAGED CARE
MetroPlusHealth
S W H
Senior Whole Health
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ
GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

# ফিলাডেলফিয়ায় প্রথম বাংলাদেশি বইমেলা শনিবার

**মোহাম্মদ ইসলাম,** ফিলাডেলফিয়া

বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে প্রবাসে নতুনভাবে তুলে ধরার প্রয়াসে আগামী শনিবার (৩১ মে) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ফিলাডেলফিয়ার ইতিহাসের প্রথম বাংলাদেশি বইমেলা। এই ব্যতিক্রমধর্মী আয়োজনটি হবে ৭১০১ পেনওয়ে স্ট্রিটে, যেখানে সকাল ১১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সাহিত্যপ্রেমীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে দিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠান।

মেলার আয়োজনকারীদের পক্ষ থেকে আহমদ সায়েম বলেন, ‘এই বইমেলা হবে প্রবাসী বাংলাদেশিদের আত্মপরিচয়ের বহিঃপ্রকাশ। আমরা চেয়েছি, এমন এক মঞ্চ তৈরি করতে, যেখানে আমাদের ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রবাহিত হতে পারে।’

তিনি জানান, বইমেলাটিতে প্রায় ৩০টি সংগঠন, লেখক, প্রকাশক ও স্বেচ্ছাসেবক অংশগ্রহণ করবেন। থাকবে বইয়ের মোড়ক উন্মোচন, সাহিত্য আড্ডা, লেখক-পাঠক আলাপচারিতা, কবিতা পাঠ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।

মেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ফিলাডেলফিয়ার স্থাপত্য ও বাংলাদেশের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক তুলে ধরা।

বিশেষ করে লুইস আই কানের নকশায় নির্মিত জাতীয় সংসদ ভবনের উল্লেখ থাকবে এই প্রদর্শনীতে, যা ফিলাডেলফিয়ার একজন স্থপতির হাত ধরে বাংলাদেশের স্থাপত্য-ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে।

আয়োজকরা জানিয়েছেন, এ বিষয়েও থাকবে একটি আলোকচিত্র ও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী।

ফিলাডেলফিয়া বইমেলা ২০২৫-এ স্থানীয় ও জাতীয় গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সংবাদকর্মীরা মেলাটি সরাসরি কভার করার পাশাপাশি লেখক ও অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সুযোগ পাবেন। এই মেলাকে কেন্দ্র করে নিউইয়র্ক, নিউ জার্সি, ওয়াশিংটন ডিসি ও আশপাশের শহর থেকেও সাহিত্যপ্রেমীদের আগমন প্রত্যাশিত।

যদিও এটি ফিলাডেলফিয়ায় প্রথম বাংলাদেশি বইমেলা, তবে আয়োজকরা আশা করছেন, এটি একটি বার্ষিক অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত হবে। স্থানীয় প্রবাসী বাংলাদেশি তরুণদের অংশগ্রহণ, নতুন লেখক-প্রকাশকদের আত্মপ্রকাশ ও নতুন প্রজন্মের মধ্যে বাংলা ভাষার আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে এই আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বাংলা বইমেলা শুধু বইয়ের প্রদর্শনী নয়, এটি একটি আবেগ, একটি সাংস্কৃতিক সংযোগ, যা আমাদের শেকড়ের সঙ্গে প্রবাসের মাটি জোড়া দেয়। শনিবার (৩১ মে) ফিলাডেলফিয়ার মাটিতে ইতিহাস সৃষ্টি করতে চলেছে একটি বইমেলা, যার প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যাবে বাংলাভাষী হৃদয়ে, দেশে ও প্রবাসে।

# মার্কিন নাগরিকদের বক্তব্য ‘সেন্সর’ করলে বিদেশি কর্মকর্তাদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেবে যুক্তরাষ্ট্র

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের বক্তব্য ‘সেন্সর’ করা বা তাঁদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করলে, এর সঙ্গে জড়িত বিদেশি কর্মকতাদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেবে ওয়াশিংটন। যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বুধবার এ সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। নতুন এ নীতির আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা বিদেশি কর্মকর্তাদের নিশানা করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি।

এ ‘সেন্সর’ বলতে কী বোঝানো হচ্ছে, তার কোনো উদাহরণ দেননি রুবিও। ইউরোপীয় মিত্রদের বিরুদ্ধে এরই মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের অভিযোগ এনেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলো ও দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বুধবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার যে সুরক্ষা যুক্তরাষ্ট্র দিয়েছে, তা নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী বিদেশি কর্মকর্তাদের ওপর নতুন ভিসা নিষেধাজ্ঞা নীতি কার্যকর হবে। যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে বসে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে করা পোস্টের জন্য বিদেশি কর্মকর্তারা যে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন বা হুমকি দেন, তা মেনে নেওয়া যায় না।

মার্কো রুবিও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্মগুলোকে ‘বৈশ্বিক আধেয় নিয়ন্ত্রণ নীতি’ মেনে চলতে বলা এবং নিজেদের ক্ষমতার আওতার বাইরে গিয়ে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকা বিদেশি কর্মকর্তাদের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। কিছু বিদেশি কর্মকর্তা যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ও নাগরিকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ নিয়েছেন, যা তাঁদের এখতিয়ারের বাইরে।

ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের মালিকানা প্রতিষ্ঠান মেটা জানিয়েছে, ‘ডিজিটাল সার্ভিসেস অ্যাক্ট’ নামে একটি আধেয় নিয়ন্ত্রণ আইন করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। এ আইনের মাধ্যমে তাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোয় ব্যবহারকারীদের মতামত নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। গত মার্চে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল কমিউনিকেশনস কমিশনের চেয়ারম্যান বলেছিলেন, ওই আইনের মাধ্যমে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর ব্যাপক হারে বিধিনিষেধ আরোপ করা হচ্ছে।

## বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস

# শামীম-অলি পরিষদ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত

**শেখ শফিকুর রহমান**

বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের নতুন নেতৃত্বে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন সভাপতি শামীম আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক শেখ অলি আহাদ। গত ২৫ মে স্ট্রালিন বাংলাবাজারের গোল্ডেন প্যালেস মিলনায়তনে আনুষ্ঠানিকভাবে এ ফল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার মাহবুব আলম ও কমিশনার শামীম মিয়া।

একক প্যানেল থাকায় এবার নির্বাচন না হয়ে ফল ঘোষণা হয়। অনুষ্ঠানে বিজয়ী নেতাদের শুভেচ্ছা জানান সাবেক সভাপতি আব্দুস শহীদ, শাহেদ আহমেদ, সৈয়দা মাহমুদা কবির, বিদায়ী সভাপতি সামাদ মিয়া জাকেরিন, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম, ট্রাস্টি জুনেদ চৌধুরী, উপদেষ্টা আব্দুল মুহিত ও মেহের চৌধুরী প্রমুখ।

নতুন কমিটির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মোস্তাকুর রহমান লিটন, কাজী রবিউজ্জামান ও মো. ফকরুল ইসলাম। সহ সম্পাদক সুরাইয়া আলম লাকি, কোষাধ্যক্ষ হুমায়ন কবির সোহেল, সাংগঠনিক সম্পাদক দিপংকর দেব সুমন, আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক সুরজিত কিশোর দাশ, প্রচার সম্পাদক শেখ শফিকুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মিতুন দেব, যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক রায়হান পারভেজ, ধর্ম ও সমাজসেবা সম্পাদক সফিকুর রহমান, আপ্যায়ন সম্পাদক গোলজার হোসেন, সদস্য সচিব নাজমুল ইসলাম রাসেল ও মহিলা বিষয়ক সম্পাদক জুলি রহমান।

কমিটির সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন বিলাল ইসলাম, আশরাফুল হক চৌধুরী, বিজয় কুমার সাহা, কাজীরুল ইসলাম, জহিরুল ইসলাম, মহিবুল হক, চৌধুরী মোহাম্মদ মুমিত ও ফকরুল ইসলাম চৌধুরী।

হলভর্তি উপস্থিত প্রবাসীদের করতালির মাধ্যমে নবনির্বাচিত নেতাদের শুভেচ্ছা জানানো হয়। এই আয়োজনে একতা ও প্রবাসী সমাজের গণতান্ত্রিক চেতনার দৃঢ় বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

# ভারতে ঋণে জর্জরিত পরিবারের ৭ সদস্যের ‘আত্মহত্যা’

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের পঞ্চকুলায় এক চাঞ্চল্যকর ঘটনায় একই পরিবারের সাত সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, পরিবারটি ব্যাপক ঋণে জর্জরিত ছিল এবং সম্মিলিতভাবে বিষপানে আত্মহত্যা করেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। মৃতদের মধ্যে তিন শিশুও রয়েছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, গতকাল সোমবার রাতে পঞ্চকুলা সেক্টর ২৭-এর একটি ফাঁকা জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখা একটি গাড়িতে ছয়জনের মৃতদেহ পাওয়া যায়। গাড়ীর বাইরে বিষপানরত অবস্থায় ছিলেন ৪২ বছর বয়সী প্রবীণ মিত্তাল। মারা যাওয়া বাকিরা তাঁর বয়স্ক বাবা-মা, স্ত্রী এবং দুই মেয়ে ও ছেলে। প্রবীণ মিত্তাল নিজে গাড়ির বাইরে ফুটপাতে বসে ছিলেন। তিনি স্থানীয়দের জানান, তাঁর পরিবার আত্মহত্যা করেছে এবং তিনিও কিছুক্ষণের মধ্যে মারা যাবেন। স্থানীয়রা দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান, পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁরও মৃত্যু হয়।

সোমবার রাতে দেরাদুনের বাসিন্দা প্রবীণ মিত্তাল তাঁর পরিবারের সঙ্গে পঞ্চকুলায় বাঘেশ্বর ধামের এক আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে দেরাদুনে ফেরার পথে তাঁরা এই চরম সিদ্ধান্ত নেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করেছে, তবে এর বিস্তারিত এখনো প্রকাশ করা হয়নি। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ আর্থিক সংকট এবং বিপুল ঋণকে এই গণআত্মহত্যার প্রধান কারণ হিসেবে দেখছে। জানা গেছে, প্রবীণ মিত্তাল দেরাদুনে একটি ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলসের ব্যবসা চালাতেন এবং তাতে তিনি বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। মৃতদেহগুলো ময়নাতদন্তের জন্য একটি বেসরকারি হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।


**Registered Nurse Required (New Jersey)**

**প্রতিষ্ঠান**: Captor USA Corporation.
**পদ**: Registered Nurse (RN)
**অভিজ্ঞতা**: নতুন বা ১/২ বছর
**স্থান**: Paterson, New Jersey.
Please send your resume at info@captorusacorp.com
Or call us at +1 (973) 553-2690
**আবেদনের শেষ সময়**: ২০/০৭/২০২৪

**আবশ্যক**

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

**পার্টনার আবশ্যক**

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

**পাত্র-পাত্রী চাই**

আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদা নিয়োজিত।
যোগাযোগ:
JIBON SONGI
E-mail: jibonsongi2024.com
Phone: 281-912-7812
713-900-6023

**বেইজমেন্ট ভাড়া**

কুইন্স ভিলেজ ৮৯ এভিনিউ ও ২১২ প্লেস কিউ ০১, ৩৬, ৪৩ এবং ২২ লং আইল্যান্ড এমটিয়ে ক্লোজ টু হিলসাইড ভাড়া হবে। একবেড বাথ বড় লিভিং এপ্রিল থেকে। 718-675-9305

**BASEMENT FOR RENT**

Two bedrooms, kitchen bathroom; Queens Village 89th ave/215th Street. $1600/month. Please contact for details 7187857123

**পাত্রী চাই**

একজন নম্র ভদ্র শিক্ষিত ছেলের জন্য মুসলিম পাত্রী চাই। পাত্রী ডিভোর্স হলেও অসুবিধা নাই। শুধুমাত্র আগ্রহী পাত্রী কনটাক্ট করলে ভাল হয় যোগাযোগ: 929-407-7375

**পাত্র চাই**

ঢাকায় বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবিবাহিত পাত্রীর জন্য ইউএসএ সিটিজেন বা গ্রীন কার্ড ধারী পাত্র চাই। যোগাযোগঃ অভিভাবক +8801713161616 (WhatsApp). E-mail: yousuf.snm@gmail.com

**পাত্রী চাই**

ইউএস সিটিজেন অবিবাহিত চাকুরিরত এমএস ইনিজিনিয়ার ৫ ফুড ৯ ইঞ্চি ৩৩ বছর বয়স্ক ফর্সা পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। নিউইয়র্ক ও ঢাকায় বাড়ি আছে। 929-538-6313, 516-234-8517

**পাত্রী চাই**

নিউইয়র্কে হসপিটালে কর্মরত ৪১ বছর বয়স্ক একজন অবিবাহিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্র ইউএসএ সিটিজেন। ফোন 347-615-6567

**পাত্র আবশ্যক**

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

**পাত্র চাই**

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৬ বছরের হিজাবী, সিটিজেন, গ্র্যাজুয়েট, চাকুরিরত পাত্রীর জন্য ২৮ থেকে ৩২ বছরের নামাজি, অবিবাহিত শিক্ষিত পাত্র চাই। 929-408-7691

**পাত্র চাই**

নিউইয়র্কে জন্ম নেওয়া ফার্মাসিষ্ট মেয়ের জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ফার্মাসিষ্ট বা এটর্নি পাত্র চাই। বয়স ২৯ থেকে ৩৩ এর ভেতরে এবং ইউএস সিটিজেন হতে হবে। একই সাথে নিউইয়র্কে জব থাকতে হবে 347-740-3872

**ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা**

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

**ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন**

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

**পাত্রী চাই**

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, , ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012

**পাত্র চাই**

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ড ধারী পাত্র চাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।
যোগাযোগ:
rbprinceton@yahoo.com
( 732) 841- 2452

**চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স**

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।
**যোগাযোগ: সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১**

**লোক আবশ্যক**

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

**পাত্র চাই**

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

**পাত্র চাই**

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

**পাত্রী চাই**

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

**হিন্দু পাত্র আবশ্যক**

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ )অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

**পাত্র চাই**

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6 ) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই। যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

**পাত্র চাই**

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫”। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

**পাত্র চাই**

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

**মেচম্যাকিং**

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

**জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়**

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

NABANNO
HALAL
FREE WiFi
দেশীয় স্বাদ নবান্নেই
আমরা শতভাগ ফ্রেশ খাবার পরিবেশন করি।
পিকনিক সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং করি।
আমরা সুস্বাদু হালাল চায়নিজ খাবার পরিবেশন এবং ক্যাটারিং করি।
সুসজ্জিত হলে বিয়ে,গায়ে হলুদ, জন্মদিন সহ সকল প্রকার পার্টি ও অনুষ্ঠানের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
DOORDASH
Uber Eats
GRUBHUB
www.nabannorestaurant.com
Nabanno Restaurant
37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372, Phone:718 734 6000

LIBERTY BROKERAGE
GET YOUR TLC INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE
(Black Car, Livery, Taxi, Yellow Cab, Green Cab)
Our Services
TLC Insurance
DMV & TLC Service
TLC Car & Plate Rent
Auto, Home & Business Ins.
TLC Base (Black & Green Cab)
ARIF SHAHRIAR
PRESIDENT & CEO
NYC Office:
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377
Buffalo Office:
170 Kerns Ave, ST #101
Buffalo, NY 14211
Phone: 718-567-5600
info@libertybkg.com, www.libertybkg.com

# বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

মহিউদ্দিন দেওয়ান

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের আমব্রেলা সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করলেন সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান।

সংগঠনের সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম হজ পালনের লক্ষ্যে সৌদি আরবে যাওয়ায় সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম নিউইয়র্কে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করবেন।

সভাপতির অবর্তমানে এই দায়িত্ব পালনে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

এদিকে, সোমবার )২৬ মে) আতাউর রহমান সেলিম সপরিবারে হজ পালনের উদ্দেশ্যে নিউইয়র্ক ত্যাগ করেন। নিউইয়র্ক ত্যাগের পূর্বে তিনি হজের সব আনুষ্ঠানিকতা সঠিকভাবে পালন করতে সকলের কাছে দোয়া চেয়েছেন।

# যুক্তরাষ্ট্রে ফের বিমান দুর্ঘটনা, নিহত ৬

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়েগোতে স্থানীয় সময় গত বৃহস্পতিবার সকালে একটি ছোট বিমান বিধ্বস্ত হয়। এতে এখন পর্যন্ত ৬ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। কর্তৃপক্ষ তাদের পরিচয় নিশ্চিত করতে এবং দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত চালাচ্ছে। স্থানীয় সময় গত শুক্রবার বিকেলে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি বোর্ড (এনটিএসবি) এক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছে, নিহতদের নাম প্রকাশের দায়িত্ব স্থানীয় কর্তৃপক্ষের।

# আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রশংসিত হচ্ছে চলচ্চিত্র ‘এলাইজা’

**বিনোদন প্রতিবেদক**

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের কুইন্সভিত্তিক বাংলাদেশী চলচ্চিত্র নির্মাতা রাজীদ সিজনের নতুন স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘এলাইজা’ সম্প্রতি ১৭তম কিউনি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের পুরস্কার জিতেছে। পুরস্কারটি নিউইয়র্ক এলজিবিটিকিউ কনসোর্টিয়াম ও সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কের পৃষ্ঠপোষকতায় ফেস্টিভ্যালের মূল পুরস্কারের অংশ হিসেবে দেওয়া হয়।

‘এলাইজা’ গত জানুয়ারিতে চলচ্চিত্র উৎসবে মুক্তি পায়। এরইমধ্যে এ ছবিটি একাধিক পুরস্কার জিতেছে। এটি ২৫তম কোনি আইল্যান্ড ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, ম্যাসাচুসেটস ইন্ডিপেন্ডেন্ট চলচ্চিত্র উৎসবে আউটস্ট্যান্ডিং এচিভম্যান্ট এবং দর্শকভোটে সেরা স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের পুরস্কার জিতেছে ফিনিক্স ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে।

এশিয়ান আমেরিকান হেরিটেজ মান্থের অংশ হিসেবে এই স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রটি এই গত মে মাসে আমেরিকা ও কানাডার বেশ কয়েকটি এশিয়ান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হচ্ছে।

চলচ্চিত্রটি নিউইয়র্কে বসবাসরত বাংলাদেশী এক অভিবাসী ও তার পরিবারের গল্পকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়। হায়দার নামের এক প্রবাসী যে হলুদ টেক্সি ক্যাবের মেডালিয়ন বিপর্যয়ের কবলে পরে নিঃস্ব হয়। সে উপলব্ধি করে এই আমেরিকান ড্রিমের পেছনে ছুটতে গিয়ে বরং পুঁজিবাদী সিস্টেমে তাকে প্রতারিত করে। এমন সংকটের সময় সে নিজের পরিবারেই এমন এক কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হয় যা, সে জীবনে কখনো চিন্তাও করে নি। তার একমাত্র মেয়ে ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে বেরিয়ে আসে। হায়দারকে বাধ্য হয়ে তার নিজের সন্তানের প্রতি ভালোবাসার এক চরম পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়।

ইলাইজা চলচ্চিত্র দুই বাংলার স্বনামধন্য অভিনেতাদের স্থান দিয়েছে। তাছাড়া পশ্চিমা অভিনেতাদেরও সুযোগ দিয়েছে। নাট্য ব্যক্তিত্ব এজাজ আলম ও মিথিলা গাজী এবং পশ্চিমবঙ্গের দেবজানী ব্যানার্জি মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেন নিউইয়র্কের থিয়েটার অভিনেতা টিটো গাজী, সামাদ আলমগীর, মীর আজম ও শিল্পী শারমিন আখতার। চলচ্চিত্রটি বাংলা ও ইংরেজিতে নির্মিত।

রাজীদ বলেন, “আমি চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে এমন এক ছবি নির্মাণ করতে চেয়েছি, যেটা আমার নিজের দেশী কমিউনিটির কথা বলবে। কারণ আমরা যদি আমাদের গল্প না বলি, তাহলে অন্য কেউ বলবে সেটা প্রত্যাশাই করা যায় না।”

এমি পুরস্কার প্রাপ্ত চলচ্চিত্র নির্মাতা আন্দ্রিয়া ওয়েজ বলেন, “এই চলচ্চিত্রটি মানুষের মনোবল ও সাহসিকতার উদাহরণ দাঁড় করায়।”

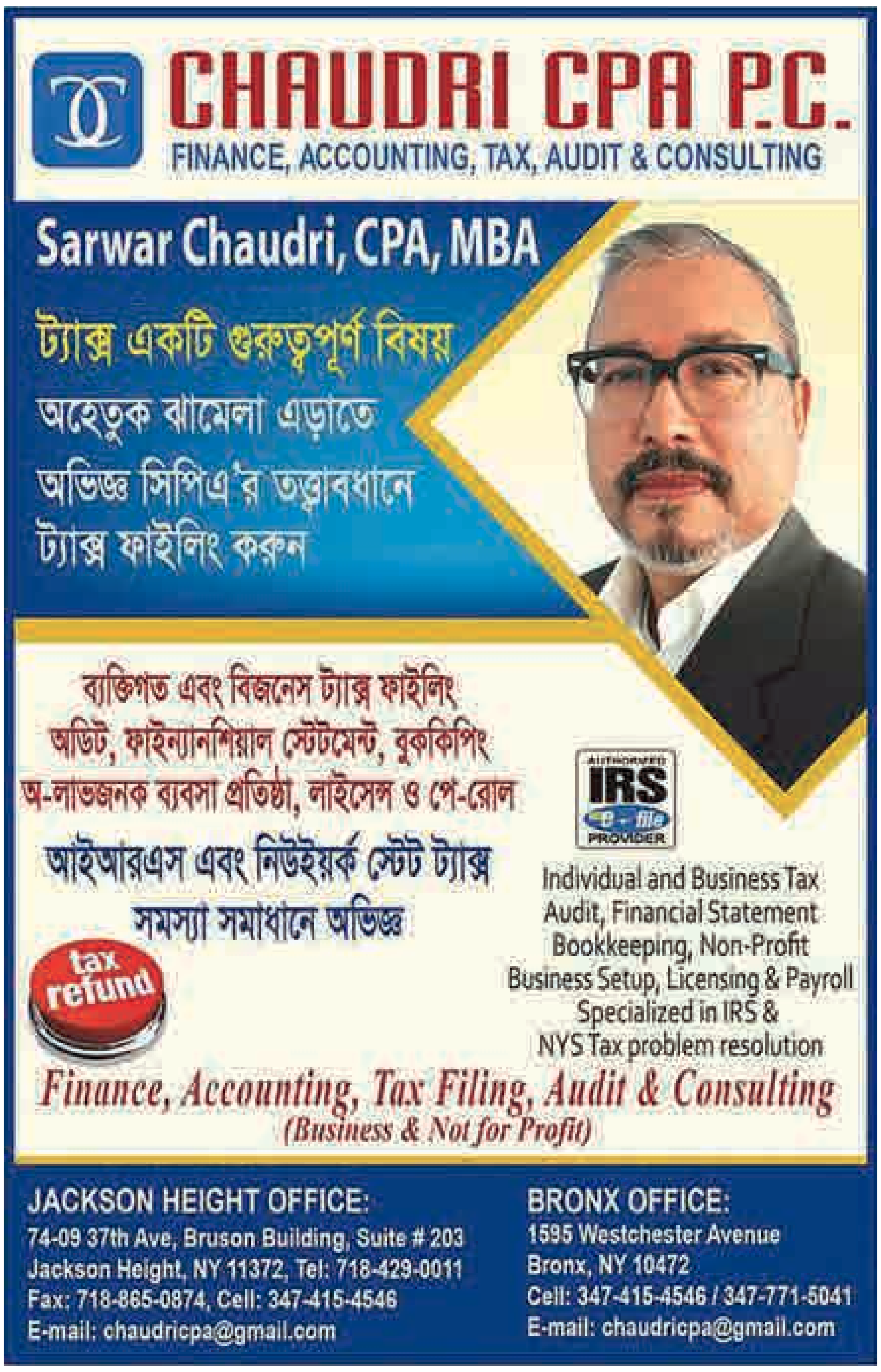

# পাচার হওয়া সম্পদ ফেরাতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা চেয়েছে বাংলাদেশ

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে অবৈধভাবে পাচার হওয়া সম্পদ ফিরিয়ে আনার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অধিকতর জোরদারের আহ্বান জানিয়েছে। জাতিসংঘের সাউথ-সাউথ কোঅপারেশনের উচ্চ পর্যায়ের কমিটির ২২তম অধিবেশনে বক্তব্য প্রদানকালে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী বৈশ্বিক ন্যায়বিচার ও পারস্পরিক বিশ্বাসযোগ্যতার স্বার্থে এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্মিলিত রাজনৈতিক সদিচ্ছার আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রদূত চৌধুরী স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণের জন্য প্রক্রিয়াধীন দেশগুলোর জন্য বর্তমানে বিদ্যমান বিশেষ সুবিধাগুলি দীর্ঘায়িত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী

তিনি বলেন, ‘এই সুবিধাগুলো আকস্মিকভাবে প্রত্যাহার না করে ধাপে ধাপে তুলে নেওয়া উচিত যাতে উত্তরণ প্রক্রিয়া টেকসই ও অপরিবর্তনীয় হয়।’

সালাহউদ্দিন নোমান উন্নয়নশীল দেশগুলোর নিজস্ব সম্পদ আহরণ এবং গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নাগরিক সেবা নিশ্চিত করতে ‘সোশ্যাল বিজনেস’ বা সামাজিক উদ্যোগের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

রাষ্ট্রদূত বলেন, ‘স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য নিরাপত্তা ও নবায়নযোগ্য শক্তির মতো খাতে এই ধরনের উদ্যোগ ইতিবাচক ও গুণগত পরিবর্তন আনতে সক্ষম।’

যুবসমাজকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রধানতম শক্তি হিসেবে উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত তরুণদেরকে উন্নয়ন কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখার প্রতি গুরুত্ব দেন।

তিনি তারুণ্যের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে শিক্ষা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ উদীয়মান প্রযুক্তিখাতে দক্ষতা অর্জনে অধিকতর বিনিয়োগের আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রদূত চৌধুরী উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে আন্তঃসহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি ন্যায়সঙ্গত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক “তিন শূন্যের” বিশ্ব গঠনের প্রতি বাংলাদেশের পরিপূর্ণ সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন।

# যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতার উপর হামলার প্রতিবাদে নিউইয়র্কে সংবাদ সম্মেলন

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

নড়াইলে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা আব্দুল লতিফ সম্রাটের ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে নিউইয়র্কে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (২৬ মে) সন্ধ্যায় যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনসমূহের যৌথ উদ্যোগে এ সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয়। এতে নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে হামলাকারীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

বক্তারা জানান, ১৮ মে নড়াইলের একটি ঘোর-দৌড় প্রতিযোগিতায় অতিথি হিসেবে যোগ দিতে যাওয়ার পথে সম্রাটের গাড়িবহরের ওপর নড়াইল জেলা বিএনপির সভাপতি পরিচয়ধারী জাহাঙ্গির বিশ্বাসের নির্দেশে হামলা চালানো হয়। এ

> ২৬ মে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনসমূহের যৌথ উদ্যোগে এ সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয়।

ঘটনায় সম্রাটসহ কয়েকজন আহত হন, তাদের অর্থ ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং স্থানীয় থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে আব্দুল লতিফ সম্রাট বলেন, আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে নিউইয়র্কে ফিরে চিকিৎসকের শরনাপন্ন হয়েছি। সামনে নিয়মিত থেরাপিও নিতে হবে। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, দলেরই নেতাকর্মীদের দ্বারা প্রবাসী নেতারা আক্রান্ত হচ্ছেন, যা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা গিয়াস আহমেদ বলেন, তারেক রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়েই প্রবাসীরা এলাকায় গিয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হচ্ছেন, অথচ তারা হামলার শিকার হচ্ছেন। তিনি প্রবাসীদের জন্য সংসদে ১০ শতাংশ কোটার দাবি তুলে ধরেন এবং বলেন, তাদের অবদান অবহেলার শিকার হচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, এম এ বাতিন, বাবরউদ্দিন, কাজী আজম, জসীম ভ’ইয়া, মীর মশিউর রহমান, সায়েম রহমান, মাজহারুল ইসলাম জনি, শাহাদৎ হোসেন রাজুসহ যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

# মার্কিন প্রতিবেদনের তথ্য নাকচ চীনা রাষ্ট্রদূতের

**বাংলাদেশে সামরিক উপস্থিতি**

**ঢাকা ডেস্ক**

বাংলাদেশে চীনের সামরিক উপস্থিতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্য নাকচ করে দিয়েছেন ঢাকায় চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। তিনি বলেছেন, প্রতিবেদনে বাংলাদেশে চীনের সামরিক উপস্থিতির তথ্য ‘সত্য নয়’।

বাংলাদেশ থেকে চীনে প্রথমবারের মতো পাঠানো আমের চালান নিয়ে বুধবার দুপুরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ মন্তব্য করেন ইয়াও ওয়েন। হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ওই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে ঢাকার চীনা দূতাবাস।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থা ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির (ডিআইএ) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, বাংলাদেশসহ বিশ্বের বেশ কিছু দেশে সামরিক উপস্থিতি বিবেচনা করছে চীন। এ তালিকায় বাংলাদেশ ছাড়াও রয়েছে মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কিউবা, কেনিয়া, গিনি, সেশেলস, তানজানিয়া, অ্যাঙ্গোলা, নাইজেরিয়া, নামিবিয়া, মোজাম্বিক, গ্যাবন, পাপুয়া নিউগিনি, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ ও তাজিকিস্তান।

যুক্তরাষ্ট্রের ওই প্রতিবেদনের বিষয়ে জানতে চাইলে ইয়াও ওয়েন বলেন, ‘ওই প্রতিবেদনের তথ্য সত্য নয়। আমাদের এ ধরনের কোনো উদ্দেশ্য নেই। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মিয়ানমারের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক রয়েছে। আমরা আমাদের বন্ধুত্বের ওপর জোর দিয়ে যাচ্ছি।’

রাষ্ট্রদূত বলেন, ‘চীনের সামরিক উপস্থিতি থাকার কোনো প্রয়োজন আমি দেখি না। আর এটার জন্য আমাদের আমন্ত্রণও জানানো হয়নি। আমি জানি না এ প্রতিবেদনের উৎস কী। তবে আমি বলতে চাই, এটি সত্য নয়।’

এদিকে আগামী শনিবার চীনের বাণিজ্যমন্ত্রী ওয়াং ওয়েনতাওয়ে ঢাকায় আসছেন। চীনা বাণিজ্যমন্ত্রীর সফরে দেশটির সঙ্গে কিছু সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হওয়ার তথ্য জানিয়েছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন।

বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, প্রধান উপদেষ্টার চীন সফরের পর চীনা বাণিজ্যমন্ত্রী একটি বৃহত্তর বিনিয়োগ প্রতিনিধি নিয়ে আগামী শনিবার বাংলাদেশ সফর আসছেন। তাঁরা বিনিয়োগ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করবেন। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) সঙ্গে বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেবেন। তাঁর সঙ্গেও চীনা বাণিজ্যমন্ত্রীর বৈঠক হবে। এ সময় কিছু সমঝোতা স্মারক সই হবে।

শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, ‘বাংলাদেশের ব্যবসার সঙ্গে চীনের ব্যবসার একটা সংযোগ সৃষ্টি হবে। বাণিজ্যিক কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে, বাণিজ্য–ঘাটতি কমানোর উদ্দেশ্যে আমরা বেশ কিছু বিষয় চিহ্নিত করেছি, যার ওপর ভিত্তি করে আমরা এমওইউ স্বাক্ষর করব।’

# নিউইয়র্কে সর্বনিম্ন মজুরি ২০ ডলারে উন্নীত করার ঘোষণা অ্যান্ড্রু কুমোর

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

অ্যান্ড্রু কুমো

নিউইয়র্ক সিটি মেয়র পদে প্রার্থী ও রাজ্যের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমো নির্বাচিত হলে শহরের সর্বনিম্ন মজুরি প্রতি ঘণ্টায় ২০ ডলারে উন্নীত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বুধবার (২৮ মে) ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল অব কার্পেন্টার্সের সদর দপ্তরে আয়োজিত এক নির্বাচনী সমাবেশে তিনি এই ঘোষণা দেন।

শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়ার বাস্তবতা তুলে ধরে কুমো বলেন, নিউইয়র্ক সিটি এখন আর সাধারণ মানুষের জন্য বসবাসযোগ্য নয়। গত পাঁচ বছরে এই শহর ছেড়ে চলে গেছেন প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ। কারণ তারা এখানে টিকে থাকতে পারছেন না। এটা অন্যায়। মজুরি বৃদ্ধিই হবে নগরবাসীর ক্রয়ক্ষমতা ও মর্যাদার পুনর্দাবি।

এই প্রতিশ্রুতি ছাড়াও কুমোর বক্তব্যে উঠে আসে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতির কথা। তিনি জানান, নিউইয়র্ক সিটিকে বসবাসযোগ্য করে তুলতে আগামী দশ বছরে ৫ লক্ষ সাশ্রয়ী আবাসন নির্মাণ করা হবে। পাশাপাশি থাকবে বিনামূল্যে প্রাথমিক শিশু যত্ন, পরিবহন ব্যয়ে সহায়তা এবং ট্যাক্স হ্রাসের উদ্যোগ।

কুমো বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন অর্থনৈতিক বিলের কড়া সমালোচনা করেন, যেখানে মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্প প্রোগ্রামে বাজেট কাটছাঁটের কথা বলা হয়েছে। তার ভাষায়, ওয়াশিংটন শ্রমজীবীদের পাশে নেই, তাই আমাদেরই নিজেদের রক্ষা করতে হবে।

# আরব অভিবাসীদের

শেষ পৃষ্ঠার পর

সিরিয়া ছিল আরব বিশ্ব থেকে আগত মানুষের একটি সংস্কৃতিবান্ধব কেন্দ্র। যেখানে আরবি ভাষার পত্রিকা, মুদি দোকান এবং ঐতিহ্যবাহী খাবারের সুবাসময় বাজার ছিল। এই সবই ঐ অঞ্চলের মানুষের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক পরিচয়ের সাক্ষ্য বহন করে।

আসাদ দানদিয়া আরও জানান, রবার্ট মোজেসের আধুনিক নগর উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে হিউ লে. কেরি টানেল নির্মাণের সময় সরকারি অধিগ্রহণের মাধ্যমে লিটল সিরিয়ার শতবর্ষ পুরনো বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। যা এক সময়ের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রকে নিঃশেষ করে দেয়।

লিটল সিরিয়ার ঐতিহাসিক গুরুত্বের এক দৃষ্টান্ত হলো নিউইয়র্ক শহরের বিখ্যাত ‘ওয়াল স্ট্রিট’। এটি ছিল যখন ডাচ উপনিবেশিকদের নির্মিত প্রতিরক্ষা প্রাচীর। যা ব্রিটিশ শাসন ও স্থানীয় আদিবাসীদের আক্রমণ থেকে শহরকে রক্ষা করতো। আসাদ দানদিয়া বলেন, ওয়াল স্ট্রিট শুধু অর্থনৈতিক কেন্দ্র নয় বরং এই শহরের গড়নে থাকা প্রতিরোধ ও অভিবাসনের গল্পের প্রতীক।

এদিকে বর্তমানে নিউইয়র্কের আরব-মুসলিম সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতা হিসেবে জোহরান মামদানির নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি উগান্ডা, ভারত ও আমেরিকায় বেড়ে ওঠা একজন সমাজতান্ত্রিক অ্যাসেম্বলি সদস্য। মামদানির নেতৃত্বে এই সম্প্রদায় নতুন করে শক্তিশালী হচ্ছে এবং তারা ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে সামনে রেখে নতুন প্রজন্মকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করছে।

নিউইয়র্কের মুসলমানরা মনে করেন, লিটল সিরিয়ার মতো স্থানগুলো ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষার ক্ষেত্রে সকলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা উচিত। আধুনিক বিশ্বে যখন বহু সাংস্কৃতিক পরিচয় বিলুপ্তির ঝুঁকিতে পড়ছে তখন এই ইতিহাস সংরক্ষণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তারা জোহরান মামদানির হাত ধরে আবারও মুসলমানদের পুনর্জাগরণের আশায় বুক বাঁধছেন।

# মেডোব্রুক মর্টগেজের

শেষ পৃষ্ঠার পর

সহযোগিতা ও ভালোবাসা ছাড়া আমি এই সফলতা অর্জন করতে পারতাম না। আমি সবসময় ক্লায়েন্টদের আমার পরিবারের সদস্য মনে করি। তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা। তিনি আরও বলেন, “বাড়ি কেনা প্রতিটি মানুষের জন্য একটি স্বপ্ন। আমি ক্লায়েন্টদের সব প্রশ্ন মনোযোগ দিয়ে শুনি এবং তাদের প্রতিটি উদ্বেগ ও আগ্রহকে সম্মান করি।”

আকিব জানান, বিশেষ করে বাংলাদেশি ইমিগ্রান্টরা তার প্রতিষ্ঠানের উপর আস্থা রাখেন। তিনি বলেন, “আমরা তাদের জন্য বাড়ি কেনার প্রক্রিয়াকে সহজ করে তুলি। চলতি বছরে ২৫ মিলিয়ন ডলারের ৭৫টি মর্টগেজ লোন ক্লোজ করেছি, যার স্বীকৃতি হিসেবেই এ পুরস্কার।”

নিউইয়র্কে বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে মেডোব্রুক মর্টগেজ ইতোমধ্যেই একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ঋণের ধরন নির্বাচন থেকে শুরু করে ডাউন পেমেন্ট পরিকল্পনা ও ইন্টারেস্ট রেট নির্ধারণ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে গ্রাহককে পাশে পায় প্রতিষ্ঠানটি।

# শহরে নিরাপদ ও আনন্দময়

শেষ পৃষ্ঠার পর

কার্যক্রম বাড়ানো সহ অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধ এবং মাদকাসক্ত চালকদের থামাতে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

সোমবার মে ২৬, কমিউনিটি অপ:এড-এ অ্যাডামস্ বলেন, 'গ্রীষ্মকালের অপরাধ প্রবণতার মধ্যেও আমরা নিউ ইয়র্ককে আমেরিকার সবচেয়ে নিরাপদ বড় শহর হিসেবে রাখব। আমরা সাবওয়ে, জলপথ এবং আকাশপথে এনওয়াইপিডি'র এর উপস্থিতি বাড়াচ্ছি এবং মাদকাসক্ত চালকদের সরিয়ে দেওয়ার বিষয়ে অতিরিক্ত সতর্ক থাকছি। এনওয়াইপিডি'র নতুন "কোয়ালিটি অফ লাইফ" বিভাগ গ্রীষ্মকালীন সাধারণ সমস্যাগুলো -যেমন অতিরিক্ত শব্দ, অবৈধ মোপেড ও 'এটিভি'র বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে।'

তবে জননিরাপত্তা শুধু পুলিশি ব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অ্যাডামস্ চান, তরুণরা আনন্দ করুক এবং প্রসাশনের পূর্বপ্রস্তুতিমূলক উদ্যোগগুলো যেন তাদের জন্য সারা গ্রীষ্মে কার্যকর হয়। তাই সন্ধ্যার সময় তরুণদের জন্য কার্যক্রম বাড়ানো হচ্ছে, বিশেষ করে ‘স্যাটারডে নাইট লাইটস’ প্রকল্পের মাধ্যমে। এখন ১৩৬টি খেলাধুলার স্থান সপ্তাহান্তে শনিবার ও রবিবার — রাত ১১টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।ইতোমধ্যেই পাবলিক সৈকতগুলো খুলে দেয়া হয়েছে। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত লাইফগার্ড দায়িত্ব পালন করছেন এবং লাইফগার্ড অনুপস্থিত বা বন্ধ অংশে সাঁতার কাটা নিষিদ্ধ। স্রোতের টান সবসময়ই সম্ভব, তাই সবাইকে নিয়ম মেনে চলার অনুরোধ জানান অ্যাডামস্। এছাড়াও, হাঙ্গরের গতিবিধি নজরদারির জন্য আকাশ থেকে ড্রোন ব্যবহার নিযুক্ত করেছেন বলে জানান তিনি।

অ্যাডামস্ বলেন, 'আপনারা জানেন, গ্রীষ্ম মানেই তাপপ্রবাহ। আর চরম তাপদাহ হলো আমাদের শহরের সবচেয়ে প্রাণঘাতী আবহাওয়া-সম্পর্কিত বিপদ। প্রতি বছর গড়ে ৫০০-রও বেশি নিউ ইয়র্কার তাপজনিত কারণে মারা যান। তাই আমরা অনুরোধ করছি, চরম তাপ সম্পর্কে সচেতন ও প্রস্তুত থাকুন। আগে থেকেই আপনার নিকটবর্তী শীতল স্থান নির্ধারণ করুন, হোক তা বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়ের ঘর, কোনো শপিং মল, জাদুঘর, কিংবা সরকারি কুলিং সেন্টার(যেমন পাবলিক লাইব্রেরি)। প্রতিটি বোরোতেই পোষ্যবান্ধব কুলিং সেন্টার আছে, তাই দয়া করে আগে থেকেই পরিকল্পনা করে রাখুন যেন সবাই নিরাপদ থাকতে পারেন।'

তিনি আরো বলেন, 'সিটি’র ফ্রি ইমার্জেন্সি নোটিফিকেশন সিস্টেম Notify NYC-তে সাইন আপ করুন, এটি আবহাওয়া ও বায়ু মানের আপডেট দেবে। এই ওয়েবসাইটটি অন্যান্য চরম আবহাওয়া, যেমন হারিকেন, ট্রপিক্যাল ঝড় এবং আকস্মিক বন্যার ক্ষেত্রেও তথ্য প্রদান করে। আপনি চাইলে airnow.gov ওয়েবসাইটেও আপনার এলাকার বায়ুমানের তথ্য জানতে পারবেন।'

অগ্নি নিরাপত্তাও গ্রীষ্মকালীন নিরাপত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রতি বছর হাজার হাজার অগ্নিকাণ্ড হয় বারবিকিউ গ্রিল থেকে। এর অনেকগুলোই ঘটে যখন শীত শেষে প্রথমবার প্রোপেন গ্রিল ব্যবহার করা হয়। তাই গ্রিল ব্যবহারের আগে অবশ্যই প্রি-সিজন নিরাপত্তা পরীক্ষা করার পরামর্শ দেন তিনি। তিনি বলেন, 'ছাদে বা মাল্টি-ইউনিট বিল্ডিংয়ে গ্রিল নিষিদ্ধ। পোর্টেবল ফায়ারপ্লেস, প্যাটিও হার্থ, ফায়ার পিট এবং সব ধরণের আতশবাজিও নিউ ইয়র্ক সিটিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ — এগুলো বড় ধরনের নিরাপত্তা ঝুঁকি এবং পরিবেশের ক্ষতি করে। গ্রীষ্মকালে বিদ্যুৎ বিভ্রাট রোধে অতিরিক্ত বৈদ্যুতিক ব্যবহার এড়িয়ে চলুন। এসির তাপমাত্রা ৭৮° এ সেট করুন, জানালার পর্দা টানুন, বড় যন্ত্রপাতি কম ব্যবহার করুন, এবং অব্যবহৃত যন্ত্রপাতি আনপ্লাগ করে রাখুন।'

গরমে ঠান্ডা থাকার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো পানিতে থাকা। শহরের পাবলিক সুইমিং পুলগুলো ২৭ জুন থেকে খুলবে। হাইড্র্যান্ট দিয়ে খেলা এখনো নিউ ইয়র্ক সিটির ঐতিহ্য — তবে অবশ্যই ফায়ারহাউস থেকে অনুমোদিত স্প্রে ক্যাপদিয়ে করতে হবে। ভুলভাবে হাইড্র্যান্ট খোলা হলে প্রতি মিনিটে ১,০০০ গ্যালনেরও বেশি পানি নষ্ট হয়। স্প্রে ক্যাপ ব্যবহারে পানির প্রবাহ নিরাপদভাবে ২৫ গ্যালন/মিনিটে সীমিত থাকে, যা এখনও যথেষ্ট প্রশান্তি দিতে পারে। স্প্রে ক্যাপ পেতে ১৮ বছরের বেশি বয়সী কোনো প্রাপ্তবয়স্ক উপযুক্ত পরিচয়পত্রসহ স্থানীয় ফায়ারহাউসে যেতে পারেন বলে জানান অ্যাডামস্।

অ্যীডানস্ বলেন, 'আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হলো — এই গ্রীষ্মে নিউ ইয়র্ক শহরে আপনি যেন নিরাপদ এবং আনন্দময় সময় কাটাতে পারেন তা নিশ্চিত করা।'

# বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের সভা

**শেখ শফিকুর রহমান**

বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৭ মে) ব্রঙ্কসের স্ট্রালিন বাংলাবাজারের গোল্ডেন প্যালেসের মিলনায়তনে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি শামীম আহমেদ। সাধারণ সম্পাদক শেখ অলি আহাদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে কোরআন তেলাওয়াত করেন নাজমুল ইসলাম রাসেল ও গীতা পাঠ করেন বিজয় কুমার সাহা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সহসভাপতি কাজী রবিউজ্জামান ও মোস্তাকুর রহমান লিটন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুরাইয়া আলম লাকি, সাংগঠনিক সম্পাদক

দীপংকর দেব সুমন, প্রচার সম্পাদক শেখ শফিকুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ হুমায়ন কবির সোহেল, আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক সুরজিত কিশোর দাশ, যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক রায়হান পারভেজ, দপ্তর সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, সাদস্যিক সম্পাদক নাজমুল ইসলাম রাসেল, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক জুলি রহমান, সদস্য বিলাল ইসলাম, বিজয় কুমার সাহা, জহিরুল ইসলাম, মহিবুল হক, চৌধুরী মোহাম্মদ মুমিত।

সভায় উপস্থিত সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে আগামী ২৭ জুন অভিষেক অনুষ্ঠান আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

# মেয়র মার্টি স্মলের সমর্থনে মহিলা সমাবেশ

**সুব্রত চৌধুরী,** নিউ জার্সি

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে মেয়র মার্টি স্মলের সমর্থনে মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২২ মে) বিকালে আটলান্টিক সিটির ২৭০৯ ফেয়ারমাউন্ট এভিনিউর বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। আগামী ১০ জুন অনুষ্ঠিতব্য আটলান্টিক সিটির প্রাইমারি নির্বাচনে মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বর্তমান মেয়র মার্টি স্মলের সমর্থনে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মিমি নিমবো ও আফিয়া নাসরিনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সিটির বিভিন্ন কমিউনিটির মহিলারা অংশ নেন। সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মার্টি স্মল আগামী ১০ জুন অনুষ্ঠেয় প্রাইমারি নির্বাচনে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে মেয়র পদে তাকে ও তার প্যানেলে কাউন্সিল এট লার্জ প্রার্থী স্টিফেনি মার্শাল, প্যাটিসিয়া বেইলি ও সোহেল আহমেদকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার জন্য আহ্বান জানান।

উৎসবের মাঝে অগ্নিকাণ্ড

# নিউ রিভারে নৌকায় বিস্ফোরণ, তদন্ত শুরু

**বিশেষ প্রতিনিধি**

যুক্তরাষ্ট্রে মেমোরিয়াল ডে উপলক্ষে ফোর্ট লডারডেলের নিউ রিভার ট্রায়াঙ্গল এলাকায় একটি নৌকায় ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে নৌকাটিতে থাকা একাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে ইউএস কোস্ট গার্ড।

কোস্ট গার্ড সূত্রে জানা গেছে, সোমবার (২৬ মে) বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিটের দিকে এই বিস্ফোরণ ঘটে। দুর্ঘটনাকবলিত নৌকাটিতে ওই সময় ১৩ জন যাত্রী ছিলেন।

ঘটনার পরপরই আহতদের জরুরি চিকিৎসাসেবা কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। তবে কতজন আহত হয়েছেন এবং তাদের আঘাতের ধরন কেমন, সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানায়নি কর্তৃপক্ষ।

কোস্ট গার্ড সামাজিক মাধ্যমে জানায়, একাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তদন্ত চলছে।

এই দুর্ঘটনার পাশাপাশি আরও একটি দুঃখজনক ঘটনার কথা জানিয়েছে পুলিশ- টেক্সাসে এক ১৮ বছর বয়সী কায়াক চালককে হিট-অ্যান্ড-রান আকারে একটি জেট স্কি ধাক্কা দিয়ে মারাত্মক আহত করে, যা পরবর্তীতে তার মৃত্যু ঘটে।

মেমোরিয়াল ডের ছুটিতে আনন্দমুখর পরিবেশে এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা এলাকাবাসী ও পর্যটকদের মধ্যে শোকের ছায়া ফেলেছে। এডিটেড বাই মোহাম্মদ আলী

# রকেটের তীব্র শব্দে 'ভূমিকম্পের মতো কাঁপল' ক্যালিফোর্নিয়া

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

বিশ্বের শীর্ষ ধনকুবের ইলন মাস্কের নিয়ন্ত্রণাধীন রকেট প্রস্তুতকারক সংস্থা স্পেসএক্সের একটি মহাকাশযানের কারণে সৃষ্ট তীব্র শব্দের কম্পনের কারণে পুরো ক্যালিফোর্নিয়াই যেন ভূমিকম্পের মতো কেঁপে উঠেছিল। মূলত রকেটটি মহাশূন্য থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার বায়ুমণ্ডলে পুনরায় প্রবেশের সময় সনিক বুম তৈরি করায় এমনটা ঘটে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকে প্রথমে এটিকে ভূমিকম্প বলে ভুল করেন। এমনকি একজন তো বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে বলেও ভেবেছিলেন।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউজউইকের খবরে বলা হয়, স্থানীয় সময় গতকাল শনিবার গভীর রাতে লস অ্যাঞ্জেলেসসহ ক্যালিফোর্নিয়ার বিভিন্ন অংশে এই সনিক বুম শোনা যায়। ভিডিওতে রাতের আকাশে একটি লালচে-হলুদ রেখা দেখা যায় এবং এর সঙ্গে একটি বিকট শব্দও শোনা যায়।

স্পেসএক্সের 'ড্রাগন' মহাকাশযানটি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে রসদ নিয়ে ফিরছিল। এ সময় এটির গতি শব্দের গতির চেয়ে অনেক বেশি ছিল। স্পেসএক্স আগে থেকেই সতর্ক করেছিল যে, মহাকাশযানটি স্থানীয় সময় রাত ১০টা ৪৪ মিনিটে সান ডিয়েগোর কাছে প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণের আগে একটি সংক্ষিপ্ত সনিক বুম তৈরি করতে পারে।

# দেশি শিক্ষার্থীদের হার্ভার্ডে নিষেধাজ্ঞা: আমেরিকান উচ্চশিক্ষায় নতুন ধাক্কা

**রোকেয়া দীপা**

যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাম্প প্রশাসন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ভর্তি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এর ফলে ১৪০টির বেশি দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য আপাতত হার্ভার্ডের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

এই সিদ্ধান্ত এসেছে হার্ভার্ডের 'স্টুডেন্ট অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ভিজিটর প্রোগ্রাম' বাতিলের পর। এই কর্মসূচির আওতায় বিদেশি শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট ভিসার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনার সুযোগ পেতেন।

যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র সচিব ক্রিস্টি নোম হার্ভার্ড কর্তৃপক্ষকে পাঠানো এক চিঠিতে লিখেছেন, 'আপনারা বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্য দেননি। পাশাপাশি, ক্যাম্পাসে ইহুদি শিক্ষার্থীদের জন্য অনিরাপদ পরিবেশ তৈরি হয়েছে। "বৈচিত্র্য, সমতা ও অন্তর্ভুক্তি" নীতিমালার আড়ালে হামাসপন্থী মনোভাব ও বর্ণবাদ প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। এসব কারণে এই সুবিধা বাতিল করা হয়েছে।'

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় এই সিদ্ধান্তকে 'অবৈধ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ' উল্লেখ করে বলেছে, 'আমরা আমাদের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ও গবেষকদের পাশে আছি। তাঁরা আমাদের শিক্ষা ও গবেষণাকে সমৃদ্ধ করেন। এই সিদ্ধান্ত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের জন্য গভীর ক্ষতির কারণ হবে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক অফিস শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে অনুরোধ করেছে, যেন তাঁরা পরিস্থিতি নিয়ে দুশ্চিন্তা না করেন এবং নতুন নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করেন।

# পেনি উৎপাদন বন্ধ, বছরে সাশ্রয় ৫৬ মিলিয়ন ডলার

**বিশেষ প্রতিনিধি**

দীর্ঘ ২৩৩ বছরের ইতিহাসের অবসান ঘটাতে চলেছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির অর্থ মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছে, আগামী বছর থেকে আর তৈরি করা হবে না এক সেন্টের মুদ্রা—অর্থাৎ পেনি। যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রা ইতিহাসে এটিকে ধরা হচ্ছে এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত হিসেবে।

এই সিদ্ধান্তের পেছনে রয়েছে উৎপাদন ব্যয় ও প্রেসিডেন্টের সরাসরি হস্তক্ষেপ। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প লেখেন, 'একটি পেনি বানাতে খরচ হচ্ছে ৩ দশমিক ৬৯ সেন্ট—এটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অপচয়।' এরপরই তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেন এই 'অলাভজনক মুদ্রা' বন্ধ করতে।

কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধির কারণে একটি পেনি তৈরিতে শুধু ২০২৪ অর্থবছরেই পেনি উৎপাদনে সরকার লোকসান গুনেছে ৮৫ দশমিক ৩ মিলিয়ন ডলার।

ভিজিট (B1B2), ষ্টুডেন্ট (F1), ট্রানজিট (C1) বা অন্য যে-কোন ভিসায় কিংবা বর্ডার (EWI) দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ

এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি

নিউ ইয়র্কে সম্পূর্ণ বিনাখরচে (ভিজিটরসহ অন্য যে-কোন আনডকুমেন্টেডদের) চিকিৎসা সুবিধে পেতে মেডিকেল ইন্সুরেন্স

E2 | EB3 | L1A | EB5 | SIJS | VAWA | POLITICAL ASYLUM

আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে।

আমরা গ্রীনকার্ড এবং সিটিজেনশীপ এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতার পরও ২ বছরের 'কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ড' থেকে 'কন্ডিশন' রিমোভ করে গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে- নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।

এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ

ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।

আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।

আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন - গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে

Old Club Man Corporation
www.oldclubman.com
(212) 814-4068
16222 87th Road, JAMAICA, NY 11432

# প্রশ্ন নয়, জানতে চাই

আবদুল্লাহ জোয়ারদার

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের বয়স ৯ মাস পূর্ণ হয়েছে। মেঘে মেঘে বেলা অনেক হয়েছে। ৯ মাস যুদ্ধ করে আমরা স্বাধীন হয়েছি। প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গী অনেক হয়েছেন। তাঁরা প্রশাসনিকভাবে অনেকটা অভিজ্ঞ হয়ে উঠছেন। প্রথম দিকে তাঁদের নিয়ে নানা কথা থাকলেও মানুষ ভালো কিছু দেখতে চেয়েছিল। তবে বর্তমানে তাদের নিয়ে অনেক প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। যেসব প্রশ্নের উত্তর জনগণ চায়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন শেখ হাসিনার সাড়ে ১৫ বছরের সরকারের সময় একটা নিয়ম হয়ে গিয়েছিল যে, প্রধানমন্ত্রী বিদেশ সফর করলে গণভবনে সংবাদ সম্মেলন করা হতো।

সেখানে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সফরের সময়ের কার্যক্রম সম্পর্কে একটা লিখিত বিবরণ দিতেন। তারপর সাংবাদিকেরা তাঁকে প্রশ্ন করতে পারতেন। অবশ্য সে প্রশ্নকারীরা ছিলেন সরকারের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত। প্রশ্নও করা হতো তেলবাজির মতো। আমাদের শুনতে খারাপ লাগলেও সেসব প্রশ্ন শেখ হাসিনার বেশ ভালো লাগত। কোনো ভিন্নমতের সাংবাদিক গণভবনে যাওয়ার সুযোগ পেতেন না। ওই সাংবাদিকদের সে সময়ের ভূমিকা সম্পর্ক তখন তেমন একটা জানতে পারা যেত না, কারণ কেউ প্রধানমন্ত্রীর বিরাগভাজন হতে চাননি। হাসিনার পতনের পর সেইসব তেলসমৃদ্ধ প্রশ্নকারী সাংবাদিকের অর্থ-সম্পদ সম্পর্ক নানা তথ্য এখন দেশ-বিদেশের মিডিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কয়েক বছর ধরে সয়াবিন তেলের দাম নিয়ে একটা তেলেসমাতি কারবার ঘটে যাচ্ছে দেশে। কিছুদিন পরপরই সয়াবিন তেলের সরবরাহ কমিয়ে দেয় ৭-৮টা কোম্পানি। পরে ট্যারিফ কমিশনে দেনদরবার করে দাম বাড়ায়। টিপু মুনশি বাণিজ্যমন্ত্রী থাকাকালে বৈঠক শেষে বলতেন, দাম আর বাড়বে না। কিন্তু দেখা যেত ওই বৈঠকের পরপরই দাম বাড়িয়ে দিত মিলমালিকেরা। তখন সরকারের পক্ষ থেকে তেমন একটা উৎকণ্ঠা দেখা যেত না। কারণ, মন্ত্রীদের সততা সব সময়ই প্রশ্নবিদ্ধ। মিলমালিকেরা দাম বাড়ার অজুহাত দিতেন কোনো সময় আন্তর্জাতিক বাজার, কখনো যুদ্ধ, কখনো ফলন ভালো হয়নি, কখনো ডলারের দাম বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি। বর্তমান সরকারও যদি এসব মিলমালিকের কাছে জিম্মি হয়ে যায়, তাহলে মানুষ যাবে কার কাছে। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হলে সারা বিশ্বে খাদ্যপণ্যের দাম নিয়ে একটা অস্থিরতা দেখা দেয়। তখন দেশের কয়েকটি কোম্পানি বিপুল পরিমাণ গম-সয়াবিন আমদানি করে। তারপর তারা একের পর এক দাম বাড়িয়ে যেতে থাকে। সরকারও মিলমালিকদের পক্ষে নানা কথা বলতে থাকে। তখন ময়দা দিয়ে যেসব খাদ্যপণ্য তৈরি হয়, সেসবের দাম দ্বিগুণ হয়ে যায়। সাধারণ হোটেলের একটি পরাটা ৫ টাকা থেকে ১০ টাকা হয়ে যায়, যা আর কমেনি। কিন্তু আটা-ময়দার দাম এখন আন্তর্জাতিক বাজারে অনেক কমেছে।

কিন্তু বেকারি ও অন্যান্য পণ্য এখনো সেই জায়গায় রয়ে গেছে। অস্বাভাবিক অর্থ মুনাফা করায় হাতে গোনা কয়েকটি কোম্পানির হাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ এসে যায়। তারা আরও অপরিশোধিত সয়াবিন আমদানি করে। তারপর দাম বাড়িয়ে যাচ্ছে এখন পর্যন্ত। সয়াবিন তেলের দাম বাড়তে বাড়তে যদি ৩০০ টাকা হয়, তাহলেও আমরা আশ্চর্য হব না! এদের কাছে সরকার জিম্মি হয়ে পড়েছে। বাণিজ্য উপদেষ্টা মিলমালিকদের অনুকূলে যে সাফাই গেয়েছেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি হিসাব করে দেখিয়েছেন সয়াবিন তেলের দাম লিটার ১৯৭ টাকা হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ভোক্তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ১৮৯ টাকা নির্ধারণ করেছেন! সয়াবিনের দাম বেশি হওয়ায় দেশে সরিষার তেলের দাম অনেক বেশি এবার। এখন অনেকে সরিষা আবাদ ও তেল খেতে শুরু করেছেন। সয়াবিন তেলের উপকারিতা সম্পর্কে বয়ান এখন আর কেউ কানে নেয় না।

২. ছাত্রনেতাদের অর্থদাতা কারা: জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্রদের সম্পর্কে প্রথমে নানা গুঞ্জন শোনা যেত। এখন সেসব গুঞ্জন বাস্তবে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় তাঁদের তদবির করা নিয়ে নানা তথ্য মিডিয়ায় আসছে। বিশেষ করে তাঁদের অর্থবিত্ত সম্পর্কে যেসব ছবি ও সংবাদ ছাপা হয়েছে, তা রীতিমতো আমাদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। তাদের লাইফস্টাইল, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, কথাবার্তা মানুষ সাদা চোখেই দেখতে পাচ্ছে। এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম তো বলেই ফেললেন বাংলাদেশজুড়ে অনেক সম্পদশালী ব্যক্তি তাঁদের দলকে অর্থ দিয়ে সহায়তা করছেন। গত সরকারের সময় অনেক ব্যবসায়ী অস্বাভাবিক মুনাফা করেছেন। যেহেতু সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না, তাই তাঁরা যখন-তখন জিনিসের দাম বাড়িয়ে দিতেন। সেইসব ব্যবসায়ী ছাত্রনেতাদের ভেটের বিনিময়ে কৃপা পাচ্ছেন। বিএনপি-জামায়াতঘনিষ্ঠ সাংবাদিকদের ওইসব কোম্পানির বিভিন্ন মিডিয়ার প্রধান বা সম্পাদক বানিয়েছেন। এ কারণে তাঁদের প্রতিষ্ঠান কোনো মব জাস্টিসের শিকার হয়নি। কোনো কোনো ব্যবসায়ী লন্ডন পর্যন্ত গিয়ে রাতারাতি ভোল পাল্টে ফেলেছেন—এমন কথা বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

> আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সেই যে খারাপ হয়েছে, ৯ মাস পরেও তা আর স্বাভাবিক হচ্ছে না। তিন দিনের পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে আইজিপি বাহারুল আলম দেশবাসীর কাছে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর কাছে কোনো তদবিরের জন্য না আসতে। আইনশৃঙ্খলার উন্নতি এবং শিল্পে এখন শ্রমিক অসন্তোষ দূর করা সবার আগে দরকার

৩. জ্বালানি সংকট: অনেক দিন ধরে গ্যাসের সরবরাহ অনেক কম। দিনের বেশির ভাগ সময় আবাসিক চুলায় গ্যাসের চাপ নেই বললেই চলে। অনেক জায়গার গভীর রাতে গ্যাস আসে। তখন রান্না করতে হয়। ঢাকা শহরে অনেক নারী কর্মজীবী। সারা দিন অফিস করে এসে তারপর গভীর রাতে রান্নাঘরে যাওয়া চরম বিরক্তির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে নারী পোশাক কারখানায় চাকরি করেন, তিনি আবার কীভাবে হাড়খাটুনি খেটে এসে মাঝরাতে উঠে ভোররাত পর্যন্ত রান্নার কাজ করবেন? তিনি তো প্রতিদিন সকাল ৮টার আগেই কারখানার গেটে গিয়ে দাঁড়ান। উচ্চবিত্তদের অনেকেই এখন সিলিন্ডার গ্যাস ব্যবহার করছেন বাধ্য হয়ে। কিন্তু নিম্ন ও মধ্যবিত্তরা মাসে ১০৮০ টাকা তিতাসকে বিল দিচ্ছে, আবার সিলিন্ডার গ্যাস কিনছেন। এ কারণে তাদের মাসিক খরচ বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু আয় তা আর বাড়ছে না। দেশের গ্যাসক্ষেত্রগুলো থেকে গ্যাস সরবরাহ ক্রমেই কমছে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে, কাতার থেকে এলএনজি গ্যাস আমদানি বাড়ানো হবে, স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল করা হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে প্রধান উপদেষ্টার কাতার সফর শেষে। অধিকাংশ শিল্পপ্রতিষ্ঠান এখন মারাত্মক গ্যাস-সংকটে ধুঁকছে। কত দিনে গ্যাসের এ সমস্যা কাটবে, তা আমরা জানতে পারছি না। সরকারের নীতিনির্ধারকদের কাছে এ ব্যাপারে একটা বাস্তব পদক্ষেপ চাই।

৪. পুঁজিবাজার: বাংলাদেশের পুঁজিবাজার এক অদ্ভুত জায়গা। যেখানে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা শুধু অর্থ হারায়। আর কিছু লোক টাকা কামায়। অন্যান্য খাতে সংস্কার শুরু হলেও পুঁজিবাজার নিয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করেছে সরকার। তাদের প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। খোদ বিএসইসির ভেতরেই নানা অনিয়ম পাওয়া গেছে। একজনের বিরুদ্ধে অনিয়মের তথ্য পেয়ে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এর প্রতিবাদ করায় ১৮ কর্মকর্তার নামে মামলা হয়। তাঁরা পরে আদালত থেকে জামিন নিয়ে এখন অফিস করছেন। প্রতিদিনই সূচক কমছে, আর বিনিয়োগকারীরা নিঃস্ব হচ্ছেন। পুঁজিবাজারের টানেলের শেষ প্রান্তে আমরা কোনো আলো দেখতে পাচ্ছি না।

৫. আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি: গত বছরের জুলাই-আগস্টে পুলিশ বাহিনীকে একটি বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। সাড়ে ১৫ বছর পুলিশের কর্তারা ভুলেই গিয়েছিলেন তাঁরা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী। তাঁরা একটি দলের বাহিনী হিসেবে কাজ করতেন। ১৪০০ মানুষকে হত্যা এবং অসংখ্য মানুষকে আহত করেও যখন আর হাসিনার গদি রক্ষা হলো না, তখন মাঠপর্যায়ের কর্মরতদের কোনো নির্দেশনা না দিয়ে ঊর্ধ্বতনরা নিরাপদ স্থানে চলে যান। যাত্রাবাড়ী, মিরপুর আর উত্তরায় পুলিশ বেশি মার খেয়েছে। পুলিশ এতটা ভয় পেয়েছে যে কোথাও কোনো মব ভায়োলেন্স হলে তারা নির্লিপ্ত থাকছে। পরে সেনাসদস্যরা এসে প্রতিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনছেন। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সেই যে খারাপ হয়েছে, ৯ মাস পরেও তা আর স্বাভাবিক হচ্ছে না। তিন দিনের পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে আইজিপি বাহারুল আলম দেশবাসীর কাছে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর কাছে কোনো তদবিরের জন্য না আসতে। আইনশৃঙ্খলার উন্নতি এবং শিল্পে এখন শ্রমিক অসন্তোষ দূর করা সবার আগে দরকার। সরকার দেশবাসীর এ চাওয়া কি মেটাতে পারছে?

# ষাট দশকের নাটক, মফস্বলে

মাহবুবুর রহমান

নাটকের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না আমাদের। শিক্ষক দু-একজনের হয়তো ছিল। একেবারেই নতুন আমরা রেবতী রমণে পরপর দুটি নাটক করলাম। একটি স্কুলের অভ্যন্তরে, হলঘরে। অপরটি স্কুল প্রাঙ্গণে, খোলা মাঠে মঞ্চ বানিয়ে।

কোন নাটক মঞ্চস্থ হবে? আমি ও আশরাফ গেলাম শহরে। জিন্দাবাজারের বইয়ের দোকান ঘুরে ঘুরে নাটকের বই কিনলাম। সেগুলো নিয়ে ফিরলাম রেবতী রমণে। শিক্ষক-ছাত্র মিলে ঠিক করলাম কোন বই মঞ্চস্থ হবে। দু'বার একই নিয়মে সিদ্ধান্ত হলো। যতদূর মনে পড়ে, একটি ছিল ঐতিহাসিক, অপরটি সামাজিক। টিপু সুলতান (ঐতিহাসিক) ও কেন? (সামাজিক)। নারী চরিত্রে অভিনয় করতে হতো পুরুষকে। স্কুলের ছাত্রীরা অভিনয়ে আসবে, এমনটা ভাবাই যেত না। সমাজ তখনও ততটা অগ্রসর হয়নি। নারী চরিত্রবিহীন কোনো নাটকও পাওয়া গেল না। দ্বিতীয়বার নাটক মঞ্চায়নের আগে ভাবলাম, নৃত্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকলে বাড়তি বিনোদন হতো। কী করা যায়? পেশাদার নৃত্যশিল্পী কোথায় পাওয়া যাবে?

আমি ও আশরাফ গেলাম শহরে। ছাত্র ইউনিয়নের বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন, সাংস্কৃতিক বিষয়ে কাননদার পরামর্শ নিতে। কানন পাল, সংস্কৃতিসেবী, নিবেদিতপ্রাণ এক যুবক। মিরাবাজারে বাসা। জেলা জজের স্টেনো। তাঁর ভাই কাজল পাল শহীদ মুক্তিযোদ্ধা। বিজয়ের পরপর মিরাবাজারে তাঁর নামে স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হয়। এখন কী অবস্থায় আছে জানি না। কাননদার অনুজ সজল পাল সঙ্গীতশিল্পী, নিউইয়র্কপ্রবাসী। আগে যোগাযোগ ছিল, এখন নেই।

কাননদার সঙ্গে দেখা করলাম তাঁর অফিসে। সদা হাস্যোজ্জ্বল। আন্তরিক পরিবেশে আমাদের আলাপ হলো। কাননদা মফস্বলে নারী শিল্পীদের পরিবেশনার সুবিধা-অসুবিধার কথা মনে করিয়ে দিলেন। বললেন, অফিস ছুটির পর এক নৃত্যশিল্পীর বাসায় আমাদের নিয়ে যাবেন। মুখোমুখি দেখা-আলাপ দুটোই হবে। গেলাম শিল্পীর বাসায়। তাঁতীপাড়ায় মোজাহিদ প্রেসের পাশেই বাসা। এক মণিপুরী সুন্দরী তরুণী। তিনি নৃত্যশিল্পী। এক দিনের পরিবেশনার জন্য যে অর্থ দাবি করলেন, শুনে আমাদের শরীর ঘামতে লাগল। কাননদাকে আমি ও আশরাফ বললাম, মোগলাবাজার ফিরে সবার সঙ্গে আলাপ করে সিদ্ধান্ত জানাবো। শিল্পীকে কাননদা সে কথা জানিয়ে দিলেন। ওখান থেকে বের হয়ে কাননদার সঙ্গে একান্তে আলাপ করলাম। শিল্পীর বাজেট, নিরাপত্তা ইত্যাদি আমাদের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। নৃত্যানুষ্ঠানের পরিকল্পনা আমাদের বাদ দিতে হবে। কাননদা বললেন, "আমিও তোমাদের সঙ্গে একমত। এত ঝামেলা কে পোহাবে? পরে দেখা যাবে, মূল পর্ব—নাটকই হচ্ছে না। এটা মানা যায় না।"

নাটকের খরচ আছে। স্টেজ বানাতে হয়। মেকআপ সামগ্রী কিনতে হয়। পোশাক-আশাক ভাড়ায় আনতে হয়। বাদকসহ বাদ্যযন্ত্র, আলোর জন্য (সে সময় বিদ্যুৎ ছিল না) হ্যাজাক বাতি বা পেট্রোম্যাক্স জোগাড় করতে হয়। টুকটাক আরও খরচ আছে। ষাট দশকের সব কথা মনে নেই। এই যেমন, পোশাক কোত্থেকে এলো, মেকআপে কে সাহায্য করলো। (হক ভাই নামে শহরের একজনের কথা মনে পড়ে, মেকআপে সহযোগিতা করেছিলেন)। ব্যান্ডপার্টি ছিল মাহমুদাবাদ গ্রামের এক সঙ্গীতানুরাগীর। তাঁর নাম মনে করতে পারছি না। জানলে সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করবো। তবে এই বাদ্যযন্ত্রী দলের পরিবেশনায় আমি মুগ্ধ। বিরতিতে মনোজ্ঞ পরিবেশনা এবং নাটকের আবহ ধরে রাখতেন তারা। আলোর ব্যবস্থা হয়েছিল বাজারের বিভিন্ন দোকান থেকে আনা হ্যাজাক বাতি দিয়ে।

> আমাদের শৈশবে টেপ রেকর্ড ছিল না। 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' কলের গানেই গান শুনতাম। পরে এলো রেডিও। পল্লীগীতি ও ভাটিয়ালি গানের প্রতি আকর্ষণ ছিল বেশি। আব্বাস উদ্দিন ছিলেন প্রিয় শিল্পী। বয়স বাড়ার সাথে সাথে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, দেশাত্মবোধক গানের প্রতি ঝোঁক বাড়ে। ছোটবেলায় 'মালজোড়া' গানের কথা শুনতাম।

(এ লেখাটি পোস্ট করার আগে মাহমুদাবাদের সেরুল জানালেন, তাঁদের গ্রামের সেই সঙ্গীত দলের প্রধান ছিলেন তেরা মিয়া (উজা)। সহজ-সরল মানুষ। সেরুলকে ধন্যবাদ, তাঁর পাঠানো অন্যান্য তথ্যও খুব মূল্যবান। নেসার আলীর কথা লিখেছিলাম, যিনি আমাদের বই পড়া শিখিয়েছিলেন। সেরুল জানালেন, আসলে তিনি হবেন নেয়ার আলী। হতে পারে। আমি যতদূর জানি, তিনি রেবতী রমণের মেধাবী ছাত্র আব্দুল মুকিতের বড় ভাই।)

অভিনয় কারা করেছিলেন? স্মৃতিতে সব নাম নেই। কেউ সাহায্য করলে খুশি হবো। একই কথা শিক্ষকদের ব্যাপারেও বলা যায়। তবে কয়েকজন শিক্ষকের প্রত্যক্ষ সহায়তার কথা এখনো মনে আছে। তাঁরা হচ্ছেন রমেশ তালুকদার, শ্যামাপ্রসাদ, সমরেশ ধর, জিয়াউর রহমান। রমেশ তালুকদার, বিএসসি স্যার। সুনামগঞ্জ বাড়ি, সুদর্শন। তিনি পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। মোগলাবাজারের সজদাবাদের সমরেশ ধর, আইএসসি স্যার ও শ্যামাপ্রসাদ স্যার নাটক মঞ্চায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আমি নিশ্চিত নই, তবে যতদূর মনে পড়ে, জালালপুরের জিয়াউর রহমান বিএ স্যারের সহযোগিতাও ছিল প্রশংসনীয়। ১৯৮৪ সালে যুক্তরাজ্য সফরকালে ম্যানচেস্টার সোসাইটির সভায় আচমকা তাঁর দেখা পাই। আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরেন।

আমার দুই ভাতিজা সাদেক (সাদেকুর রহমান) ও সুফি (নজির আহমদ) অভিনয় করেছে। আমিও ছিলাম। সম্ভবত ইরশাদ ভাই (সিরাজুল ইসলাম) ছিলেন। সাদেক সিলেট শহরে থাকে। ৭ বছর নিউইয়র্কে ছিল। সুফি থাকে লন্ডনে। ইরশাদ ভাই মোগলাবাজারে নিজ বাড়িতে। বারীগ্রামের কামাল উদ্দিন শিকদার, সরিশপুরের কুতুব উদ্দিন, তুড়ুকখলার মাহবুব চৌধুরী, গাজীপাড়ার আখলাকুর রহমান থাকতে পারেন। কামাল ইংল্যান্ডে, মাহবুব চৌধুরী নিউইয়র্কে আছেন। অন্যদের কথা জানি না। (নামগুলো সংগ্রহ করতে পারলে এখানে যোগ করবো।)

আমাদের শৈশবে টেপ রেকর্ড ছিল না। 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' কলের গানেই গান শুনতাম। পরে এলো রেডিও। পল্লীগীতি ও ভাটিয়ালি গানের প্রতি আকর্ষণ ছিল বেশি। আব্বাস উদ্দিন ছিলেন প্রিয় শিল্পী। বয়স বাড়ার সাথে সাথে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, দেশাত্মবোধক গানের প্রতি ঝোঁক বাড়ে। ছোটবেলায় 'মালজোড়া' গানের কথা শুনতাম। কখনো উপস্থিত থেকে শোনা হয়নি। শুনতাম আজ করিম ও খালেকের 'মালজোড়া' গান হবে অথবা করিম ও দূরবীন শাহর। ফাটাফাটি অবস্থা। দুই কবি বা গায়কের মধ্যে কথার যুদ্ধ। সব হতে হবে ছন্দে ছন্দে। এবং মঞ্চে সঙ্গে সঙ্গে। খুবই আকর্ষণীয় লড়াই। স্বাধীনতার পর আমি যখন যুগভেরীতে, করিম ভাই (শাহ আবদুল করিম) পত্রিকা অফিসে আসতেন। হাতে গানের খাতা। সঙ্গে সাংবাদিক আল আজাদ। এখন তিনি কিংবদন্তি।

আমাদের রেবতী রমণ হাইস্কুলে গিয়াস উদ্দিন নামে রাখালগঞ্জ বা লক্ষীপাশার এক ছাত্র ছিল, সে ভালো পল্লীগীতি গাইতো। স্কুলের অনুষ্ঠানে একাধিকবার গান গেয়ে প্রশংসিত হয়েছে।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশি শিল্পীদের অনুষ্ঠান প্রায়ই হয়ে থাকে। এর মধ্যে লোকগীতি শিল্পী কালামিয়ার অনেকগুলো প্রোগ্রাম হয়েছে। সিলেট অঞ্চলের মানুষের কাছে তিনি খুব পরিচিত। তাঁর স্টেজ পারফরম্যান্স বেশ উপভোগ্য। হাসন রাজা, রাধারমণ, শাহ আবদুল করিম, আরকুম শাহ, ক্বারী আমিরুদ্দিনের গানসহ জনপ্রিয় লোকগীতি পরিবেশন করে থাকেন। একদিন ঘরোয়া আলোচনায় আমাকে চমকে দিয়ে বললেন, "জানেন, আমার বাড়ি মোগলাবাজারে। হরিণাথপুর গ্রামে মাওলানা বদরুল আলম সাহেবের বাড়ির পাশেই।" তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম। মোগলাবাজারের এক শিল্পী আজ দেশে-বিদেশে সমাদৃত। এ আমাদের গৌরব।

# নজরুলের অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী চেতনা থেকে আমাদের শিক্ষা

**ইমরান ইমন**

কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় কবি। ১৮৯৯ সালের ২৫ মে বাংলা ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোলের জামুরিয়া থানার চুরুলিয়া গ্রামে তিনি জন্মেছিলেন। দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করে দুঃখ-দারিদ্র্য ছিল তার নিত্যসঙ্গী। এ জন্য তার ডাকনাম ছিল ‘দুখু মিয়া’। কবির পিতার নাম কাজী ফকির আহমেদ ও মাতা জাহেদা খাতুন। এ বছর কবির ১২৬তম জন্মজয়ন্তী পালিত হচ্ছে। জন্মদিনে কবির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

প্রেম, দ্রোহ, সাম্য ও মানবতার কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণপুরুষ। তৎকালীন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সময় তার লেখনী গোটা ভারতবর্ষের মানুষকে প্রেরণা জুগিয়েছিল। সে পরিপ্রেক্ষিতে তার বিদ্রোহী চেতনা ফুটে ওঠে, তিনি পরিণত হন বিদ্রোহী কবিতে। সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ, অত্যাচার, নিপীড়ন, অনাচার, বৈষম্য, শোষণ, নির্যাতন ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে আপসহীন সাহসী কণ্ঠে সোচ্চার হয়ে কবি লিখে গেছেন অসংখ্য কবিতা, গান, গল্প, সংগীত, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও অন্যান্য লেখনী। আর সে কারণে ইংরেজ সরকার তার গ্রন্থ ও রচনা বাজেয়াপ্ত করেছে এবং তাকে কারাদণ্ডও দিয়েছে। কারাগারেও বিদ্রোহী নজরুল বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। টানা ৪০ দিন অনশন করে ব্রিটিশ সরকারের অন্যায়-অত্যাচার জেলজুলুমের প্রতিবাদ করেছিলেন। কবি নজরুল একটি শোষণমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিকসমাজ গড়ার জন্য লড়াই করে গেছেন জীবনভর। তিনিই প্রথম বাঙালি কবি যিনি পূর্ণাঙ্গভাবে ভারতের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন।

তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের শোষণ, নির্যাতন, অন্যায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাত্র ২০ বছর বয়সী এক তরুণের হৃদয়ে যে বিদ্রোহ, শোষণ, বঞ্চনা, পরাধীনতা, গ্লানি, ক্ষোভ, দ্রোহ জেগে ওঠেছিল তারই বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছিল ‘বিদ্রোহী’ কবিতায়, যা তখনকার ক্ষুব্ধ প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে প্রজ্বলিত মশাল হিসেবে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠেছিল। তিনি প্রতিবাদীকণ্ঠ নিয়ে আবির্ভূত হয়ে বলেছিলেন, ‘বল বীর, বল উন্নত মম শির’ অথবা মহা-বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত/ আমি সেই দিন হব শান্ত/ যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দল-রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না / অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না।’ যা পরবর্তী প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে অন্যতম প্রেরণার উৎসে পরিণত হয়।

নজরুলকে নিয়ে গবেষণা করে দেখা যায়, নজরুল ছিলেন একজন ইতিহাস ও সময়সচেতন লেখক। যার স্পষ্ট প্রভাব তার লেখনিতে পাওয়া যায়। তুরস্কে কামাল পাশার নেতৃত্বে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আর ভারতবর্ষে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন-সংগ্রামের চিত্রকে নজরুল তার সাহিত্যে মহাসমারোহে ধারণ করেছেন।

রবীন্দ্রসৃষ্ট বিশাল সৃষ্টিজগতের পাশে কবি নজরুল গড়ে তোলেন নিজস্ব এক সৃষ্টির জগত, ফুটিয়ে তোলেন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নজরুলের অনন্য এই অভ্যুদয়কে এই বলে স্বাগত জানিয়েছিলেন, ‘আয় চলে আয়রে ধূমকেতু, আঁধারে বাধ অগ্নিসেতু’। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ‘বিদ্রোহী কবি’ এবং আধুনিক বাংলা গানের ‘বুলবুল’ নামে খ্যাত কাজী নজরুল ইসলাম বিশ শতকের বিশ ও ত্রিশের দশকে উপমহাদেশের অবিভক্ত বাংলার সাংস্কৃতিক জগত এবং সাংস্কৃতিক জাগরণের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

কবি নজরুলের কবিতা ‘চল্ চল্ চল্’ বাংলাদেশের রণসংগীত। প্রেম, দ্রোহ, মানবতা কবির রচনাকে করেছে চিরঞ্জীব, নিয়ে গেছে গণমানুষের দ্বারে দ্বারে। কবিতায় তিনি বলেছেন, ‘গাহি সাম্যের গান/ মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান...।’ কবির এমন অজস্র রচনা ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বীর বাঙালিদের দিয়েছে শক্তি, জুগিয়েছে প্রেরণা। এখনও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে, সব গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সংগ্রামে তার রচনা আমাদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে, আলোড়িত করে।

শত প্রতিবন্ধকতা, শত প্রতিকূলতা, শত বিরোধিতা, শত সমালোচনা, নিরুৎসাহ, তিরষ্কার কোনো কিছুতেই নজরুলের প্রতিভাকে দমিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে হিন্দু কুলীন ঘরের কন্যা প্রমীলা দেবীকে বিয়ের পর তৎকালীন মোড়ল-কবি-সাহিত্যিকরা নজরুলকে সমাজচ্যুত করা থেকে শুরু করে তার দারিদ্র্য, শিক্ষা, পরিবার, ভাষাজ্ঞান, বিশ্বাস, চর্চা ও কাব্যে তার বিষয় নির্বাচনসহ এমন কিছু ছিল না, যার কঠোর ভাষায় নিন্দা করে তাকে টেনে নামানোর চেষ্টা করা হয়নি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়ে যায়নি, তাকে দমিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। এ অবস্থায় নজরুলের বিস্ময়কর প্রতিভার টের পেয়েছিলেন ওই সময় প্রথম বাঙালি নোবেলবিজয়ী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাইতো আশীর্বাণী দিয়ে কবিকে বলেছিলেন, ‘আয় চলে আয় রে ধূমকেতু... আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু’।

কাজী নজরুল ইসলামকে আমরা বিদ্রোহী কবি হিসেবে সমধিক জানলেও তিনি ছিলেন চির প্রেমের কবি, ছিলেন যৌবনের দূত। তিনি প্রেম নিয়েছিলেন, প্রেম চেয়েছিলেন। মূলত তিনি বিদ্রোহী, কিন্তু তার প্রেমিক রুপটিও প্রবাদপ্রতিম। তাই মানুষটি অনায়াসেই বলতে পারেন, ‘আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন খুঁজি তারে আমি আপনায়।’ পৃথিবীতে এমন খুব কম মানুষই আছেন যিনি প্রেমের টানে রক্তের সম্পর্ককে তুচ্ছ করে, অস্বীকার করে পথে বেরিয়ে পড়তে পারেন।

কবি নজরুল তার ৭৭ বছরের সংগ্রামী জীবনের ৩৪ বছরই ছিলেন নির্বাক (১৯৪২-১৯৭৬)। জন্মের পর থেকে মাত্র ৪৩ বছর কবি স্বাভাবিকজীবন কাটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। বেঁচে থাকার জীবনসংগ্রাম, অভাব-অনটন, নানা প্রতিকূলতা, জেলজুলুম ও হুলিয়ার মধ্যেই তার সাহিত্যচর্চার সময় ছিল মাত্র ২৪ বছর (১৯১৯-১৯৪২)। কিন্তু মাত্র ২৪ বছরের সৃষ্টিশীল জীবনেও তার গগণবিদারী দিগ্বিজয়ী প্রভাব। এই ২৪ বছরে নজরুল সৃষ্টি করে গেছেন ২২টি কাব্যগ্রন্থ, সাড়ে ৩ হাজার, মতান্তরে ৭ হাজার গানসহ ১৪টি সংগীত গ্রন্থ, ৩টি কাব্যানুবাদ ও ৩টি উপন্যাস গ্রন্থ, ৩টি নাটক, ৩টি গল্পগ্রন্থ, ৫টি প্রবন্ধ, ২টি কিশোর নাটিকা, ২টি কিশোর কাব্য, ৭টি চলচ্চিত্র কাহিনিসহ অসংখ্য কালজয়ী রচনা। তাইতো একাধারে তিনি কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, শিশু সাহিত্যিক, অনুবাদক, প্রাবন্ধিক, সম্পাদক, সাংবাদিক, গীতিকার, সুরকার, স্বরলিপিকার, গীতিনাট্যকার, গীতালেখ্য রচয়িতা, চলচ্চিত্র কাহিনীকার, চলচ্চিত্র পরিচালক, সঙ্গীত পরিচালক, গায়ক, বাদক, সঙ্গীতজ্ঞ ও অভিনেতা।

১৯৪১ সালের শেষের দিকে কবি যখন ‘নন্দিনী’ চলচ্চিত্রের সংগীত রচনা ও সুরারোপ নিয়ে ব্যস্ত, তখন হঠাৎ তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। লুম্বিনী পার্ক ও রাচি মেন্টাল হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলে এক বছরেরও বেশি সময়। ১৯৫৩ সালে কবিকে পাঠানো হয় ইংল্যান্ড ও জার্মানিতে। কিন্তু ততদিনে সবই শেষ। বাকশক্তি একেবারেই হারিয়ে ফেলেন তিনি। সেই ১৯৫৩-১৯৭২ সাল পর্যন্ত নির্বাক ও অসুস্থ অবস্থায় কলকাতায় অনেকটা অবহেলা-অনাদরে নীরবে-নিভৃতেই কাটে নজরুলের জীবন।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ২৪ মে কবির জন্মদিনে তাকে সপরিবারে ঢাকায় নিয়ে এসে জাতীয় কবির মর্যাদায় ভূষিত করা হয়। তার কবিতা ‘চল্ চল্ চল্- ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল’কে তিনি সামরিক সংগীত হিসেবে নির্বাচিত করে কবিকে সম্মানিত করেন। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট তৎকালীন পিজি (বর্তমানে বিএসএমএমইউ) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন কাজী নজরুল ইসলাম। তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়। সেখানেই তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন অসাম্প্রদায়িকচেতনার অনন্য বাতিঘর। এ জন্য তিনি ভিন্নধর্মী একজনের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ছিলেন। ভিন্ন ধর্মের অনেক সংগীত তার লেখা, যা অসাম্প্রদায়িকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সাম্প্রদায়িকতা, কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে নজরুল সবসময়ই সোচ্চার ছিলেন। সব কিছুর ঊর্ধ্বে মানুষ পরিচয়ই সবচেয়ে বড় পরিচয়। মানবতাবাদী কবি এজন্যই তিনি তার কবিতায় বলছিলেন-

‘গাহি সাম্যের গান-
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহিয়ান।
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,
সব দেশে সব কালে ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।’

বর্তমান সময়ে দেশে দেশে যখন সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ, উগ্রবাদ, মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ড ও ধর্মীয় কুসংস্কার বাড়ছে, তার বিপরীতে অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল ও মানবতার কবি নজরুল চর্চার বিকল্প নেই।

বৃহস্পতিবার (Thursday), ২৯ মে ২০২৫

আমেরিকার প্রকৃতিতে এখন রঙের খেলা। যেদিকে চোখ যায় শুধু ফুল আর ফুল। বিভিন্ন রঙের বিভিন্ন নামের কত যে ফুল। দীর্ঘ শীতের পর গাছগুলো যখন ফুল ফুটিয়ে পাতা দুলিয়ে হাসতে থাকে, তখন মানুষের মনে অপার আনন্দ বয়ে যায়। দীর্ঘ একঘেয়েমি কাটিয়ে আমরা মেতে উঠি পিকনিক মেলা, সভা সমিতির আলাপ আড্ডায়। এর ভিতরেই জীবন চলে তার স্বাভাবিক গতিতে। হাসি আনন্দের যে জীবন সেটাতে কখনো বসন্তের বাতাস আবেশ ছড়িয়ে যায়। কখনো বা আকাশের সাদা কালো মেঘ কষ্টের সুখ মনে করিয়ে দেয়। আমাদের এবারের জনপদে উঠে এসেছে এমনি দুটি কাহিনী। যা মনে করিয়ে দেয় সুখের পরে যেমন দুঃখ আসে তেমনি দুঃখের পরেও সুখ হাতছানি দেয়। হয়তো সে সুখ প্রথমে আমরা বুঝতে পারি না, কারণ সেই সুখটুকু আমরা কষ্ট করে অর্জন করি। জনপদের দুই গল্পে দুই রমণীর সুখ দুঃখের অবিমৃষ্যকারী কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে যা প্রকারান্তরে আমাদের জীবনের সত্য কাহিনী। ধন্যবাদান্তে—**ফরিদা ইয়াসমীন, সোহানা নাজনীন**

# মেঘমল্লার

আকাশের কালো মেঘগুলোর দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল বয়স্ক এক ভদ্র মহিলা। হাতে তার ব্যাগ । ব্যাগের ভেতরে তার নিত্য ব্যবহারের জিনিসপত্র। মেঘের দিকে তাকালে তার কত কথা মনে পরে যায়। সেই প্রথম দিকের জীবনের কত ছেলেমানুষি, কত রোমান্টিকতা। কালো মেঘ দেখলেই স্বামীর হাত ধরে বারান্দায় গিয়ে বসতো। আর অপেক্ষা করতো কখন বৃষ্টি নামবে, আর সে দৌড়ে বাইরে যাবে বৃষ্টিতে ভিজতে। মফস্বল শহরে তার শৈশব ও কৈশোর কেটেছে। তাই বৃষ্টিতে ভেজা তার জন্য খুবই মামুলি ব্যাপার। কিন্তু তার স্বামী শিহাব শহুরে জীবনে অভ্যস্ত। তাই বৃষ্টিতে ভিজতে চাইতো না। তবে আকাশের সাদা মেঘ শিহাবকে দারুন ভাবে টানতো। ডিজনির "আপ" সিনেমার নায়ক নায়িকার মত তাদের কল্পনাগুলি আকাশের দিকে তাকিয়ে ডানা মেলতো।

প্রিয় পাঠক ,আসুন জেনে নেই কে এই বয়স্ক ভদ্র মহিলা। মহিলার নাম আশালতা। বাংলাদেশের এক মফস্বল শহরে বেড়ে উঠেছিলেন তিনি। বাবা মায়ের অনেক আদরের সন্তান । স্কুল কলেজ শেষ করে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য পাড়ি দেন ঢাকা শহরে। আর দশটা বাঙালি মেয়ের মতোই নতুন শহরে এসে দুরুদুরু বুকে সবকিছু চিনতে থাকেন, বুঝতে থাকেন, দেখতে থাকেন। মেধাবী ছাত্রী। হয়ত বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাও ভালো ছিল তাই সবকিছু বুঝে উঠতে দেরি লাগেনি। অনভ্যস্ত হাতে শাড়ি পরা মেয়েটি একদিন পরিপাটি করে শাড়ি পরা শিখে যায়। কায়দা করে খোপায় বেলি ফুলের মালা জড়ানো বুঝে যায়। ভার্সিটিতে গিয়ে বান্ধবীদের সাথে হেসে কুটিকুটি হয় মজার সব গল্প বলে। ছুটির দিনে বাবা-মার কাছে চিঠি লেখা, সুযোগ পেলে ফোনে কথা বলা- এভাবেই চলছিল সহজ সরল মেয়েটির দিনগুলো।

কিন্তু কথায় আছে না ভাগ্যর লিখন না যায় খন্ডন। হঠাৎ করে একদিন এক সুদর্শন এর সাথে আশালতার পরিচয় হয়ে যায়। পরিচয় থেকে প্রণয়ে গড়াতে খুব একটা সময় নেয় না। যুবক যুবতী দুজন স্বপ্নের আঙিনায় শুধু লুটোপুটি খায়। কখনো আবুল হাসানে মত্ত হয়ে যায়। অবলীলায় বলে যায় "অতটুকু চায়নি বালিকা! অত শোভা,অত স্বাধীনতা!"

কখনো জীবনানন্দের কবিতায় খুঁজেছে নিজের প্রিয়াকে....

"বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাইনা আর!"

একদিন এই সুখের দিনগুলো শেষ হয়ে যায়। তখনই আষ্টেপৃষ্ঠে বাস্তবতা জড়িয়ে ধরে। তারা বুঝতে পারে প্রেম এক হলেও দুজনের ধর্ম আলাদা। আশালতা হিন্দু আর শিহাব মুসলমান। স্বাভাবিকভাবে দু'পরিবার থেকেই বাধা আসে বিয়েতে। কিন্তু শিহাব এবং আশালতা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকে তাদের প্রেমের ব্যাপারে। কোন এক শুভক্ষণে দুজনের চার হাত এক হয়। কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব সাথে করে তারা বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তারপর চলে তাদের সুখের সংসার। আশালতার মা-বাবা মন খারাপ করলেও একসময় মেনে নেয় কিন্তু শিহাবের বাবা-মা মানতে পারে না। তবুও তারা দুঃখ করেনা। জীবনের সুখগুলো তারা আকণ্ঠ পান করতে থাকে।

এর ভেতরে শিহাব একদিন হাসিমুখে ঘরে এসে জানায় যে, আমেরিকার এক নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় তার মাস্টার ডিগ্রী করার সুযোগ এসেছে। স্টুডেন্ট ভিসায় তারা দুজনই খুব তাড়াতাড়ি আমেরিকায় চলে যাবে। শুভক্ষণে শুভদিনে দুজনে আমেরিকার উদ্দেশ্যে দেশ ছাড়ে।

প্রবাসী জীবনে তারা ভালই ছিল। শিহাব পড়ালেখা শেষ করে ভালো চাকরি পায় । তারা দুজনে এদেশের নাগরিক হয়। কোল আলো করে ফুটফুটে এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। সবই ভালো চলছে। আশালতার ও ভালো একটা চাকরি হয়। ওদের মেয়ে বড় হতে থাকে। মেয়ের নাম পুষ্পিতা। মেধাবী পুষ্পিতা মা-বাবার আদরে স্নেহে বড় হতে থাকে আর এদেশের কালচারে প্রচন্ডভাবে অভ্যস্ত হয়ে যায়। শিহাব এবং আশালতা সেভাবে মেয়েকে সময় দিতে পারেনা। একটা সময় মেয়েও আর সময় চায়না বাবা মার কাছে। বসন্ত নাড়া দেয় পুষ্পিতার দুয়ারে। শিহাব এবং আশালতা একটা সময় বুঝতে পারে ওদের পায়ের নিচে মাটি নরম হয়ে গেছে। কিন্তু তখন আর কিছু করার নেই। হাতের বেলুন আকাশে উড়ে গেছে। তাকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না।

একদিন পুষ্পিতা এসে জানায় সে প্রেগন্যান্ট। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লেও বুঝি এত কষ্ট পেত না শিহাব এবং আশালতা। পুষ্পিতা এখানেই থেমে থাকলো না। সে জানালো বয়ফ্রেন্ডের সাথে আজকেই চলে যাচ্ছে। দরকারি জিনিসগুলো গুছিয়ে তখনই চলে গেল বাবা-মার চোখের সামনে দিয়ে। আশালতা বুক চাপড়ে কাঁদলো। শিহাব চুপচাপ হয়ে গেল। তবে ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে গেল সে। একদিন হঠাৎ করে অফিসে অজ্ঞান হয়ে গেল শিহাব। হাসপাতালে নিয়ে গেল অ্যাম্বুলেন্স এসে। কিছুদিন অজ্ঞান অবস্থায় থাকার পর শিহাব পরপারে পাড়ি দেয়। মেয়েকে খবর দেয়া হয়। কিন্তু মেয়ে জানায় সে ব্যস্ত আছে। এই মুহূর্তে সে ভ্যাকেশনে।

আশালতার আশাগুলো কোন দূর আকাশে মিলিয়ে গেল!কোনো মেঘের সাথে ভেসে গেল!

মেয়ে এক সময় এসেছিল মাকে দেখতে। কিন্তু সে দেখায় কোনো আন্তরিকতা ছিল না। এরপর আস্তে আস্তে মেয়ের সাথে সম্পর্কটা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকে। শিহাবের স্মৃতি নিয়ে আর মেঘের সাথে গল্প করে আশালতার নিঃসঙ্গ জীবন চলে যেতে থাকে। আশালতা ভাবে আধারের শেষে ভোর হয়। কিন্তু তার জীবনে ভোর হওয়ার সময় আর নেই। তাই একদিন নিজের জীবন গুটিয়ে নেয়। সবকিছু ছেড়ে সে চলে যায় বৃদ্ধাশ্রমে। ভাবে বাকি জীবনটা সেখানেই কাটিয়ে দেবে। যাবার পথে তাই কালো মেঘ দেখে সে মুচকি মুচকি হাসছিল।

# ছুটির গল্প

আজ ছুটির যেন সত্যি সত্যিই ছুটি হয়ে গেছে। সংসার নামক নাগপাশের আলিঙ্গন থেকে সে যেন মুক্তি পেয়েছে। যদিও তার সংসার হারিয়েছে, স্বপ্ন হারিয়েছে, হারিয়েছে প্রেমও। তবুও সাথে সাছে এক ধরনের স্বস্তি, আছে সামনের দিনগুলোতে এগিয়ে যাবার দৃঢ় চেতনা।

ছুটিকে আমি বেশিদিন চিনিনা, মাত্র ক'বছর আগে আমাদের পাড়ায় প্রতিবেশী হয়ে উঠেছিল। রাস্তা দিয়ে যাবার সময় প্রায়ই দেখতাম এক বাঙালি মেয়ে তিনটা বাচ্চা সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে। সামারের এক সকালে ছুটিকে দেখলাম ছোট বাচ্চার স্ট্রলার ঠেলে অন্য দুটো বাচ্চাকে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে। এরপর গ্রোসারি দোকানে দেখা হলে দুএকটা কুশল বিনিময়, দাঁড়িয়ে টুকটাক কথাবার্তা, এই যা। কখনো ভাবিনি যে উচ্ছল ওই মেয়েটার মনে এতো মেঘ জমে ছিল।

অথচ ছুটির জীবনটা মোটেই এমন ছিল না। তিন ভাইবোনের মধ্যে সে ছিল সবচেয়ে ছোট আর একমাত্র কন্যা সন্তান। হয়তো বাবা-মা ওর পরে আর সন্তান চাইছিলেন না তাই বুদ্ধি করে নাম রেখেছিলেন "ছুটি"। খুব আদরে বড় হওয়া মেয়ে "ছুটি" দেখতে দেখতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পা রেখেছিল। জীবনের প্রথম একা তার নিজের পরিচিত গণ্ডি ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগে ভর্তি হবার পর ছুটি যেন গোলাপের পাপড়ির মতো নিজেকে মেলে ধরতে শুরু করেছিল।

ছুটির মনে গাঁথা স্বপ্ন ছিল সে একদিন ইংরেজী সাহিত্যের উপর ইউরোপের কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করবে। চাপা স্বভাবের ছুটি তার স্বপ্নের কথা কাউকে বলেনি। দেখতে সুন্দর-একমাত্র মেয়ে । এদিকে মা বাবা তাকে সুপাত্রে তুলে দেওয়ার ভাবনাও শুরু করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলো ছুটিকে দিন দিন আরো স্বপ্ন দেখতে সাহস যোগাতে থাকে। এরই মধ্যে ছুটির মা একদিন তাকে জানায় একটা ভালো ছেলে পাওয়া গেছে। সে মধ্য প্রাচ্যের একটি দেশে ব্যংকে চাকরি করে। সুদর্শন এবং অনেক টাকা রোজগার করে। ছুটিকে পাত্রপক্ষ দেখতে আসবে।

ছুটির মা- বাবার উৎসাহ উদ্দীপনা এবং নাস্তার আয়োজন দেখে মনে হয় ছেলেটা যদি কোনভাবেই রাজী হয় তাহলে তারা দেরী করবেন না। এমন ছেলে হাত ছাড়া যায়না। যথারীতি ছেলে পক্ষ দেখতে এল। ছুটিকে মোটা সোনার চেইন উপহার দিল এবং দুদিন পরে জানালো, ছুটিকে তাদের খুব পছন্দ। তাই ছেলে বিদেশে ফেরত যাওয়ার আগেই বিয়েটা সারতে চায়। অবশ্য বিয়ের পর ছুটি দেশে থেকেই লেখা পড়া চালিয়ে যেতে পারবে।

সবকিছুই এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যেটা ছুটির স্বপ্নের মত মনে হল। ছুটিও মা-বাবা'র মুখের উপরে কিছু বলতে পারলো না। ছয় মাসের মধ্যেই স্বামী তার কাগজপত্র তৈরি করে তাকেও দুবাই নিয়ে গেল। দেশে পড়ে রইল ছুটির সব স্বপ্ন, উচ্চ শিক্ষার স্বপ্নটাও মাটি চাপা দিতে হল।

এরপর দুবাই'তে পর পর তিন সন্তানের জন্ম, তাদেরকে দেখাশোনা, রান্না এগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে ওঠে জীবন। স্বামীর প্রতি সেই ভালোবাসাটাও আগের মতো অনুভব হয়না। প্রতিদিনের একঘেয়ে কাজে বড় একা, অসহায় লাগে ছুটির।

একদিন স্বামী তাকে বলে, "আমেরিকায় যাব, সেখানে তাদের জীবন আরো উন্নত হবে।" এবার ছুটি অন্ধকারে একটু আলো দেখতে পায়। আবারো হয়তো পড়ালেখাটা চালিয়ে নেবে, এই ভেবে তার মন কিছুটা প্রসন্ন হয়। নতুন জায়গায় আবারো নতুন করে সব শুরু হবে এটা ভেবে নেয় মনে মনে।

ছুটি নিউইয়র্ক আসে পরিবারের সাথে। নতুন দেশ, নতুন ভাষা, নতুন খাবার আর আবহাওয়ার সাথে তাল মিলাতে কিছুদিন সময় চলে যায়। একসময় বড় ছেলে -মেয়ে'কে স্কুলে দেয়ার পালা আসে। ছুটি ভেবে নেয়, বাচ্চারা স্কুল শুরু করলে সেও কিছু একটা শুরু করতে পারবে। স্বামীকে জানায় তার ইচ্ছা, কিন্ত স্বামী রাজী হয়না। তার স্বামীর ইচ্ছা ছুটি পর্দা করুক, ঘরে কাউক। বাচ্চারা এখন বড় হচ্ছে, ছুটি তাদেরকে দেখ-ভাল করুল। এ কথা শুনে ছুটির মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। আমেরিকার মত দেশে থেকেও যদি নিজের বন্দি দশা মেনে নিতে হয় তাহলে এই জীবনের অর্থ কি?

সে স্বামীর অনুমতির অপেক্ষা না করে একটি কফিশপে কাজ নেয়। সেখানে এক বয়স্ক মহিলার সাথে ছুটির পরিচয় হয়। বৃদ্ধা বেশ বড়লোক মহিলা, প্রতিদিন সকালে লাঠি ভর করে ছুটির কফিশপে কফি খেতে আসেন। ছুটির সাথে কথা হয়, ছটফটে এই প্রাণবন্ত মেয়েকে বৃদ্ধার ভালো লেগে যায়। কফি খাবার ফাঁকে ফাঁকে তিনি ছুটির সাথে পুরনো দিনের গল্পে মেতে ওঠেন। শুধু তাই নয়, মেধাবী ছুটিকে তিনি আবারো পড়াশোনার জন্যে উৎসাহ দিতে থাকেন। কিন্তু একদিন সবকিছুর একটা করুণ সমাপ্তি ঘটে। বাড়ি ফিরে সরাসরি লেখাপড়ার কথা জানালে স্বামী অগ্নিমূর্তি ধারণ করে। এই দুঃসাহসের কথা জানতে পেরে তাকে বেদম প্রহারও করে।

তবে সেদিন ছুটি আর চুপ থাকেনি। লক্ষ্মী মেয়ের মতো মুখ বুজে সব সহ্য করেনি। অবলীলায় যে মেয়েটা একদিন সব মেনে নিয়েছিল, সেই মেয়েই সেদিন ফুঁসে উঠেছিল রাগে, অভিমানে, কষ্টে। নিজের সব ছেড়ে স্বামীর সাথে বিদেশ পাড়ি দেয়া সেই মেয়েটা এতোটা প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল যে সে স্বামীর বিরুদ্ধে পুলিশ ডাকতে চেয়েছিল। ফোন হাতে নিতেই সন্তানদের অনুরোধ যেন ছুটির পথ আটকে দাঁড়িয়েছিল। ওদের নিষ্পাপ মুখের দিকে তকিয়ে আর পুলিশ ডাকা হয়নি। তবে থাকাও সম্ভব হয়নি একসাথে।

# বিদ্রোহী কবির উত্থান

**আল মামুন রিটন**

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের অমর বিদ্রোহী কবি ও বাংলাদেশের জাতীয় কবি, তাঁর কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধের মাধ্যমে বাঙালির হৃদয়ে চিরস্থায়ী আসন গড়েছেন। তাঁর জীবন শুধু সাহিত্য সাধনার গল্প নয়, বরং দারিদ্র্য, সংগ্রাম, বিদ্রোহ ও অসাম্প্রদায়িক মানবতার এক অসাধারণ কাহিনি। নজরুলের জীবনের অনেক ঘটনা ব্যাপকভাবে আলোচিত হলেও কিছু গল্প ও মুহূর্ত এখনও অপ্রকাশিত বা কম আলোচিত রয়ে গেছে। এই নিবন্ধে আমরা নজরুলের জীবনের এমন এক অপ্রকাশিত গল্পের সন্ধান করব, যা তাঁর বিদ্রোহী কবি হিসেবে গড়ে ওঠার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

১৮৯৯ সালের ২৪ মে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে দরিদ্র মুসলিম পরিবারে জন্ম নেন কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর শৈশবের নাম ছিল দুখু মিঞা, যা তাঁর জীবনের প্রথম দশকের কষ্ট ও অভাবের প্রতিচ্ছবি। তাঁর বাবা কাজী ফকির আহমেদ ছিলেন স্থানীয় মসজিদের ইমাম ও মাজারের খাদেম। কিন্তু নজরুলের শৈশবেই পিতার মৃত্যু তাঁকে অভিভাবকহীন করে ফেলে। মাত্র দশ বছর বয়সে তিনি পরিবারের অভাব মেটাতে কাজ শুরু করেন- মক্তবে শিক্ষকতা, মসজিদে মুয়াজ্জিনের দায়িত্ব, এমনকি হাজী পালোয়ানের কবরের সেবক হিসেবেও তিনি কাজ করেছেন। এই কঠিন শৈশব তাঁর মনে গভীর ছাপ ফেলে, যা পরবর্তী তাঁর সাহিত্যে সমাজের শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ হিসেবে প্রকাশ পায়।

নজরুলের জীবনের একটি কম আলোচিত অধ্যায় হলো তাঁর কৈশোরে স্থানীয় লেটো দলে (ভ্রাম্যমাণ নাট্যদল) যোগদান। এই সময়টি ছিল তাঁর জীবনের এক টার্নিং পয়েন্ট। লেটো দলে তিনি গান রচনা, সুর সংযোজন ও অভিনয়ের মাধ্যমে তাঁর সৃজনশীল প্রতিভার প্রথম পরিচয় দেন। গ্রামীণ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই দলের সাথে ভ্রমণ করতে গিয়ে তিনি মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, সমাজের বঞ্চনা ও শোষণের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। এই অভিজ্ঞতা তাঁর মনে বিদ্রোহের বীজ বপন করে। লেটো দলের এই সময়কাল তাঁর সৃজনশীলতার প্রাথমিক ভিত্তি তৈরি করে, যা তাঁর পরবর্তী সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। অথচ এই অভিজ্ঞতা নিয়ে খুব কমই আলোচনা হয়।

১৯১৭ সালে, মাত্র ১৮ বছর বয়সে, নজরুল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বাঙালি পল্টনে যোগ দেন। করাচি সেনানিবাসে অবস্থানকালীন তিনি সাধারণ সৈনিক থেকে ব্যাটেলিয়ন কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার পদে উন্নীত হন। এই সময় তিনি বিভিন্ন দেশি-বিদেশি বাদ্যযন্ত্রের সাথে পরিচিত হন ও সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রাখেন। ১৯১৯ সালে তাঁর প্রথম গদ্য রচনা 'বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী' সওগাত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, যা তাঁর দারিদ্র্য, সংগ্রাম ও সমাজের বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মনোভাবের প্রকাশ।

কিন্তু সেনাবাহিনীতে তাঁর একটি অপ্রকাশিত গল্প ছিল তাঁর সহ-সৈনিকদের সাথে আলোচনা এবং সমসাময়িক বিশ্ব ঘটনাবলির প্রতি গভীর আগ্রহ। করাচিতে থাকাকালীন তিনি প্রবাসী, ভারতী, সবুজপত্র ও বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। এই পত্রিকাগুলোর মাধ্যমে তিনি রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও বিশ্বের বিভিন্ন স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে পরিচিত হন। মেসোপটেমিয়া ও পেশোয়ারে ভ্রমণের সময় তিনি বিভিন্ন সংস্কৃতি ও সমাজের শোষণ-বঞ্চনার চিত্র প্রত্যক্ষ করেন। এই অভিজ্ঞতাগুলো তাঁর মনে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ জন্ম দেয়, যা তাঁর বিদ্রোহী কবিতার মূল সুর হয়ে ওঠে।

১৯২০ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে ৪৯ বেঙ্গল রেজিমেন্ট ভেঙে দেওয়া হয় এবং নজরুল কলকাতায় ফিরে আসেন। এই সময় তিনি অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফত আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। ১৯২১ সালে তিনি 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনা করেন, যা ১৯২২ সালে ধূমকেতু পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই কবিতা তাঁকে রাতারাতি 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রমথ চৌধুরী তাঁকে এই উপাধি দেন।

**নজরুলের বিদ্রোহী মনোভাবের পেছনে একটি কম আলোচিত দিক ছিল তাঁর সাংবাদিক জীবনের শুরুতে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। তিনি কলকাতার রাজপথে আন্দোলনকারীদের সাথে মিশে তাঁদের উৎসাহিত করেন।**

নজরুলের বিদ্রোহী মনোভাবের পেছনে একটি কম আলোচিত দিক ছিল তাঁর সাংবাদিক জীবনের শুরুতে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। তিনি কলকাতার রাজপথে আন্দোলনকারীদের সাথে মিশে তাঁদের উৎসাহিত করেন। শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'নবযুগ' পত্রিকায় তিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদমূলক লেখা প্রকাশ করেন। ১৯২২ সালে ধূমকেতু পত্রিকায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা প্রকাশের কারণে তিনি কারাবরণ করেন। কারাগারে থাকাকালীন তিনি 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' রচনা করেন, যা তাঁর বিদ্রোহী চেতনার এক অমর নিদর্শন।

নজরুলের জীবনের আরেকটি অপ্রকাশিত গল্প ছিল তাঁর অসাম্প্রদায়িক মনোভাব। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সময় তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বাণী প্রচার করেন। তাঁর গান 'হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন? কাণ্ডারী বলো ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার' এই চেতনার প্রকাশ। এই মনোভাবের পেছনে একটি অল্প আলোচিত ঘটনা ছিল সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন একজন হিন্দু সহ-সৈনিকের সাথে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব। এই বন্ধুত্ব তাঁকে ধর্মীয় বিভেদের উর্ধ্বে উঠে মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়েছিল, যা তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়।

নজরুলের ছোটগল্পগুলোতে সমাজের শোষণ ও পতনশীলতার বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র প্রতিবাদ ফুটে উঠেছে। 'পদ্ম-গোখরো' গল্পে তিনি ঔপনিবেশিক শোষণ ও সমাজের উচ্চবংশীয়দের পতনের চিত্র তুলে ধরেন। এই গল্পে কন্যার স্বর্ণালঙ্কার চুরি করে ধর্মীয় কাজে ব্যবহারের প্রচেষ্টা সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের প্রতীক। তাঁর 'অগ্নি-গিরি' গল্পে মাদ্রাসার ছাত্র সবুরের প্রতিবাদী হয়ে ওঠা সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের জাগরণের প্রতীক।

১৯৭২ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে নজরুল সপরিবারে ঢাকায় আসেন এবং বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদা লাভ করেন। কিন্তু ১৯৭৪ সালে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে আক্রান্ত হয়ে তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হন এবং বাকশক্তি হারান। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট তিনি ঢাকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যু বাংলা সাহিত্যের এক অপূরণীয় ক্ষতি।

# শিকার, শিকারি ও ফিতা

**জামাল সৈয়দ**

অ্যারিজোনার ক্যাম্পিং ট্রিপ থেকে মিনিয়াপলিস বিমানবন্দরে আসতে গভীর রাত হয়ে গেল। বিমানবন্দর থেকে বাসায় আসতে আসতে রাত প্রায় দেড়টা। এত রাতে স্ত্রী জেগে থাকার কথা নয়।

যে কোনো আনন্দময় ভ্রমণ থেকে বাসায় ঢোকার আগে আমি বেশ কিছুটা প্রস্তুতি নিই। গাড়ির ভেতর আয়নায় নিজেকে দেখি বারবার। ঘরের ভেতর ঢোকার আগে চোখে, মুখে, চেহারায় যাতে আনন্দের লেশমাত্র না থাকে সেই প্রস্তুতি। মলিন মুখে ধীরে ধীরে দরজা খুলে ঘরে ঢুকি। বিবাহিত স্বামীদের মুখ থাকতে হয় বাংলাদেশের বিরোধী দলীয় নেতা-নেত্রীদের মতো। কস্মিনকালেও তাদের হাসিমাখা মুখ দেখা যায় না। তাদের মুখ থাকে ভয়, রাগ, হতাশা, ক্ষোভ, প্রতিশোধ কিংবা দুশ্চিন্তায় ভরপুর।

গভীর রাত বলে আমি সেই রকম প্রস্তুতি না নিলেও মোটামুটি মুখ গোমড়া করে ঘরে ঢুকলাম। উদ্দেশ্য একটাই—স্ত্রী যাতে আমার হাসিখুশি বা উচ্ছ্বসিত মুখ না দেখে। জীবন থেকে শেখা। স্ত্রী, সন্তান ছাড়া বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দ করে ঘরে ফেরা মানে ক্ষুধার্ত বাঘের সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়া। যে কোনো মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। এই ঝাঁপ মানে আলিঙ্গন করা নয়, বরং অভিমান, ক্ষোভ, আক্রোশ আর প্রতিশোধের।

আমি অতি সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, স্ত্রী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। নিচে ডাইনিং টেবিলের উপর খাবার সাজানো। এমনকি এক গ্লাস দুধও পরিপাটি করে রাখা আছে। দুধের গ্লাস হাত দিয়ে পরীক্ষা করলাম। গরম। তার মানে খুব বেশি সময় হয়নি স্ত্রী তার স্বামীর জন্য গরম দুধ রেখে গেছে।

শিকারির মতো নিঃশব্দে পা ফেলে ওপরের শয়নকক্ষে আবার গেলাম। নাহ্। সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কিন্তু মন থেকে সন্দেহ যায় না। মানুষের মনে সন্দেহ হচ্ছে শৈশবের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো। একবার তৈরি হলে তাকেই বারবার বিশ্বাস করতে মন চায়।

আমার সন্দেহ সে জেগে আছে। শুধু তাই নয়, আমার প্রতিটি নিঃশ্বাস, পদক্ষেপ সে গভীর ঘুমের ভান করে মনিটর করছে।

আপনি যদি একজন আদর্শ স্বামী হন তাহলে এই মুহূর্তে স্ত্রীকে গিয়ে "হানি, আই মিস ইউ" বলে আলিঙ্গন করবেন। কিন্তু আমি আদর্শ স্বামী নই। আমি হচ্ছি জীবন থেকে শেখা অভিজ্ঞ স্বামী। যেই মুহূর্তে আমি স্ত্রীকে "হানি" বলব সেই মুহূর্ত থেকেই শুরু হবে আমার বিচার। আমি এই জীবন খেলায় হেরে যাব নির্ঘাত। আমার বিচার শুরু হবে। বিচারের বিষয়বস্তু থাকবে—

কেন আমি একা একা বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে গেছি?

আমার কী স্ত্রী, সন্তান নেই?

তাদেরকে কী আমার ভালো লাগে না?

না ভালো না লাগলে কারণগুলো কী কী?

আর কত দিন এভাবে চলবে?

কেন ফিরেছি?

কেন বন্ধুদের বাসায় না গিয়ে তার কাছে এসেছি? ইত্যাদি

হাসপাতালে রোগীকে অপারেশন করার পর পোস্ট–অপারেটিভ রুম বা নিবিড় পর্যবেক্ষণ কক্ষে নেওয়া হয়। ভ্রমণ বা আনন্দময় সময় কাটানোর পর আমার হয় পোস্ট–ভ্যাকেশন ট্রমা।

এমতাবস্থায় আমি যদি কোনো কথা না বলে চুপি চুপি অন্য ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ি তাহলে বিচারপ্রক্রিয়া তৎক্ষণাৎ এড়াতে পারি। অন্ততপক্ষে রাতে ঘরে ফেরার পর বিচার। আমিও তাই করলাম।

অন্য ঘরে গিয়ে বিছানায় মাত্র মাথা এলিয়ে দিয়েছি, এমন সময় অন্ধকার ঘর উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল। লাইট জ্বলে উঠল।

কিছুটা রাগ, কিছুটা হতাশা, কিছুটা উৎসুক হয়ে আমার স্ত্রী হাত উঁচিয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। গোলাপি রঙের কিছু একটা তার হাতে ঝুলছে।

আমাকে ইঙ্গিত করে সেই কথা শুরু করল—

– এটা কী? কার? তোমার ব্যাগে পেয়েছি।

আমি থতমত খেয়ে শোয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। উদ্দেশ্য স্ত্রীর হাতে ঝোলানো জিনিসটাকে ভালো করে দেখা। তার হাতে গোলাপি রঙের একটা ফিতা ঝুলছে। অর্থাৎ ইতিমধ্যেই সে আমার ব্যাগ তল্লাশি করেছে। এই ফিতা নিয়ে এসেছে একটা ক্লু হিসেবে—যাতে ফিতা দিয়ে স্বামীকে বিচারের মুখোমুখি করা যায়।

– ওহ... ওইটা মেয়েদের চশমা ঝোলানোর ফিতা। গলার সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখতে হয় যাতে চশমা পড়ে না যায়। নৌকা চালানোর সময় চোখের চশমা যাতে পড়ে না যায়, সে জন্য কেনা হয়েছিল।

– মেয়েদের চশমা ঝোলানোর ফিতা তোমার ব্যাগে এলো কী করে?

– ওহ... আমি মেয়েদেরটাই কিনেছিলাম।

– কেন?

– ওহ... কারণ ছেলেদেরটা দোকানে ছিল না।

– আর এটা কী? সে আরেক হাত দিয়ে আরেকটা মেয়েদের চশমা ঝোলানোর ফিতা আমার নাক বরাবর উঁচিয়ে ধরল।

– ওহ... দুইটাই মেয়েদের ফিতা কিনেছিলাম।

– কেন?

– ওহ... কারণ আমাদের দুইজন ক্যাম্পারের জন্য দুইটা ফিতা প্রয়োজন ছিল।

– দুইটাই তোমার ব্যাগে কেন?

– ওহ... কেনার পর আরেকজন ব্যবহার করেনি।

শিকারি তার শিকারের এইসব উত্তরে সন্তুষ্ট হল কি না বুঝতে পারলাম না। সে আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

আমিও অন্য ঘরে বাতি নিভিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। সমস্ত বাড়ি অন্ধকারে ঢেকে গেল। দুই শিকারির মধ্যে একজন শিকারে পরিণত হবে। যে কোনো একজনকে পরাজয় মেনে নিতে হবে। কিসের পরাজয়? কেন পরাজয়—সেটাও মুখ্য বিষয় নয়। এমনকি যে বিজয়ী হবে, সেও জানবে না কোনো দিন যে কী কারণে বা কেন সে বিজয়ী।

এর নাম জীবন-জীবন খেলা। কিংবা সন্দেহ বা মান–অভিমান বা ভালোবাসার খেলা।

এখানে যে হেরে যায় বা যে হার মেনে নেয়, সেই হয় সত্যিকারের বিজয়ী। কিন্তু প্রতিপক্ষ কখনোই তা জানতে পারে না।

পৃথিবীর একমাত্র খেলা যেখানে শিকার তার শিকারিকে হার মানায়।

আমার বিশ্বাস, পৃথিবীর বেশির ভাগ দম্পতি এই খেলায় মত্ত। এই খেলা জীবনে কিংবা পরিবারে সুখী কিংবা দুঃখী হওয়ার এক ধরনের নেশা। এই নেশা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে।

কিছু কিছু নেশা থেকে মানুষ কোনো দিনও সরে আসতে পারে না। চাইলেও পারে না। জীবন-জীবন খেলা এমনই এক নেশা।

আমি অন্ধকারে চোখ বন্ধ করি। আরও গভীর অন্ধকার দেখব বলে। সেই অন্ধকারে নিজেকে খুঁজে পাই অ্যারিজোনার পর্বতময় এলাকার কোনো এক গুহায়। সেই গুহায় কেউ একজন বসে আছে আমার প্রতীক্ষায়। আমি ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে তার কাছে ছুটে যাই। সে আমাকে এক পেয়ালা গরম দুধ এগিয়ে দেয়। আমি পরম তৃপ্তি নিয়ে সেই দুধ পান করি।

## মৃত্য দেহগুলো

### স্বপন শর্মা

মৃত্য দেহগুলো...
অতৃপ্ত সাধনা নিয়ে উঠে আসে চিতায়
অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রবেশ করে কবরে
প্রচণ্ড আঁকুতি ছিল বাঁচবার
প্রবল সংস্কৃতির লাল টিপ পরে
সেজেছিল দেহগুলো।

মৃত্য দেহগুলোর...
সলিল সমাধি ঘটে জলে
আগুন জ্বালানো চিতায়
অথবা বিলীন ঘটে পরিত্যক্ত কবরে।
মৃত্য দেহগুলোর...
সমাজ যদি চায়, হবে শেষকৃত্য
সমাজ যদি চায় হবে দাফন
সমাজ যদি চায়, দেহ জ্বলবে
যদি কপালে থাকে আগুন...
স্পষ্ট ছিল আগুনের ধর্ম, পুড়ে পুড়ে ভস্ম করা।

## শৃঙ্খলহীন কবি

### শামীম আহমদ

এক পৃথিবী তৃষ্ণা নিয়ে চলে গেলে
তোমার রাতের কান্না গুলো জমা হয়েছে যপমাল্যে

পরিযায়ী পাখির দীর্ঘশ্বাস কেবল বাতাসই জানে
যদি জমানো যেতো হয়তো তার ঘূর্ণিবলয়ে পৃথিবী
নুয়ে পড়তো সেজদায় ...

মুহুর্মুহু উত্তাল ধমনীপ্রবাহ
তোমার ক্রান্তিবলয় জুড়ে শুধু একঝাঁক কুয়াশার
শিশিরের আলপনা ,যেখানে সময়ের বেষ্টনীতে
শৃঙ্খলহীন এক কবি দাউদ হায়দার।

## অস্থির বার্তা

### ইশতিয়াক রুপু

উত্তর গোলার্ধের বিশ্ব খ্যাত সবুজ বনের সীমানায় স্বচ্ছ
জলের লেইক।যা জর্জ লেইক নামে পরিচিত।

বেষ্টনির শান্ত পরিবেশের ব্যাতিক্রমী সৌন্দর্যের মোহনায়,
আগামীর স্বপ্নের পশরা প্রচুর।
পাকা চার লেইনের বুক চিরে কালো আর
সাদা রঙের চলমান ডট,
ঝরা পাতায় বিচ্ছিন্ন লতাগুল্মের আংশিক ঢাকা।
বাকি পুরো অংশ যেনো কবিতার যুক্তাক্ষরের
পুরো চারটি লাইন!
শীতের শীতল স্পর্শে চারপাশে নিরন্তর
নীরবতা আর নিঃশব্দের নির্জনতা।

এতো আয়োজন আর আগমনের উষ্ণ
বার্তা কখনোই আমাকে উড়ে যেতে
আটকাতে পারেনি। তা হউক সময়কালে
কিম্বা নিকট অতীতে।

বোশেখের দিগন্ত জুড়ে সোনালি ফসলের মনকাড়া
ফ্রেমে কামিন আর লক্ষীবধুর হাসি হাসি মুখ।
কাঁটা ধানের বুনো ঘ্রানে মাতোয়ারা আমি একজন
কৃষক প্রজন্ম।
সারি সারি লাল ইটের গাঁথুনির ভিতে
চৌকা ডিজাইনে সাজানো মার্কিন দলিলের গৃহে আবদ্ধ।
এক বঙ্গ সন্তানের আকুতি,
ফিরে আসে বার বার।বহু বার। অবিরত।
উত্তর তীর ধরে বয়ে যাওয়া শান্ত সুরমা নদী,
বৈশাখের ফসল তোলার অপরূপ আয়োজনে
অংশ নেওয়ার অনন্ত বাসনায়।

## তুমি ঘুমাও নীরবে

### কাজী জহিরুল ইসলাম

দু'পায়ের গোড়ালিতে প্রাণপণ চেপে রাখে পাথুরে বার্লিন।
এখানে শরৎ আসে বুঝি? হের্বস্ট পড়ে আছে, পাতার হরিণ,

চোখে ইছামতি, কাগেশ্বরী, শরতের শুভ্র কাশ,
মুছে গেল?
চুলের চমক ছুঁয়ে ছুঁয়ে হেঁটে যায় মন্থর আকাশ।

তবু প্রতিবাদ, টানে না, না, একদম না বলছি,
হাতে হাতে ওড়ে রোদের বোতল, দুজনই টলছি।

যমুনা তোলেনি ঢেউ হ্যাভেলের বুকে একবারও,
এতোটা তরঙ্গহীন, এতোটা! কী করে পারো?

কারো জন্ম কী করে আজন্ম পাপ হতে পারে বলো?
স্থির হিমালয় মেঘের সঙ্গমে হয়নি কী কিছুটা চঞ্চলও?

কেন তুমি এতোটা নীরব, স্থির, থেকে গেলে অনাদি-অনড়
বার্লিনের বিছানা আপন, দোহারপাড়ার মাটি রয়ে গেল পর?

অক্ষরের কারুশিল্পী তুমি ঘুমাও নীরবে,
কেউ আর জাগাবে না কোনোদিন এই ঘুম থেকে,
তুলবে না দূরের স্বদেশ ডেকে ডেকে,

শুধু জেনে রাখো জুনের উত্তপ্ত দিনে লাল কৃষ্ণচূড়া এসে
তোমার শিয়রে বসে হাওয়া দেবে স্বার্থহীন ভালোবেসে।

## নারী

### রওশন হক

আমরাই অন্বেষণকারী, স্বপ্নদর্শী, শিখা
নক্ষত্রের জন্ম, তবুও নামের ভারে ভারাক্রান্ত।
আমরা যুগ যুগ ধরে আগুন বহন করি,
ধূলিকণা থেকে নির্মাণ করি, আশা এবং বিশ্বাসে।

আমরা উঠি এবং আমরা হতাশ হই,
আমরা ক্ষতবিক্ষত হই এবং আমরা মেরামত করি
নতুন মানচিত্র আঁকি যেখানে শুরু শেষ হবে না।

সংগ্রামে, দয়ায়, প্রশ্নে আমরা খুঁজে পাই,
একটি আয়না, একটি মুহূর্ত, আমাদের ধরনের আত্মা।
আমরা আমাদের হাত দিয়ে গঠন করি, আমরা
আমাদের অশ্রু দিয়ে কথা বলি,
আমরা নীরবতার মধ্য দিয়ে গান করি, আমরা
আমাদের ভয়ের সাথে লড়াই করি।

ছায়া ছাড়া কোন সাধু নেই,
অনুগ্রহ ছাড়া কোন পাপ নেই,
গতিতে কেবল গল্প, একটি বিশাল মানব জাতি।

তাই করুণা, বিস্ময় এবং যত্নের সাথে চলুন -
আমরা যা কিছু তা হল একটি নিঃশ্বাস; যা আমরা
ভাগ করে নিই।

## কোন স্বর্গে

### কাকন রেজা

কোন সে দেশে জানের চেয়েও মালের বেশি মূল্য
কোন সে দেশ, হীরক রাজার দেশের সাথে তুল্য

২
কাটবে জবান বললে কথা, কোন সে দেশ বলো
কাটার আগে সুশীল ভাষণ আছে এমন খলও

৩
ত্রাসের শহর, লাশের বহর রয়েছে কোথায় ঢাকা
কোন শহরে সকল কাগজ তোষামুদিতে মাখা

৪
কোন দেশেতে সুশীল মুখ ভাঁড়ের মুখোশ আঁটা
শহরগুলোর কিশোর তরুণ বুকে বুলেট সাঁটা

৫
বিদ্যালয়ে পড়তে দিয়ে লাশ খুঁজতে হয় মর্গে
বলুন দেখি কোন সে দেশ, বাস করি কোন স্বর্গে

## কাফের

### সুশান্ত হালদার

যে জানার শুধু সে-ই জানুক
মৃত্যুর পরেও জেগে থাকে মানুষ

আমি ত সেই কাফের
রক্ত নয়, ভিক্ষা চেয়েছি প্রেম ; ভালোবেসে
যে জানার শুধু সে-ই জানুক
কারবালা শেষ হলেও জেগে থাকে মহররম;
খণ্ডিত পাঁজরে

মানুষ যদি বলো, খোদার কসম
নগ্নতায় দেখি নিজেকে আগে
যে জানার শুধু সে-ই জানুক
বিচ্ছেদে প্রেম কতটা বিষাদ বিধুর!

# মতপ্রকাশ ও ধর্মীয় আবেগের দ্বন্দ্বে কবি দাউদ হায়দার

### এইচ বি রিতা

মতপ্রকাশ কখনও নির্বাসন, হুমকি, বা সহিংস প্রতিক্রিয়ার মুখে পড়ে, যা ঘটেছে দাউদ হায়দারের ক্ষেত্রে।

“কালো সূর্যের কালো জ্যোৎস্নায় কালো বন্যায়” ১৯৭৪ সালের ২৪ই ফেব্রুয়ারি দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় মুদ্রিত হলে তার বিরুদ্ধে আদালতে জনসাধারণের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের জন্য মামলা হয়। এ মামলার সূত্রে তিনি ১১ই মার্চ ১৯৭৪ তারিখে গ্রেফতার হন। এরপর, সরকারের সিদ্ধান্তে ১৯৭৪ সালে তাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়। প্রথমে কলকাতা তারপর বাকি জীবন তার জার্মানের বার্লিংয়ে কাটে। ৭৩ বছর বয়সে তিনি জার্মানির বার্লিনে অবস্থিত একটি বয়স্ক নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

"কালো সুর্য্যের কালো জ্যোত্স্নায় কালো বন্যায়” কবিতায় দাউদ হায়দার ঈশ্বর, নবী এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি তীব্র সমালোচনা করেছেন, যা তৎকালীন সমাজে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি করার মতই। তিনি ধর্মীয় নেতাদের ভণ্ড, রাজনীতিক এবং মিথ্যুক হিসেবে চিত্রিত করেছেন, যা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে। তিনি যখন কবিতাটি লিখেন, সে সময়কার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আমার ধারণা নেই, তবে কবির উদ্দেশ্য নিশ্চয় ছিল সমাজের কিছু প্রতিষ্ঠিত ধারণাকে প্রশ্ন করা, যা একটি মুক্তচিন্তার সমাজে স্বাভাবিক। কবি তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং সমাজের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু, তাঁর কবিতায় বেশ কিছু বিতর্কিত পঙতি রয়েছে, যা একজন ধর্মবিশ্বাসী হিসেবে ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করে বলতে পারি যে, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও ধর্মীয় অনুভূতির মধ্যে একটি ভারসাম্য থাকা উচিত। মত প্রকাশের স্বাধীনতা কারো মৌলিক অধিকার হলেও, তা ব্যবহার করার সময় সমাজের বিভিন্ন স্তরের অনুভূতির প্রতি একজন কবির যথেষ্ট সংবেদনশীলতা থাকা উচিত।

বিশ্বের ইতিহাসে বহু কবি ও লেখক তাদের লেখালেখির জন্য নির্বাসিত হয়েছেন। তারা রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা সামাজিক বিষয়ে লেখার কারণে শাসকগোষ্ঠীর রোষানল কিংবা সাধারণ জনগনের সমালোচনায় পড়েছেন। রুশ কবি ও প্রাবন্ধিক জোসেফ ব্রডস্কিকে সোভিয়েত ইউনিয়নে "সামাজিক পরজীবী" হিসেবে অভিযুক্ত হয়ে ১৯৬৪ সালে ব্রডস্কিকে শ্রমশিবিরে পাঠানো হয়। তাঁর কবিতা "অ্যান্টি-সোভিয়েত" হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে নির্বাসিত হন ১৯৭২ সালে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় নেন।

নাজি জার্মানির সময়ে ইহুদি কবি পল সেলানকেও রোমানিয়া থেকে পালিয়ে ভিয়েনা হয়ে প্যারিসে আশ্রয় নিতে হয়। চীনা লেখক মা জিয়ান তার উপন্যাস 'চাইনা ড্রিম' –এ চীনের দমননীতির সমালোচনা করায় চীন থেকে নির্বাসিত হন এবং যুক্তরাজ্যে আশ্রয় নেন।

প্রাচীন রোমান কবি ওভিড ৮ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আউগুস্তুস এর আদেশে রোম থেকে নির্বাসিত হন এবং তাকে রোমানিয়ার কনস্টান্টা শহরে (তৎকালীন টোমিস) পাঠানো হয়। নির্বাসনের কারণ সম্পর্কে ওভিড নিজে বলেছেন, এটি ছিল "একটি কবিতা ও একটি ভুল"। "কবিতা" বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন তার রচিত Ars Amatoria (প্রেমের শিল্প), যা সম্রাটের নৈতিক সংস্কার প্রচেষ্টার পরিপন্থী ছিল।

এই দীর্ঘ ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই—কখনো একজন কবির কলম প্রশ্ন তোলে ধর্মীয় কর্তৃত্বের, কখনো একজন ঔপন্যাসিক বা চিন্তাবিদের ভাষা হয়ে ওঠে রাজনৈতিক স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের হাতিয়ার। একদিকে ব্যক্তি স্বাধীনতা, অন্যদিকে ধর্মীয় বা সমাজের সম্মিলিত আবেগ—এই দুইয়ের মাঝে যে সংকট জন্ম নেয়, তা শুধু দাউদ হায়দার বা ওভিডের জীবনে নয়, বরং বিশ্বসাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে বারবার ফিরে এসেছে। তবে একটি সমাজ কতটা প্রগতিশীল বা মানবিক, তা নির্ধারিত হয় সেই সমাজ কীভাবে ভিন্ন মত, আপত্তিকর বক্তব্য কিংবা বিতর্কিত চিন্তাকে গ্রহণ বা মোকাবিলা করে তার মাধ্যমে।

দাউদ হায়দার সাহস করে নিজের বিশ্বাস ও প্রতিবাদকে উচ্চারণ করেছিলেন—যার মূল্য তাঁকে নির্বাসনের মধ্য দিয়ে দিতে হয়েছে।

এইসব উদাহরণ থেকে আমাদের শেখার আছে অনেক কিছু—বিশেষ করে, সহনশীলতা, সংলাপ, ও মতপার্থক্যকে সম্মান করার চর্চা গড়ে তোলা। মতপ্রকাশ ও বিশ্বাস—এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য খুঁজে নেওয়া আমাদের সামষ্টিক মানবিক উন্নতির জন্য জরুরি। সাহিত্যের ইতিহাস এই সত্যই প্রমাণ করে—যারা কলম ধরেন, তারা শুধু সৌন্দর্যের জন্য লেখেন না, লেখেন পরিবর্তনের জন্যও।

স্বাধীন ভাবনা ও মতপ্রকাশের অধিকার এবং ধর্মীয় অনুভূতি -এই দুটি সামাজিক শক্তি প্রায়ই সংঘর্ষে আসে, বিশেষ করে কোনো মত, লেখালেখি বা শিল্প যখন ধর্মীয় বিশ্বাস-আচার বা ঈশ্বর সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। একজন লেখকের অধিকার আছে নিজের চিন্তা, বিশ্বাস, মত বা অভিজ্ঞতা প্রকাশ করার—এমনকি তা যদি প্রচলিত সামাজিক বা ধর্মীয় ধ্যানধারণার বিরুদ্ধেও হয়। তবে, স্বীকার করতেই হবে, ধর্ম ব্যক্তিমানুষের গভীর আত্মিক বিশ্বাসের অংশ, যা সমাজে পবিত্র ও অখণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয়। কেউ তা নিয়ে প্রশ্ন তুললে তা ব্যক্তিগত অপমান বা সামাজিক আক্রমণ হিসেবেই অনুভূত হয়। তাছাড়া, ধর্ম মানুষের বিশ্বাস, আবেগ ও সংস্কারের ওপর গড়ে ওঠে, যা অনেকের কাছে অটল সত্য। অন্যদিকে, স্বাধীন মতপ্রকাশ প্রায়ই যুক্তি, বিশ্লেষণ বা বিদ্রোহী দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে গঠিত হয়, যা আবেগপ্রবণ ধর্মীয় মানসিকতাকে আঘাত করে।

কবি দাউদ হায়দারের কবিতায় সরাসরি ভাষা ও ভাব প্রকাশের প্রবণতা ছিল। তিনি বিমূর্ততা বা আড়াল করে কথা বলতেন না। ধর্ম, যৌনতা, রাষ্ট্র ও সামাজিক ভণ্ডামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন সাহসিকতার সঙ্গে। ন্যায়বিচার, ব্যক্তি স্বাধীনতা, ধর্মান্ধতা ও সামাজিক ভণ্ডামি তাঁর কবিতায় ঘুরেফিরে এসেছে। কবিতাকে তিনি কেবল সৌন্দর্য নয়, বরং অস্ত্র হিসেবে দেখেছেন—বৈষম্য, নিপীড়ন, মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে লড়ার মাধ্যম।তবে, তাঁর কবিতায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সামাজিক ভণ্ডামির বিরুদ্ধেও তীব্র প্রতিক্রিয়া ছিল। পাঠক ও ধর্মানুরাগীরা সেটিকে ঈশ্বরনিন্দা হিসেবে দেখেছেন, এবং দেখাটাই স্বাভাবিক। কারণ এতে ধর্মীয় আবেগে আঘাত লেগেছে। ১৯৭৩ সালে তাঁর প্রকাশিত একটি কবিতায় ধর্ম, নবী ও ঈশ্বর নিয়ে তীব্র ব্যঙ্গ ও প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। এতে অনেক পাঠক ও ধর্মানুরাগী আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং একে “ধর্ম অবমাননা” হিসেবে দেখেন। ফলে, তাঁর মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সঙ্গে সংঘর্ষিত হয়, যার পরিণতি ছিল নির্বাসন।

তাঁর এই স্বাধীন মত প্রকাশের বিষয়টি যুক্তিযুক্ত ছিল কি না, তা নির্ভর করে দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। যুক্তির পক্ষে বিবেচনা হতে পারে, কবি তাঁর চিন্তা ও বিশ্বাসকে সাহসের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন, যা একজন লেখকের মৌলিক অধিকার এবং কোনো ধর্ম বা বিশ্বাস প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়—এমন মুক্তমনাদের মতে, তাঁর মতপ্রকাশকে রক্ষা করা উচিত ছিল। রাষ্ট্র যদি সত্যিই ধর্মনিরপেক্ষ হতো, তবে লেখকের নিরাপত্তা দিত, নির্বাসনে পাঠাত না।

যুক্তির বিপক্ষে বিবেচনা করলে, এটি ধর্মীয় আবেগে আঘাত হানে। বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাঘরিষ্ট দেশ; এই প্রেক্ষাপটে ধর্ম খুব সংবেদনশীল একটি বিষয়। নবী বা ঈশ্বর সম্পর্কে অবমাননাকর শব্দ ব্যবহার সহ্যসীমার বাইরে। ধর্মবিশ্বাসকে অবমাননা না করেও সমালোচনা বা প্রশ্ন তোলা সম্ভব, কিন্তু দাউদ হায়দারের ভাষা অনেকের কাছে অসম্মানজনক।

মতপ্রকাশের অধিকার তখনই পূর্ণতা পায় যখন সমাজে সহনশীলতা এবং আলোচনার পরিবেশ থাকে। ধর্মীয় বিষয় নিয়ে মতপ্রকাশ করলে সেই মত ব্যক্তির অধিকার হিসেবেই থাকবে, না কি তা অন্যের অনুভূতিতে আঘাত হিসেবে বিবেচিত হবে—এই দ্বন্দ্বই সংঘর্ষের মূল। এই ভারসাম্য না থাকলে

# GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

**PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?**
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে, আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Please Contact

**Shah Nawaz** MBA
*President & CEO*
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

Design by: ihopeprint.com, 929-536-7903

**JACKSON HTS OFFICE**
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

**BRONX OFFICE**
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

**HILLSIDE AVE. OFFICE**
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

**BROOKLYN OFFICE**
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
TEL: 718-828-6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছেঃ •কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
•নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা •পিছলে পড়ে যাওয়া

COMMUNITY DEVELOPMENT FOR ASIAN AMERICAN
CDAA
Community Development for Asian American (CDAA)
একটি স্বাস্থ্য সামাজিক ব্যপস্থাপনা সংস্থা
যাঁরা আপনার ভাষায় কথা বলে এবং আপনার অধিকারের জন্য কথা বলে
আমাদের সেবা সমূহ–
আর্থিক অনুদান গ্রহণে সহায়তা
বাসস্থান ও বাড়ি ভাড়া প্রাপ্তিতে সহায়তা
কর্মসংস্থান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ
ফুডস্ট্যাম্প ও পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী গ্রহণে সহায়তা
যাতায়াত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা
এছাড়া যে কোন শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ।
Tel: +1(866) 367-3232 Email: info@cdaany.org

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

# প্রথম আলো

Prothom Alo North America
29 May 2025, Thursday, Issue 428
বৃহস্পতিবার, ২৯ মে ২০২৫, ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ২ জিলহজ ১৪৪৬

## মেডোব্রুক মর্টগেজের কর্ণধার আকিব হোসাইন পেলেন টপ প্রডিউসার অ্যাওয়ার্ড

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

যুক্তরাষ্ট্রের মর্টগেজ শিল্পে বাঙালি কমিউনিটির গর্ব, মেডোব্রুক মর্টগেজের কর্ণধার আকিব হোসাইন চলতি বছরে ২৫ মিলিয়ন ডলারের ৭৫টি সফল লোন ক্লোজ করার স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মানজনক টপ প্রডিউসার অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছেন।

পুরস্কারপ্রাপ্তির প্রতিক্রিয়ায় আকিব হোসাইন বলেন, "আমার ক্লায়েন্টরাই আমার মূল চালিকাশক্তি। তাদের

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

## শহরে নিরাপদ ও আনন্দময় গ্রীষ্মকাল শুরু হচ্ছে: এরিক

**এইচবি রিতা**

এরিক অ্যাডামস

আমেরিকার নগরজীবনের গ্রীষ্ম শুরু হয়ে গেছে। এই মৌসুমটি উপভোগ করতে নিউইয়র্ক সিটিতে রয়েছে নানা ধরনের কার্যকলাপ ও উন্মুক্ত স্থান। তবে যে যেখানেই থাকুক না কেন- রোদে, সমুদ্রে, রাস্তায়, বাড়িতে বা কর্মস্থলে ও নিরাপদ থাকা জরুরি। আর সে লক্ষ্যে অ্যাডামস্ প্রসাশনের 'মাল্টি এজেন্সি সামার সেইফটি প্ল্যান' পরিকল্পনা; যার উদ্দেশ্য শহরবাসীকে নিরাপদ রাখা ও জীবনের মানোন্নয়ন ঘটানো। এ লক্ষ্যে সমুদ্রতট ও পানির উপর টহল বাড়ানো হচ্ছে, তাপপ্রবাহ ও চরম আবহাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে, তরুণদের জন্য

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৩

প্রথমবারের মতো নিউইয়র্কে বর্ণিল আয়োজনের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হলো আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫।

# বর্ণিল আয়োজনে সম্পন্ন হলো আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ডস

**নিউইয়র্ক**

২৪ মে কুইন্সের টেরেস অব দ্য পার্কে জমকালো এ কারি অ্যাওয়ার্ডের আয়োজন করা হয়।

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

নিউইয়র্কে বর্ণিল আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রথমবারের মতো সম্পন্ন হলো আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫। শনিবার (২৪ মে) কুইন্সের টেরেস অব দ্য পার্কে জমকালো এ কারি অ্যাওয়ার্ডের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন আয়োজক উদ্যোক্তা খলিল বিরিয়ানির সিইও খলিলুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অপর আয়োজক পার্টনার আশা গ্রুপের সিইও আকাশ রহমান।

অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা খ্যাতনামা শেফ, উদ্যোক্তা, ফুড ব্লগার, গবেষক, রাজনীতিক ও সমাজসেবীরা অংশ নেন। রঙিন আলোকসজ্জা, মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা, খাবারের ঘ্রাণ আর প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানটি পরিণত হয় একটি আন্তর্জাতিক মানের রন্ধন ও সংস্কৃতি উৎসবে। প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য এটি ছিল আনন্দঘন মুহূর্ত, যেখানে কেবল রেসিপির প্রতিযোগিতা নয়, রন্ধনকে একটি শিল্প হিসেবে তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে প্রবাসে বসবাসরত রন্ধনপ্রেমীদের সৃজনশীলতা ও বাঙালি সংস্কৃতিকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরার এই উদ্যোগ প্রশংসিত হয়েছে নানা মহলে।

আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ডসে নয়টি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রদান করা হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত ছিল 'বেস্ট হোম শেফ' ক্যাটাগরি, যেখানে বিজয়ীদের নাম ঘোষণার পর দর্শকদের মধ্যে দেখা যায় অভূতপূর্ব উচ্ছ্বাস। মূল পর্বে অংশ নেওয়ার আগে বাছাই পর্ব অনুষ্ঠিত হয় গত ১৮ মে, ব্রঙ্কসে খলিল বিরিয়ানি হাউসে। এতে শতাধিক প্রতিযোগীর মধ্যে চূড়ান্ত পর্বে উত্তীর্ণ হন শীর্ষস্থানীয় হোম শেফরা।

অনুষ্ঠানে বিচারকের আসনে ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শেফ ও কালিনারি বিশেষজ্ঞরা। উপস্থিত ছিলেন শেফ টনি করিম খান, ড. ইজ্জত হুসেন, রসাহম বিন রুসলি, মনতাসির মাসউদ, মাহমুদ ইয়াসিন, রাহিমা সুলতানা রীতা, শাহেদা ইয়াসমিনসহ আরও অনেকে। তাঁদের মূল্যায়নে প্রতিযোগীদের রন্ধনপ্রযুক্তি, উপস্থাপন ও স্বাদের ওপর ভিত্তি করে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে যোগ দেন কনটেন্ট ক্রিয়েটর আদনান ফারুক হিল্লোল, ফুড ব্লগার নুসরাত ইসলাম (জলটান বিডি) এবং ডেফোডিল ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান ড. সবুর খান। বিভিন্ন স্টেট থেকে আগত প্রবাসী বাংলাদেশিদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিকে করে তোলে একটি জাতীয় মিলনমেলায়।

আয়োজকরা জানায়, প্রবাসে কর্মরত রন্ধনশিল্পী, বিশেষ করে নারী হোম শেফদের স্বীকৃতি দিতেই এই আয়োজন। তারা জানান, অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে নিভৃতে রান্নার চর্চা করছেন, কিন্তু সেই প্রতিভা তুলে ধরার মঞ্চ ছিল না। আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ডস সেই অভাব পূরণ করেছে।

আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ডসের উদ্যোক্তা খলিল বিনিয়ানির সিইও মো. খলিলুর রহমান বলেন, আমাদের স্বপ্ন ছিল প্রবাসে এমন এক আয়োজন, যেখানে রন্ধনশিল্পকে মর্যাদা দেওয়া হবে। আজ তা বাস্তবায়ন হলো। এটি কেবল একটি পুরস্কার অনুষ্ঠান নয়, এটি প্রবাসী বাংলাদেশিদের রন্ধন ঐতিহ্যের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

প্রবাসী বাংলাদেশিদের রন্ধন প্রতিভা, সংস্কৃতি ও সংগ্রামকে সামনে তুলে ধরা এই আয়োজন ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে করার প্রত্যাশাও ব্যক্ত করেন তিনি।

**নিউইয়র্কের 'লিটল সিরিয়া'**

## আরব অভিবাসীদের এক বিস্ময়কর বসতি

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

চকচকে আকাশছোঁয়া ভবন ও বড় বড় স্থাপনায় চেয়ে আছে নিউইয়র্ক শহর। আলোয় ঝলমলে এই শহরে আছে হাজারো গল্প, হাজারো সংগ্রামের ইতিহাস। যুগ যুগ ধরে এই শহরে পাড়ি জমিয়েছেন অসংখ্য সম্প্রদায়, অসংখ্য জাতি। যাদের ঘিরে এই শহরের আছে এক সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য। নিউইয়র্কের লিটল সিরিয়া তেমনি এক স্থান। যেখানে প্রথম আরব অভিবাসীরা নিজেদের গোড়াপত্তন করেন। একটা সময় মুসলমানদের গড়ে তোলা এক জীবন্ত বসতি এই শহরকে আলোকিত করে।

জানা গেছে, ১৮৮০ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে লোয়ার ম্যানহ্যাটনের ব্যাটারি প্লেস, ওয়াশিংটন স্ট্রিট এবং গ্রিনউইচ স্ট্রিটের মাঝে অবস্থিত এই এলাকা ছিল লেবানন, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, জর্ডানসহ মধ্যপ্রাচ্যের বহু আরব শরণার্থীদের আবাসস্থল। তারা এখানে বসতি গড়ে তোলার পাশাপাশি বাণিজ্য, সংস্কৃতি এবং সামাজিক জীবন গড়ে তোলে। যদিও প্রথমত খ্রিস্টান আরবরা বেশি সংখ্যায় ছিলেন। ধীরে ধীরে মুসলিম আরব অভিবাসীরাও এই এলাকার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে শুরু করেন।

মুসলমানদের স্মৃতি বিজড়িত লিটল সিরিয়ার ইতিহাস তুলে ধরার মাধ্যমে এই বিস্মৃত অধ্যায়ের পুনর্জাগরণের চেষ্টা করছেন স্থানীয় ইতিহাসবিদ ও সমাজকর্মী আসাদ দানদিয়া। তিনি 'নিউইয়র্ক ন্যারেটিভস' নামে একটি ওয়াকিং ট্যুর কোম্পানি পরিচালনা করেন।

আসাদ দানদিয়া বলেন, লিটল

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
**ফোন:** 718-308-5020, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com